ওয়েস্টার্ন-৪৬

একখণ্ডে সমাপ্ত রোমাঞ্চোপন্যাস

অবরোধ

শওকত হোসেন

ফাঁসির আসামী ল্যুক রেগানকে গ্রেপ্তার
করলো ডেপুটি শেরিফ ক্লিফ ফ্যারেল।
শহরবাসী খেপে উঠলো তাকে
ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে।
এই সময় এসে হাজির হলো আসামীর
পাঁচ দাঙ্গাবাজ ভাই।
ল্যুকের মুক্তির দাবি করলো তারা।
নইলে ডিনামাইট দিয়ে পাহাড় ধসিয়ে
ধ্বংস করে দেবে গ্রে-বাট শহর।
কিন্তু ফ্যারেল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ,
ল্যুকের বিচারের ব্যবস্থা করবেই।
পারবে ও?

উনিশ টাকা

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রূম ঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক।
জীবিত বা মৃত ব্যক্তি বা বাস্তব ঘটনার
এর কোনও সম্পর্ক নেই
॥ লেখক ॥

এক

শহরের পশ্চিম সীমান্তে সতর্ক শান্ত্রীর মতো দাঁড়ানো পাহাড়টার নাম গ্রে বাট। শহরের ঠিক মাঝখান থেকে ক্রমশ ঢালু হয়ে শেষ বাড়িটার মোটামুটি শ'ছয়েক গজ দূরে হঠাৎ খাড়া ওপর দিকে উঠে গেছে প্রায় পাঁচশো ফুট।

রাত। পাহাড়ের পাথুরে দেয়ালে উদীয়মান চাঁদের রূপালি আলো প্রতিফলিত হয়ে ঝিলমিল করছে। শীতের সময় মাঝে মাঝে বড়সড় পাথর-চাঁই গড়িয়ে পড়ে নিচে, পাহাড়ের পাদদেশে গড়ে ওঠা বসতিটাকে যেন পিষে মারতে চায় নির্মমভাবে।

দশটা বেজেছে বেশিক্ষণ হয়নি। ঘুমের চাদরে মুড়ি দিয়েছে গোটা গ্রে বাট শহর। নিঝুম প্রকৃতি। কেবল বাট স্যালুন, বাফেলো স্যালুন আর ডেলহ্যানটি'স মারকেনটাইল স্টোর-এ এখনো আলো জ্বলছে। শহরের প্রধান সড়ক বাট স্ট্রীটের ঢালের শেষ প্রান্তে শেরিফের অফিসেও আলো দেখা যাচ্ছে।

বাট স্ট্রীটে হাঁটছে সোনিয়া ম্যাকনেয়ার, একা। খাড়া পাহা-

ড়ের ছায়ায় দাঁড়ানো বাড়িতে ফিরে যাচ্ছে।

স্বচ্ছন্দ সাবলীল ভঙ্গিতে এগোচ্ছে মেয়েটা; মাঝে মাঝে থেমে ঘাড় ফিরিয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাইছে চাঁদের পানে। এক বাকস রিবন রয়েছে হাতে, কোরা শর্ট-এর দোকান থেকে ফিরছে ও; বিয়ের পোশাকের চূড়ান্ত ট্রায়াল দিয়ে এলো।

সোনিয়া ম্যাকনেয়ার, ছিমছাম গড়ন, চলাফেরায় কিশোরী-সুলভ চপলতা, সারাক্ষণ হাসি লেগে আছে ঠোঁটে, চোখ-জোড়ায় চঞ্চল দৃষ্টি। আগামী রোববারের পরের রোববারেই ওর বিয়ে, অধীর আগ্রহে দিন গুনছে।

স্যাটারলিদের পুরোনো বাড়ির ছায়ায় মৃদু নড়াচড়ার শব্দে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো সোনিয়া। অন্ধকার থেকে এলোমেলো অথচ দ্রুত পায়ে এদিকে এগিয়ে আসছে একটা লোক।

ভেতরে ভেতরে একটু চমকে উঠলেও ভয় পেলো না সোনিয়া, দাঁড়িয়ে পড়লো। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে চেনার চেষ্টা করলো লোকটাকে, পারলো না। দৌড়ে পালানোর কথা ক্ষণিকের জন্যেও ওর ভাবনায় এলো না। গ্রে বার্ট-এ রাতে রাস্তায় বেরোনো মেয়েদের জন্যে মোটেই বিপজ্জনক নয়।

অগ্রসরমান লোকটা গ্রে বার্টের কেউ নয়, যখন বুঝতে পারলো, দেরি হয়ে গেছে। অপরিচিত এবং নেশাগ্রস্ত। দৌড়ুবে বলে ঘুরে দাঁড়ালো সোনিয়া। গেটের কাছে এসে পড়েছে আগন্তুক। হ্যাঁচকা টানে গেট খুলেই সোনিয়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো সে। পা বাড়ানোর সুযোগ পেলো না সোনি, ধরা পড়ে গেল।

চিৎকার করার জন্যে হাঁ করলো ও, নোংরা একটা হাত চেপে

বসলো মুখের ওপর; প্রচণ্ড চাপে দম বন্ধ হয়ে এলো। পাঁজ-কোলা করে কোলে তুলে নিলো ওকে আগন্তুক। গেট দিয়ে ঢুকে নির্জন অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

সহসা তীব্র আতঙ্ক ভর করলো সোনিয়ার বুকে। প্রবল বেগে হাত পা ছুঁড়তে শুরু করলো ও; কামড়ে দিতে চাইলো মুখে চেপে বসা হাতে। কেবল আরো শক্ত হলো হাতের চাপ। শরী-রের সর্বশক্তি এক করে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করলো সোনিয়া, লাভ হলো না। লোকটা অসম্ভব শক্তিধর, তার সাথে ও পারবে কেন?

দিশে হারিয়ে ফেললো সোনিয়া। অজানা ভয় বাড়তি শক্তি জোগালো ওকে। কিন্তু সাঁড়াশির মতো শক্ত দুটি হাতের চাপ এতোটুকু কমলো না। হাত পা ছুঁড়ছে ও, আঁচড়ে দিচ্ছে লোকটার মুখে, কিন্তু কোন পরোয়াই করছে না সে।

হাঁপাচ্ছে এখন আগন্তুক, নিঃশ্বাসের তপ্ত ছোঁয়া লাগছে সোনি-য়ার চোখে মুখে। লাথি মেরে শূন্য ঘরের দরজা খুললো লোকটা, ঢুকে পড়লো ভেতরে।

এক হাতে সোনিয়াকে শরীরের সঙ্গে চেপে রেখে অন্য হাতে টান মেরে ফড়ফড় করে ওর পোশাক ছিঁড়ে ফেললো লোকটা; তারপর ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেললো।

ভয়ে, আতঙ্কে চিৎকার করতেও যেন ভুলে গেছে সোনিয়া। করুণ আবেদন ঝরলো ওর কণ্ঠে, 'দয়া করো! হায় খোদা, দয়া করো…'

কিন্তু বৃথা, কাকুতি মিনতিতে গললো না কঠিন পাথর। শুরু

হলো ওর জীবনের ভয়ঙ্করতম এবং লজ্জাকর অভিজ্ঞতা। বাধা পেয়ে খেপে উঠছে লোকটা প্রতিমুহূর্তে, হিংস্র জানোয়ারের মতো হুঙ্কার দিচ্ছে। দুহাতে ক্রমাগত চড় বসাচ্ছে সোনিয়ার মুখে। অবশেষে একসময় চেতনা হারালো সোনিয়া, নিথর হয়ে পড়ে রইলো।

সারা গায়ে অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে জ্ঞান ফিরলো সোনিয়ার; সেই সঙ্গে অপার্থিব আতঙ্ক আর সীমাহীন লজ্জা ভর করলো মনে। কবরের নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে বাড়িটায়, একা পড়ে আছে ও।

উঠতে গিয়ে ব্যর্থ হলো সোনিয়া; হামাগুড়ি দিয়ে পোশাক খুঁজলো। কয়েকটা ছেঁড়া টুকরো ছাড়া কিছু পাওয়া গেল না। একটা চেয়ারে ভর দিয়ে কোনোমতে উঠে দাঁড়ালো ও।

বেতস পাতার মতো কাঁপছে থরথর করে। চিন্তা করার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। টলমল পায়ে একটা খোলা দরজার দিকে এগোলো সোনিয়া; দরজা পেরিয়েই হোঁচট খেলো, হুমড়ি খেয়ে পড়লো একটা বিছানার ওপর। বিছানার চাদরে দুর্গন্ধ, তবু গায়ে জড়িয়ে নিলো, শুয়ে রইলো ওভাবেই। কাঁপছে, হু-হু করে কাঁদছে মেয়েটা।

বেদনার্ত হৃদয়ে একটা ভাবনাই জেগে উঠছে বারবার: মাত্র এক ঘন্টা আগেও ফুলের মতো নিষ্পাপ সুন্দর জীবন ছিলো ওর; অথচ এখন কিছুই অবশিষ্ট নেই।

আস্তে আস্তে কাঁপুনি থামলো। কিছুটা ভাবতে পারছে এখন। ক্রমশ ক্রোধ জেগে উঠছে মনে। যে লোকটা ওর সর্বনাশ করলো,

প্রচণ্ড ঘৃণা বোধ করছে তার প্রতি।

ওর এই ক্ষতি কোনোদিন পূরণ হবার নয়, কিন্তু আর কিছু না হোক, লোকটাকে তো অন্তত শাস্তি দেয়া যায়।

ময়লা চাদর গায়ে জড়িয়ে উঠে দাঁড়ালো সোনিয়া; এলোমেলো পায়ে বেরিয়ে এলো বাইরে।

উঠোন পেরিয়ে বড় রাস্তায় এলো। দুটো স্যালুনের বাতিই নিভে গেছে, আঁধারে ডুব দিয়েছে ডেলহ্যানটি'স মারকেনটাইল; কিন্তু শেরিফের অফিসে এখনো আলো দেখা যাচ্ছে।

বাড়ি ফিরবে না। শেরিফের অফিসে যাবে স্থির করতে এক মুহূর্তের বেশি সময় নষ্ট করলো না সোনিয়া; সোজা শেরিফের অফিসের দিকে ছুটে গেল। অন্ধকার, নিস্তব্ধ রাতে গলা বেয়ে উঠে আসা আর্তনাদ ঠেকানোর আর কোনো উপায় নেই।

শেরিফের জীর্ণ পুরাতন সুইভেল চেয়ারে বসে ডেস্কের উপর সবুট পা তুলে দিয়েছে ক্লিফ ফ্যারেল। কেন যেন অস্থির বোধ করছে; মাত্র এক হপ্তা পর ওর বিয়ে, সেটাই হয়তো কারণ। ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠলো ক্লিফের ঠোঁটে, সোনিয়া ম্যাকনেয়ার যার হবু স্ত্রী, অস্থির তো তার লাগবেই।

দীর্ঘদেহী একহারা গড়নের যুবক ক্লিফ ফ্যারেল; মেদহীন পাকানো শরীর; ক'দিন আগে ছাব্বিশে পা দিয়েছে। বছর দুই হলো, জেস স্টোন বার্ট কাউনটির শেরিফ হবার পর থেকে ও ডেপুটি শেরিফের দায়িত্ব পালন করে আসছে।

পাহাড় চূড়ার জমাট বরফের মতো নীলাভ ওর চোখ, সুন্দর

করে ছাটা মাথাভর্তি সোনালি চুল। মুখে সব সময় অমায়িক হাসি লেগে আছে। কিন্তু প্রয়োজনের মুহূর্তে এই হাসিমাখা মুখই চোখের পলকে কঠিন হয়ে ওঠে।

অ্যাশট্রেতে সিগারেট ঠেসে নিভিয়ে, ডেস্ক থেকে পা নামিয়ে উঠে দাঁড়ালো ক্লিফ ফ্যারেল। আর্তনাদ করে উঠলো চেয়ারটা।

হাঁটতে হাঁটতে জানালার সামনে এসে দাঁড়ালো ও; তারপর ঘুরে সেলব্লকের দরজার কাছে এলো, অন্যমনস্কভাবেই লাথি হাঁকালো গরাদে। আজ কয়েদী নেই জেলে, খামোকা বসে না থেকে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেই ভালো হতো।

আবার জানালার কাছে এসে বাইরে চোখ ফেরালো ফ্যারেল। নিকষ অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছে না রাস্তায়। তবে ওপাশের দোকানপাটের আবছা কাঠামো ধরা যাচ্ছে। অস্থির ভাবটা আবার ফিরে এলো ওর মধ্যে।

ঢালু রাস্তায় ক্ষীণ নড়াচড়া ধরা পড়লো ক্লিফের চোখে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো ও। পরমুহূর্তে এক টানে দরজা খুলে বেরিয়ে এলো। ক্ষণিকের জন্যে মেয়ে কণ্ঠে ফুঁপিয়ে ওঠার শব্দ এলো কানে। ছুটে এলো সোনিয়া, দুহাতে বুকে টেনে নিলো ক্লিফ।

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কিছু বলতে চাইলো সোনি, কিন্তু একটা শব্দও বেরোলো না মুখ দিয়ে। দুহাতে ওকে কোলে তুলে নিলো ফ্যারেল। অফিসে ঢুকে পা দিয়ে ঠেলে দরজা বন্ধ করলো, তারপর কম্পিত অবিশ্বাসভরা কণ্ঠে বললো, 'কি হয়েছে! দোহাই খোদার, বলো, তোমার কি হয়েছে!'

'একটা লোক···!' টানা দেয়া তারের মতো কাঁপছে মেয়েটা।

নিজেকে সামলাতে পারছে না। খটাখট বাড়ি খাচ্ছে দুপাটি দাঁত।

'কে?' ভয়ঙ্কররকম শান্ত ক্লিফ ফ্যারেলের কণ্ঠ: হিংস্র দৃষ্টি ফুটে উঠেছে দুই চোখে, যেন জ্বলছে দপদপ করে।

ওর বুকে মাথা গুঁজে রেখেছে সোনিয়া, কাঁপছে। 'চিনি না। স্যাটারলিদের ভাঙা বাড়ির উঠোনে লুকিয়েছিলো। হায় খোদা···!'

আরো শক্ত করে ওকে জড়িয়ে ধরলো ক্লিফ: যেন এভাবেই মেয়েটার মনের সব ভয় দূর করা যাবে, কাঁপুনি থামবে। মৃদু কণ্ঠে বললো, 'তাকে আমি ধরবো, সোনি। যেভাবেই হোক···!'

অসহায়ের মতো সোনিয়াকে ধরে বসে আছে ক্লিফ, সান্ত্বনা দেয়ার ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না। সোনিয়ার মুখের দিকে তাকালো। ঠোঁট দুটো কেটে গেছে, রক্ত বেরোচ্ছে, ফুলে উঠছে। এক চোখে চোট লেগেছে, কালশিটে পড়ে গেছে ওখানে। চামড়া ছড়ে লাল হয়ে গেছে এক পাশের গাল।

'চলো, তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিই?'

'না। প্লিজ, ক্লিফ, এখন না!'

অফিসের কাউচে সোনিয়াকে শুইয়ে দিলো ফ্যারেল। হাঁটু গেড়ে বসলো পাশে। দ্বিধাগ্রস্ত। এই মুহূর্তে সোনিয়ার কাছে থাকা দরকার, ওকে একা রেখে কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু এখানে বসে থাকার অর্থ দুর্বৃত্তকে বিনা বাধায় পালানোর সুযোগ দেয়া।

উঠে দাঁড়ালো ক্লিফ ফ্যারেল। ওআশ স্ট্যানডের গামলায়

ঠাণ্ডা পানি ঢেলে একটা তোয়ালে ভিজিয়ে আস্তে আস্তে সোনিয়ার রক্তাক্ত মুখ মুছে দিলো।

ভয়ার্ত চোখে ক্লিফের দিকে তাকালো সোনিয়া, দৃষ্টিতে বেদনা, সীমাহীন গ্লানি। প্রায় নিঃশব্দে নড়ে উঠলো ওর ঠোঁটজোড়া। 'ওকে খুন করতে হবে, ক্লিফ! যেভাবে পারো! শাস্তি দাও লোকটাকে, ওর কারণেই আমাদের বিয়ে ভেঙে গেল!'

'কে বলেছে! কেন একথা বলছো? না হয় একটু চোট পেয়েছো, তাতে কি? দুদিনেই সেরে যাবে। বিয়ে ভাঙার প্রশ্নই উঠে না।'

সোনিয়ার চেহারা দেখে লোকটার টুঁটি কামড়ে ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে ফ্যারেলের। অস্ফুট কণ্ঠে সোনিয়া বললো, 'আমার মতো মেয়েকে কেউই···' কথা শেষ হলো না, কান্নায় ভেঙে পড়লো!

'চলো তোমাকে বাড়ি দিয়ে আসি,' বললো ফ্যারেল, 'তারপর ডাক্তারের কাছে যাবো।'

এবার আপত্তি করলো না সোনিয়া। হতাশার ছাপ ওর চেহারার প্রতিটি রেখায়। ওকে কোলে তুলে নিলো ক্লিফ ফ্যারেল। 'সোনি, আমি একবিন্দু বাড়িয়ে বলছি না, তোমাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যেও না, বলতে পারো স্বার্থপর হয়ে পড়েছি, তোমাকে ছাড়া বাঁচবো না আমি।'

ওর কথা সোনিয়া শুনেছে কিনা বুঝলো না ক্লিফ। ভাষাহীন শূন্য দৃষ্টি ফুটে উঠলো ওর চোখে। আতঙ্কে শিউরেউঠলো ক্লিফ। সোনিয়াকে নিয়ে জেলভবন থেকে বেরিয়ে এলো, দ্রুত এগোলো ওদের বাড়ির দিকে।

একটু পরেই গেটে পৌছে গেল, লাথি মেরে গেট খুলে প্রায় ছুটলো দরজার উদ্দেশে। পা দিয়ে দরজায় ধাক্কা মেরে, অধৈর্যভাবে অপেক্ষা করতে লাগলো। এখন কাঁপছে না সোনিয়া। ওর চেহারা দেখতে পাচ্ছে না ফ্যারেল, কিন্তু বুঝতে পারছে, এখানে আসার ফাঁকে ভয়ঙ্কর পরিবর্তন এসেছে মেয়েটার মাঝে।

ধুলো-মলিন জানালার কাচের ওপাশে আলোর আভাস দেখা গেল। পর মুহূর্তে দরজা খুলে গেল।

'আমি ক্লিফ,' কর্কশ কণ্ঠে বললো ফ্যারেল, 'সোনিকে নিয়ে এলাম। মারাত্মক একটা দুর্ঘটনায় পড়েছিলো ও।'

সোনিয়াকে নিয়ে ভেতরে ঢুকলো ক্লিফ। প্রথমে হকচকিয়ে গেলেও দ্রুত সামলে নিয়ে একরাশ প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলো সোনিয়ার বাবা জুলস ম্যাকনেয়ার। হাউমাউ কান্না জুড়ে দিলো সোনিয়ার মা।

দ্রুত দোতলায় এসে সোনিয়াকে বিছানায় শুইয়ে দিলো ফ্যারেল। মুহূর্তের জন্যে দাঁড়িয়ে ওর ভীত-সন্ত্রস্ত চেহারার দিকে তাকালো। শারীরিকভাবে সুস্থ হয়ে উঠবে ও···কিন্তু মনের ওপর যে আঘাত লেগেছে···?

ঠোঁটজোড়া বেঁকে গেল ওর; ঘাড় ফিরিয়ে সোনিয়ার বাবা-মায়ের দিকে তাকালো। 'দোহাই লাগে, আপনারা অস্থির হবেন না! চোট পেয়েছে সোনি, আপনারা নন। এখন আপনাদেরই ওকে সাহস যোগাতে হবে। আপনাদের সাহায্য, সহযোগিতা ওর সবচেয়ে বেশি দরকার এই মুহূর্তে।'

ওর কর্কশ কণ্ঠস্বরের কারণেই কিনা কে জানে, সোনিয়ার বাবা-

যাকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হলো ক্লিফ। 'এখুনি ডাক্তার আনছি আমি,' আবার বললো ও।

তাড়াতাড়ি নিচে নেমে অন্ধকার রাস্তায় বেরিয়ে এলো ক্লিফ ফ্যারেল। একদৌড়ে দু'ব্লক দূরে ডাক্তারের বাড়িতে পৌঁছুলো। হাঁপাতে হাঁপাতে করাঘাত করলো দরজায়।

বাড়ির ভেতরে আলো জ্বললো। দরজা খুলে দাঁড়ালো ডাক্তার, রুফাস বোনার, এম ডি, ঢিলেঢালা ফ্লানেলের শার্ট তার গায়ে, উস্কোখুস্কো মাথাভর্তি চুল।

'জলদি তৈরি হয়ে নিন, ডাক্তার,' বললো ফ্যারেল। 'সোনির অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে।'

'ভেতরে এসো,' কর্কশ অথচ স্পষ্ট ডাক্তারের কণ্ঠস্বর।

ভেতরে ঢুকে দরজা আটকালো ক্লিফ। মুহূর্তের জন্যে ওকে জরিপ করলো ডাক্তার। তারপর ঘুরে শোবার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। 'অ্যাকসিডেন্ট? কিভাবে?' শোবার ঘর থেকে প্রশ্ন করলো সে।

'একটা লোক, সোনিয়া চেনে না, কোরা শর্টের দোকান থেকে ফেরার পথে হামলা করেছে ওকে।'

'ওকে কি···?'

ডাক্তার শব্দটা এড়িয়ে যাওয়ায় সারা শরীর আড়ষ্ট হয়ে গেল ফ্যারেলের। কঠিন কণ্ঠে জবাব দিলো, 'হ্যাঁ, মেরেওছে। কেমন যেন করছে এখন। আমি···আতঙ্কে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে আমার, ডাক্তার।'

প্যান্ট আর জুতো পরে শার্ট গায়ে চাপাতে চাপাতে বেরিয়ে

এলো ডাক্তার বোনার। ফ্লানেলের শার্টটা খোলেনি, ওটার নিচের অংশ প্যান্টের তলায় গোঁজায় কোমরের কাছে বেঢপভাবে ফুলে আছে।

বোতাম লাগিয়ে প্যান্টের নিচে ভাল করে শার্টটা টেনে দিল ডাক্তার। কোট, টুপি আর দরজার পাশের টেবিল থেকে ব্যাগ তুলে নিয়ে বললো, 'চলো।'

ডাক্তারের পেছন পেছন বাইরে এসে দরজা আটকে দিলো ক্লিফ।

'লোকটাকে ধরতে পেরেছো?'

'না। তবে ধরবো।' ডাক্তারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দ্রুত এগোলো ক্লিফ। ক্রমেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে ও। 'সোনি ভালো হবে তো, ডাক্তার? মেয়েরা এসব সামলে উঠতে পারে?'

'কেউ পারে কেউ পারে না। বিয়েটা ভেঙে দিচ্ছো নাতো?'

'পাগল? সোনির কি দোষ?'

অস্পষ্ট শব্দ করলো ডাক্তার, সন্দেহমিশ্রিত কণ্ঠে বললো, 'কিন্তু পরে—শহরের সবাই যখন জানবে?'

'কেউ জানবে না···' থেমে গেল ফ্যারেল। কথাটা ঠিক নয়, যত চেষ্টাই করুক, জানাজানি হবেই, গোপন রাখা যাবে না। 'আর জানাজানি হলেই বা, কি আসে যায়?'

'সেটা অবশ্য তোমার ওপর নির্ভর করে।'

সোনিয়াদের বাড়িতে পৌঁছুলো দুজনে, গেট খুলে ভেতরে ঢুকলো। দোরগোড়ায় অপেক্ষা করছিলো জুলস ম্যাকনেয়ার, নিঃশব্দে ঢোকার জায়গা করে দিলো।

দোতালায় উঠে গেল ডাক্তার বোনার। ওপর থেকে সোনির মায়ের কান্নার শব্দ ভেসে আসছে। অসহায়ের মতো সোনির বাবার দিকে তাকালো ক্লিফ।

'বেজন্মাটাকে ধরো, ক্লিফ, জীবন দিয়ে হলেও!' বললো জুলস ম্যাকনেয়ার।

দুই

সোনিয়াদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে, ক্ষণিকের জন্যে পোর্চে দাঁড়ালো ক্লিফ, ভুরু কুঁচকে বার্ট স্ট্রীটের দিকে তাকালো। শহরটা এখন আর অন্ধকারে ডুবে নেই।

ওধারে অন্তত ছ'সাতটা বাড়িতে আলো জ্বলে উঠেছে। জুলস ম্যাকনেয়ারের কাছ থেকে হারিকেন চেয়ে নিয়েছে ক্যারেল, দ্রুত স্যাটারলিদের পরিত্যক্ত বাড়িটার দিকে এগোলো ও।

সোনিয়াদের কয়েকটা ঘর পরেই ডেল পোমরয়ের বাড়ি। গেটের সামনে দাঁড়িয়েছিলো সে, ক্লিফ কাছে আসলে জানতে চাইলো, 'সোনিকে নিয়ে গেলে না তখন? কি ব্যাপার? আমি কোনো কাজে আসতে পারি?'

অসহায় অবস্থায় ফাঁদে পড়েছে বলে মনে হলো ক্লিফের। এত-ক্ষণ নিশ্চয়ই চুপ করে বসে থাকেনি পোমরয়, সোনিকে নিয়ে যেতে দেখেছে ওকে। এতোগুলো ঘরে বাতি জ্বলছে যখন, তার মানে সময় নষ্ট না করে রাষ্ট্র করেছে সে খবরটা।

'ঠিক আছে,' জবাব দিলো ক্লিফ, 'এসো।'

'কি হয়েছে?'

'অচেনা এক লোক, সোনিকে···' থেমে গেল ফ্যারেল, কথা বাড়াতে ইচ্ছে করছে না।

'শুয়োরের বাচ্চা!' পোমরয়ের কণ্ঠে নিখাদ বিদ্বেষ ঝরলো।

প্রাথমিক ধাক্কা ধীরে ধীরে সামলে নিচ্ছে ক্লিফ, প্রচণ্ড ক্ষোভ জেগে উঠছে মনে; অতীতে কখনো এরকম অনুভূতি হয়নি; ঘৃণায় যেন কাঁপছে সারা শরীর। পাষণ্ডটাকে এই মুহূর্তে হাতে পেলে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলতো ও।

স্যাটারলিদের বাড়ির গেটে পৌঁছুনোর আগেই চারজন লোক যোগ দিলো ওদের সঙ্গে। কারো হাতে রাইফেল, কেউ বইছে শটগান। চাপা অথচ হিংস্র কণ্ঠে কথা বলছে সবাই। গেটের সামনে থামলো ক্লিফ। 'এখানে দাঁড়াও তোমরা। আমি দেখছি ভেতরে কেউ আছে কি না।'

মেটো পথ ধরে এগোলো ফ্যারেল, দরজা গলে ভেতরে ঢুকলো। মেঝেয় সোনিয়ার ছেঁড়া কাপড় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। হারিকেনের ম্লান আলোয় ধ্বকধ্বক করে উঠলো ক্লিফের দু'চোখ, আগুন জ্বলছে যেন।

হারিকেন টেবিলে রেখে সোনিয়ার পোশাকের ছেঁড়া টুকরোগুলো কুড়িয়ে নিলো ফ্যারেল, টেবিলে বিছানো একটা নকশা তোলা রুমালে বাঁধলো। তারপর খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলো পুরো কামরা। অন্ধ-আক্রোশে রীতিমতো জ্বলছে ও। অনুসরণ করার জন্যে সূত্র চায়, ঘোড়া হাঁকিয়ে বেরিয়ে পড়তে চায়। কিন্তু দিনের

আলো ছাড়া ট্রেইল খুঁজে পাওয়া যাবে না, সুতরাং এই মুহূর্তে ধাওয়া করা সম্ভব নয়।

পুরো ঘর তন্ন তন্ন করে তল্লাশি করেও কোনো সূত্র পেলো না ক্লিফ।

হারিকেন হাতে কাপড়ের পুঁটুলিসহ বেরিয়ে এলো বাইরে। 'ডেল,' বললো পোমরয়কে, 'যাও, শেরিফকে খবর দাও।'

দ্রুত পা বাড়ালো ডেল পোমরয়। আবার কথা বললো ক্লিফ, 'আরেকজন গিয়ে লেক্স মেসির কাছ থেকে জেনে আসো আজ রাতে অপরিচিত কাউকে স্যালুনে দেখেছে কি না; আর ফ্র্যাংক হাইটের কাছে যাও একজন। ওরা কারো খোঁজ দিলে মন দিয়ে বর্ণনা শুনে এসো।'

নির্দেশ পালন করতে এগিয়ে গেল দুজন। এবার অন্য দুজনের দিকে ফিরলো ক্লিফ। 'তোমরা বাড়ি ফিরে যেতে পারো। আপাতত তেমন কিছু করার নেই।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও আদেশ পালন করলো ওরা। ভুরুজোড়া ফের কুঁচকে উঠলো ফ্যারেলের, সোনিয়ার ক্ষতবিক্ষত বিধ্বস্ত চেহারা ভাসছে চোখের সামনে; ওর ভীত-আতঙ্কিত ভাব, কম্পিত কণ্ঠস্বর আর ভয়ার্ত দৃষ্টি মনে পড়ছে। বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা যেন হারিয়ে ফেলেছে মেয়েটা।

চাপা কণ্ঠে খিস্তি করে উঠলো ফ্যারেল। জানোয়ারটাকে ধরতে পারলে নরক যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করতো ও, তাতে হয়তো খানিকটা কমতো ওর অস্থিরতা।

জেলভবনের দিকে পা বাড়ালো ক্লিফ। অজান্তেই বুকের কাছে

হাত উঠে এলো, শার্টের পকেটে সাঁটা ব্যাজে আঙুল বোলালো।

মনের এই অবস্থায় ব্যাজ পরে থাকা ঠিক নয়। কারণ তাহলে কাল এটার মর্যাদা রক্ষা করতে ব্যর্থ হবে ও।

কিন্তু ব্যাজ খুলে ফেললো না ক্লিফ ফ্যারেল, হাত নামিয়ে আনলো। আইন ফ্যারেলদের পারিবারিক পেশা ; মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত ওর দাদা টেকসাস রেনজার ছিলেন ; বিশ বছরেরও বেশি বাট কাউনটির শেরিফের দায়িত্ব পালন করেছে ওর বাবা।

হঠাৎ মোড় ঘুরে ডান দিকের একটা শাখা-পথ ধরলো ক্লিফ, দ্রুত পা ফেলে এগোলো।

রাস্তাটার শেষ মাথায় পৌঁছে ঘুরে ঝোপঝাড়ের মাঝে দাঁড়ানো একটা জীর্ণ কুটিরের দিকে এগিয়ে গেল, দরজার কাছে এসে কড়া নাড়লো।

খানিকপর হারিকেন জ্বলে উঠলো ভেতরে। গম্ভীর ফ্যাসফেঁসে কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। 'কে ? ঢুকে পড়লেই তো হয় !'

ভেতরে ঢুকলো ক্লিফ ফ্যারেল। হারিকেন টেবিলের ওপর রেখে উসকোখুসকো চুলে হাত বোলালো ওর বাবা জ্যাকব ফ্যারেল। হাত বাড়িয়ে একটা প্যানট নিয়ে পরলো, চেয়ার টেনে বসে পড়লো।

জ্যাকব ফ্যারেল, প্রৌঢ়, ছিপছিপে গড়ন, ছ'ফিটের মতো লম্বা ; দৈহিক গড়ন দেখেই অনুমান করা যায়, একদিন চমৎকার স্বাস্থ্য ছিলো তার। সারা মুখে অসংখ্য ক্ষতচিহ্ন জ্যাকব ফ্যারেলের ; শরীর আর হৃদয়টাও ওর ক্ষতবিক্ষত, ভাবলো ক্লিফ, কিন্তু বাইরে থেকে একদম টের পাওয়া যায় না।

তবে লোকটার চোখ দুটো আজো অতীতের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির স্মৃতি জাগিয়ে দেয়। পলক তুলে ছেলের দিকে তাকালো জ্যাকব ফ্যারেল। 'মাঝরাতে আমার ঘুম ভাঙানোর কারণ ?'

'ব্যাপারটা সত্যিই জরুরি।'

'সেটাই তো জানতে চাইছি।'

'সোনিয়া··· কোরা শর্টের দোকান থেকে ঘরে ফিরছিলো, আচমকা এক লোক হামলা করেছে ওকে···অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছে···'

'রেপ করেছে ?'

'হ্যাঁ, মারধোরও করেছে।'

'তো আমার কাছে এসেছো কেন, তাকে ধরতে না গিয়ে ? নাকি সেটাও আমাকে বলে দিতে হবে ?'

'কি করতে হবে আমি জানি,' বললো ক্লিফ ফ্যারেল। 'সে-জন্যেই তোমার কাছে এসেছি।'

'বাজে বকো না !'

'সকালের আগে ট্রেইল করা সম্ভব নয়, এরই মধ্যে আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ডেপুটি শেরিফ হিশেবে যদি যাই, লোক-টাকে জ্যান্ত ফিরিয়ে আনতে বাধ্য থাকবো আমি, কিন্তু সেটা সম্ভব হবে কিনা জানি না। এই মুহূর্তে বেজন্মাটার গলা টিপে ধরা ছাড়া অন্য কিছু ভাবতেই পারছি না।'

জ্যাকব ফ্যারেলের চেহারা থেকে বিরক্তির ছাপ খসে পড়লো। তিক্ত স্মৃতির ভারে চোখের পলকে দশ বছর বয়স বেড়ে গেল যেন। দ্বিধা দেখা দিলো দৃষ্টিতে। দু'হাঁটুর মাঝে মেঝের দিকে

তাকালো সে।

যে কথা জানতে এসেছিলো, জেনে গেল ক্লিফ। এককালে আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান কঠিন মানুষ ছিলো বাবা, কোমরে ঝোলানো পিস্তল চালাতো ক্ষিপ্র হাতে। বহুবার তার চেয়ে ক্ষিপ্রতর লোকের মোকাবিলা করেছে, আইন-শৃঙ্খলাহীন বার্ট কাউনটিতে জ্যাকব ফ্যারেলই ছিলো একমাত্র আইন।

সেই সময়, যখন কদাচিৎ এদিকে আসতেন সার্কিট জাজরা, যখন জুরীদের প্রাণের ভয় দেখিয়ে কিংবা অর্থের বিনিময়ে হাত করতো অপরাধীরা, তখন, প্রায়শই, একই সঙ্গে বিচারক, জুরী আর জল্লাদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হতো জ্যাকব ফ্যারেল-কে। বহু আসামী গ্রেপ্তারে বাধা দিতে গিয়ে মারা পড়েছে ওর হাতে। লাশ নিয়ে মাথা উঁচু করে শহরে ফিরে এসেছে ও।

জ্যাকবের মতো মানুষেরাই এই বুনো-বর্বর দেশে আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু অসীম ক্ষমতা উদ্ধত করে তুলে-ছিলো ওকে, নিজেকে স্রষ্টার মতো ক্ষমতাবান ভাবতে শুরু করে-ছিলো সে।

ধীরে ধীরে মুখ তুলে তাকালো বুড়ো ফ্যারেল। 'বুকের ওই ব্যাজ যদি রাখতে চাও, জ্যান্ত ফিরিয়ে এনো ওকে। কিন্তু লোক-টাকে খুন করার উদ্দেশে বেরোতে চাইলে, ব্যাজ খুলে রেখে যেয়ো।' ক্লিফের চোখের দিকে তাকালো না সে, ফাঁকা শোনালো তার কণ্ঠস্বর।

ঘুরে দাঁড়ালো ক্লিফ ফ্যারেল। নিষ্প্রাণ কণ্ঠে আবার কথা বললো জ্যাকব। 'একান্তই যদি মারতে হয়, আগে নিশ্চিত হয়ে নিয়ো,

লোকটা সত্যি অপরাধী কি না।'

'ধন্যবাদ, বাবা,' বললো ক্লিফ। 'তোমার ঘুম ভাঙানোর জন্যে দুঃখিত।'

'ও কিছু না, সারা রাত তো জেগেই থাকি। গুড লাক।'

নীরব-নিথর রাস্তায় বেরিয়ে এলো ক্লিফ। ঝোপ আর জংলায় ভরা উঠোনে দাঁড়িয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। কপালে চিন্তার রেখা—বাবার হাতে প্রাণ হারানো শেষ লোকটার কথা মনে পড়ে গেছে।

তখন ওর বয়স পনেরো, এক সকালে পরিশ্রান্ত ঘোড়ায় চেপে ফিরে এলো বাবা; পেছনে আরেকটা ঘোড়া, সেটাও ক্লান্ত, পিঠে আড়াআড়িভাবে ফেলে রাখা একটা লাশ। এখনো স্পষ্ট মনে আছে লোকটার চেহারা: খুব বেশি হলে বছর কুড়ি বয়স; মাথাটা ঝুলছে, বিস্ফারিত ঘোলাটে দুটি চোখ, শক্ত হয়ে চেপে বসা দাঁতের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এসেছে কালচে জিহ্বা ···বীভৎস!

গর্বে ওর বুক ফুলে উঠেছিলো সেদিন। একটু বমি বমি ভাব লাগলেও এতোটুকু খাদ ছিলো না ওর অহঙ্কারে। কিন্তু ঠিক এক সপ্তাহ পর চুরি করতে গিয়ে বমাল ধরা পড়লো এক লোক, প্রচণ্ড মারের মুখে স্বীকার গেল: বাবার হাতে প্রাণ হারানো লোকটা নয়, সে-ই আসল অপরাধী।

এখনো মনে আছে ক্লিফের, সেদিন থেকেই ঘুমের ঘোরে প্রলাপ বকতে শুরু করলো বাবা, সারারাত বিছানায় গড়াগড়ি যেতো, যেন ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখছে। মাত্র ছ'মাসের মাথায় শক্তি-

মান সুপুরুষ জ্যাক্ব ফ্যারেলের চেহারা পাল্টে গেল, পরাজিত বিধ্বস্ত এক মানুষে রূপান্তরিত হলো সে।

ব্যথিত মনে দ্রুত প্রধান সড়কে উঠে এলো ক্লিফ। বাঁক নিয়ে অন্ধকারে দাঁড়ানো সোনিয়াদের বাড়ির দিকে একবার তাকিয়ে আলোকিত শেরিফের অফিসের দিকে এগোলো।

খেৎ, খামোকাই ভাবছে, তেমন কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রয়োজন না-ও হতে পারে। পলাতক লোকটা গ্রেপ্তারে বাধা দেয়ার চেষ্টা করলে লড়াই অনিবার্য, সেক্ষেত্রে লাশ নিয়েই ফিরতে হবে ওকে।

সোনিয়ার কথা মনে পড়তেই আবার ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো ক্লিফ। অমন ফুলের মতো নিষ্পাপ মেয়ের সর্বনাশ করেছে যে পশু, তাকে খুন করতে বাধা কোথায়? কি লাভ হবে বাঁচিয়ে রেখে? লোকটাকে জ্যান্ত ধরা যদি সম্ভব হয়ও বিচারের ব্যবস্থা করা যাবে না; লিনচ সব ছিনিয়ে নিয়ে ধারেকাছের কোনো একটা গাছে লটকে দেবে তাকে।

পাথুরে জেলভবনে ঢুকলো ক্লিফ ফ্যারেল। শেরিফ জেস স্টোন এসে গেছে। লেক্স মেসি, ফ্র্যাংক হাইট এবং ওদের খোঁজে যাদের পাঠিয়েছিলো, তারাও আছে।

ছোটখাট স্বাস্থ্যবান লোক স্টোন, তামাটে চেহারা, জুলফির কাছে চুলে পাক ধরেছে, টাক পড়তে শুরু করেছে মাথায়; মুগুরের মতো প্রকাণ্ড একজোড়া লোমশ হাত, তার সঙ্গে মানানসই আঙুল। বন্দুকবাজ নয় জেস স্টোন, ক্ষিপ্র হাতে অস্ত্র চালাতে জানে না; প্রতি কদমে নিয়ম মেনে চলার চেষ্টা করে। গোঁয়ার

অথচ কিছুটা অলস প্রকৃতির লোক সে, প্যসি ছাড়া কিছুতেই কাউকে ধাওয়া করতে বেরোবে না; কিন্তু শূন্যহাতে সে ফিরে এসেছে, এমন নজিরও নেই।

সহানুভূতিশীল দৃষ্টিতে ক্লিফ ফ্যারেলের দিকে তাকালো শেরিফ। 'কি হয়েছে, ক্লিফ? খুলে বলো দেখি আমায়?'

ক্লিফ বললো, 'এখানে পায়চারি করছিলাম, ভাবছিলাম কাজ-কর্ম নেই যখন ঘরে ফিরে যাবো কিনা। হঠাৎ জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতেই দেখি বিছানার চাদর গায়ে জড়িয়ে দৌড়ে আসছে সোনি, কেমন যেন দিশেহারা একটা ভাব চেহারায়। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে ওর কাছে গেলাম। ও বললো, দোকান থেকে বাড়ি যাচ্ছিলো, হঠাৎ স্যাটারলিদের বাড়ির অন্ধকার ছায়া থেকে বেরিয়ে ওকে আক্রমণ করেছে লোকটা, জোর করে নিয়ে গেছে খালি বাড়িতে।'

কাপড়ের পুঁটুলিটা ডেস্কে রাখলো ক্লিফ। 'সোনিকে বাড়ি পৌছে দিয়ে আবার গিয়েছিলাম ওখানে। এগুলো ছাড়া আর কিছু পাইনি।'

ডেস্কের কাছে এসে হাত বাড়ালো স্টোন। বাধা দিলো ফ্যারেল। 'না। যেভাবে আছে, থাকুক।'

হাত সরিয়ে নিলো স্টোন। ক্লিফ আবার বললো, 'ব্যাপারটা সোনি সংক্রান্ত তাই চেয়েছিলাম যাতে জানাজানি না হয়। কিন্তু ওকে বাড়ি পৌছে দেয়ার সময় ডেল পোমরয় দেখে ফেলে, আমি বেরিয়ে আসার আগেই পাড়া-প্রতিবেশীকে জাগিয়ে তোলে সে।'

পোমরয়ের দিকে তাকালো স্টোন। 'দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টাই

জানালার কাছে বসে থাকো নাকি ?'

লাল হয়ে গেল পোমরয়ের চেহারা। 'অনর্থক আমায় গাল দিচ্ছো, শেরিফ। ইদানীং রাতে আমার ঘুম হয় না, জানালার পাশে বসে বাইরে তাকিয়ে থাকি। তাতে দোষ কি ?'

প্রথমে লেক্স মেসি তারপর ফ্র্যাংক হাইটের দিকে তাকালো ক্লিফ। 'অচেনা কাউকে দেখেছো তোমরা ?'

মাথা নাড়লো মেসি। কিন্তু হাইট বললো, 'দুজনকে দেখেছি, ভবঘুরে ধরনের ছিলো দুজনেই।'

'একসঙ্গে ?'

মাথা নাড়লো হাইট। 'না। কেউ কাউকে চেনে বলে মনে হয়নি।'

ভেতরে ভেতরে দমে গেল ক্লিফ। ব্যাপারটাকে সহজ সরল ভেবেছিলো, কিন্তু একই সময়ে শহরে দু'জন অপরিচিত লোকের উপস্থিতি জটিল করে দিলো সব কিছু। সোনি লোকটার চেহারার একটা বর্ণনা দিতে পারবে কিনা কে জানে! অন্ধকারে কিছু বোঝার কথা নয়। ওর কাছ থেকে সাহায্য আশা না করাই ভালো।

'ওদের চেহারার বর্ণনা দিতে পারো ?' হঠাৎ প্রশ্ন করলো ও।

চোখ কুঁচকে উঠলো হাইটের। 'দাঁড়াও, মনে করে দেখি। হায় খোদা, ক্লিফ, রোজ কত অচেনা লোকই তো আসছে যাচ্ছে, সবার চেহারা মনে রাখা কি মুখের কথা ?'

'তবু চেষ্টা করো।'

'করছি।' আরো ছোট হয়ে এলো হাইটের দুচোখ। 'দুজনই বলিষ্ঠ গড়নের লোক, লম্বা চওড়ায় মোটামুটি তোমার মতোই হবে। পরনে কাউহ্যানডের পোশাক ছিলো, ধুলো-ময়লায় একাকার। একজনকে একটু বেশি ক্লান্ত মনে হয়েছে আমার, পিস্তল ছিলো না এর কাছে; অন্যজনের কোমরে পিস্তল দেখেছি।'

আরো কুঁচকে উঠলো ওর ভুরু দু'টো। 'আর কিছু মনে পড়ছে না, ক্লিফ। দুঃখিত।'

'ভালো করে ভেবে দেখো। নতুন কিছু মনে আসতে পারে।'

'আচ্ছা। মনে এলে তোমাকে জানাবো। এবার তাহলে যাই ? খুব হয়রান লাগছে।'

একসঙ্গে মাথা দোলালো ক্লিফ আর স্টোন।

'সবাই বাড়ি চলে যাও,' বললো শেরিফ, 'দরকার হলে ডাকবো।'

'ফাঁসির ব্যবস্থা করবে ?'

'দেখি। পরে জানাবো।'

বেরিয়ে গেল ওরা। ক্লিফের দিকে তাকালো স্টোন। 'আমি যা ভাবছি তুমিও কি তাই ?'

'হোটেল আর লিভারি বার্ন,' বললো ক্লিফ।

'চলো।'

হারিকেন নিভিয়ে ক্লিফের পিছু পিছু বেরিয়ে এলো জেস স্টোন। পাশাপাশি হোটেলের দিকে এগোলো। নিঃসঙ্গ একটা হারিকেন টিমটিম করে জ্বলছে হোটেলের লবিতে।

প্রথমে স্টোনকে ঢুকতে দিলো ক্যারেল, তারপর নিজেও ঢুকলো। শাদা টাইলের মেঝেতে বুটের শব্দ তুলে ডেস্কের দিকে

এগিয়ে গেল ওরা।

ডেস্কের ওপর মাথা রেখে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে ক্লার্ক হিউগি স্মিদারস্।

রেজিস্টার খাতা ঘুরিয়ে দেখলো শেরিফ স্টোন। তারপর ক্লিফের দিকে ফিরে মাথা নাড়লো। 'লিভারি বার্ন-এই যেতে হচ্ছে,' বললো সে।

তিন

শেরিফের পাশাপাশি হাঁটছে ক্লিফ, মোটামুটি নিশ্চিত সে, লিভারি বার্ন-এ খড়ের গাদায় অন্তত একজনকে ঘুমন্ত অবস্থায় পাবে।

কিন্তু আস্তাবলে কেউ থাকলে, তার নির্দোষ হবার কথা, অচেনা শহরে কোনো মেয়েকে রেপ করে অপরাধীর পালিয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। তবে লোকটা যদি পাঁড় মাতাল হয় উল্টো কিছু ঘটা বিচিত্র নয়।

যতই প্রতি পদক্ষেপে সম্ভাব্য অপরাধীর সঙ্গে দূরত্ব কমে আসছে ততই অস্থির হয়ে উঠছে ক্যারেল। দু'হাত মুঠি পাকিয়ে গেছে, রাগ সামলে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। সোনিয়ার ক্ষত-বিক্ষত, রক্তাক্ত চেহারা মনে পড়ছে বারবার; ওর ভাষাহীন দৃষ্টি যেন তাড়া করছে ক্লিফকে।

যাই হোক নির্ধারিত দিনে সোনিকে বিয়ে করবে ও। কিন্তু মেয়েদের ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা না থাকলেও এটুকু বুঝতে পারছে, মন থেকে ওকে সহজভাবে গ্রহণ করতে অনেক সময় নেবে

সোনিয়া। চোখছুটো আচমকা কুঁচকে উঠলো ক্যারেলের। সোনিয়াকে ভালোবাসে ও, নিজের করে পেতে চায়; কিন্তু খোদা জানে সেজন্যে কতদিন অপেক্ষা করতে হবে!

বিরাট আকাশ-ছোঁয়া লিভারি বার্ন-এর হলদে কাঠামো আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে আঁধারে। এটার চিলেকোঠায় কমপক্ষে পঞ্চাশটন খড় রাখার জায়গা আছে। খড়ের মজুদ এখন শেষ হয়ে এসেছে। সুতরাং চিলেকোঠা মোটামুটি ফাঁকাই থাকবে।

আস্তাবলের প্রশস্ত দরজা হাঁট করে খোলা, বাতাসে ঘোড়ার নাদি, চামড়া আর খড়ের গন্ধ। স্টলগুলো থেকে ঘুমন্ত ঘোড়ার নড়াচড়া টের পাওয়া যাচ্ছে।

'তুমি এখানে অপেক্ষা করো,' মৃদু কণ্ঠে বললো জেস স্টোন। 'আমি নিকোলাসকে জিজ্ঞেস করে আসি।'

বিশাল দরজার সামনে অপেক্ষা করতে লাগলো ক্লিফ, চোখ কুঁচকে অন্ধকার ভেদ করে ভেতরটা দেখার চেষ্টা করছে। ও-পাশের খোলা দরজার চৌকো আকৃতি ছাড়া কিছুই চোখে পড়ছে না। ওদিকে কেউ পালানোর কসরত করলে ধরা পড়ে যাবে।

ট্যাকরুমের দরজা খুললো জেস স্টোন। খানিক পর নিকোলাসের ঘুমজড়িত কণ্ঠস্বর শোনা গেল। ধীর পায়ে ফিরে এলো শেরিফ। 'নিকোলাস বলছে, একজন আগন্তুককে আজ চিলেকোঠায় ঘুমোতে দিয়েছে সে, ওপরেই আছে এখনো। আমি এই মই বেয়ে উঠছি, তুমি পেছন দিকে চলে যাও।'

দু'পাশের মই বেয়ে ওপরে উঠলো ওরা, প্রবল হয়ে উঠলো

খড়ের গন্ধ। নতুন একটা গন্ধ লাগলো নাকে—দুর্গন্ধ।

আধিভৌতিক ছায়াদের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকালো ক্লিফ ক্যারেল। টানটান হয়ে রয়েছে ওর শরীরের প্রতিটি পেশী। হারিকেন বাম হাতে চালান করে সম্ভাব্য বিপদ মোকাবেলার জন্যে ডান হাত মুক্ত করে নিলো ও। সামনে থেকে স্টোনের চিৎকার শোনা গেল। 'কে আছো এখানে! মাথার ওপর হাত তুলে বেরোও, জলদি!'

অখণ্ড নীরবতা। সাড়া নেই। ডান হাত থাবা পাকিয়ে রেখেছে ক্লিফ। এই মুহূর্তে কাউকে খুন করতে পারলে আর কিছু চায় না, সে দোষী না নির্দোষ কিছু এসে যায় না। এখানে কাউকে পাওয়া গেলে, তার হাত বা মুখে সামান্য আঁচড়ের দাগ দেখলেই হয়তো বিনা দ্বিধায় খুন করে বসবে ও। অন্য কোনো প্রমাণের অপেক্ষা করবে না। কিন্তু একজন আইনের লোকের পক্ষে এ-ধরনের চিন্তাভাবনা কি শোভা পায়?

চিলেকোঠার সামনের দিকে ঈষৎ আলোড়ন ধরা পড়লো ক্লিফের চোখে। একধারের নোংরা খড়ের বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো এক লোক।

পোশাক থেকে খড়ের কুটো ঝাড়লো, আড়মোড়া ভাঙলো; তারপর উবু হয়ে সম্ভবত টুপি কিংবা জুতোর দিকে হাত বাড়ালো। কিন্তু ক্যারেলের তীক্ষ্ণ কণ্ঠ তাকে থামিয়ে দিলো। 'একদম নড়ো না! মারা পড়বে!'

দুপাশ থেকে এগিয়ে গেল ক্লিফ আর স্টোন। দুজনেরই ডান-হাত মুক্ত, বাঁ হাতে হারিকেন। ফ্যালফ্যাল করে প্রথমে ক্লিফ

তারপর স্টোনের দিকে তাকালো লোকটা।

মোটামুটি ক্লিফের সমান লম্বা, তবে ওর তুলনায় কিছুটা শুকনো। পরনে নোংরা শতচ্ছিন্ন পোশাক, খড়ের কুটো লেগে আছে। মাথায় দীর্ঘ উসকোখুসকো চুল, সারা মুখে দাড়ি গোঁফের জঙ্গল। কদ্দিন স্নান করেনি খোদা মালুম, বোঁটকা গন্ধ বেরোচ্ছে।

কর্কশ ঠাণ্ডা কণ্ঠে ওকে জিজ্ঞেস করলো স্টোন, 'পিস্তল আছে, মিসটার ?'

মাথা নাড়লো আগন্তুক।

এবার প্রশ্ন করলো ক্লিফ ক্যারেল, কর্কশ কণ্ঠস্বর। 'কি নাম ?'

'হেলম্যান। জিম হেলম্যান।'

হারিকেন উঁচিয়ে আগন্তুকের চেহারা খুঁটিয়ে পরখ করলো ডেপুটি শেরিফ। ক্ষতচিহ্ন খুঁজছে। আছে, আগন্তুকের ডান গালে, জুলফির কাছে একটা কাটা দাগ।

রাগে জ্বলে উঠলো ক্যারেল, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ঘটলো যেন। ডান হাতে ঝট করে হেলম্যানের কলার ধরলো ও। 'শুয়োরের বাচ্চা, তোর গাল কাটলো কি করে ?'

বিস্ময়ে বিস্ফারিত হলো হেলম্যানের চোখজোড়া। অজান্তেই হাত বাড়িয়ে ক্ষতে আঙুল ছোঁয়ালো সে। 'কাঁটা গাছের সঙ্গে ঘর্ষণ লেগে···' চুপ করে গেল হেলম্যান, ঢোক গিললো।

'নাকি, হারামজাদা, কারো নখের দাগ ?'

'ক্লিফ !' ওকে শান্ত করার চেষ্টা করলো স্টোন।

সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো হেলম্যান। 'দাঁড়াও। কি করেছি বলবে তো ?'

লোকটার কলার ছেড়ে দিলো ক্যারেল ; নইলে, জানে, হারিকেন কেলে বা হাতও উঠিয়ে আনবে ও, হত্যা করার চেষ্টা করবে আগন্তুককে।

'তোমাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হচ্ছে,' রূঢ় কণ্ঠে বললো স্টোন।

'কেন ? কসম খোদার, কি দোষ করেছি বলো ?'

হাত দিয়ে ওকে সামনে ঠেলে দিলো জেস স্টোন। ক্লিফের সন্দেহ হলো বাধা দেয়ার চেষ্টা করবে লোকটা। করুক, মনে মনে প্রার্থনা করলো ও।

কিন্তু সিদ্ধান্ত বদলালো আগন্তুক। অসংলগ্ন পা ফেলে সামনে এগোলো। লোকটার টুপি আর জুতো তুলে নিলো ক্লিফ। অনুসরণ করলো ওকে।

মই বেয়ে স্টোন নিচে নামলো আগে, ওর পেছনে হেলম্যান ; জুতো আর টুপি নিচে ফেলে সব শেষে নামলো ক্যারেল। হেলম্যানের পায়ের দুটো মোজাই ছেঁড়া, আঙুল দেখা যাচ্ছে। জুতো পরে নিলো সে, টুপিটা মাথায় চাপালো। ফের ওকে ধাক্কা দিলো স্টোন। ওদের আগে আগে লিভারি বার্ন ছেড়ে বেরিয়ে এলো হেলম্যান।

নিজেকে বঞ্চিত মনে হচ্ছে ক্লিফের, ফলে আরো খেপে উঠছে। ও যাকে খুঁজছে, সে হেলম্যান নয়। নিষ্ঠুর হিংস্র গোঁয়ার কেউ হবে অপরাধী, যাকে দেখলে স্পষ্ট বোঝা যাবে একমাত্র তার পক্ষেই সোনিকে অপমান করা সম্ভব। কিন্তু হেলম্যানের মাঝে অসহায় একটা ভাব ছাড়া কিছু নেই।

জেলভবনে পৌঁছলো ওরা। হেলম্যানের কয়েক কদম পেছনে থেকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকে জরিপ করছে ক্যারেল। আগে ভেতরে ঢুকে বাতি জ্বাললো স্টোন। তারপর হেলম্যান ঢুকলো, পেছনে ক্যারেল।

হাতের হারিকেন নেভালো ও, নিভিয়ে দিলো স্টোনেরটাও। বন্ধ করলো দরজাটা।

'এবার, শালা বানচোত, কথা বল্। সারা রাত ছিলি কোন্ চুলোয় ?'

ক্লিফ, স্টোন তারপর আবার ক্লিফের দিকে তাকালো হেলম্যান। 'কেন, ওই চিলেকোঠাতেই। দশটার পর থেকেই ওখানে ছিলাম।'

'নিকোলাস তোকে উঠতে দেখেছে ?'

'স্ট্যাবলম্যান ? একশোবার ! আমার কাছ থেকে ম্যাচের কাঠিগুলো সে-ই তো কেড়ে রাখলো।'

'তার আগে ?' কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো ডেপুটি শেরিফ ক্যারেল।

'স্যালুনে, বাট স্যালুনে।'

'মদ গিলছিলি ?'

ঈষৎ লাল হলো হেলম্যানের চেহারা। 'শুধু এক গ্লাস বিয়ার খেয়েছি। একটা নিকেল ছিলো, সেটা দিয়েই বিয়ার কিনেছি, খেয়েছি ফ্রি-লানচ কাউনটারে।'

'মেয়েদের সঙ্গে যোগাযোগ নেই কদ্দিন ?'

মেঝের দিকে চেয়ে জবাব দিলো হেলম্যান। 'অনেকদিন। আমার মতো লোকের কাছে মেয়েরা আসবে কেন ?'

'হাত দু'টো দেখি ?'

বিনা আপত্তিতে নির্দেশ পালন করলো হেলম্যান।

'উল্টো দিক।'

হাত ওল্টালো হেলম্যান। আঙুলের গিঁটে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ক্ষত-চিহ্ন খুঁজলো ক্লিফ। সোনিয়াকে আঘাত করার সময় ওর দাঁতে লেগে কেটে থাকতে পারে। কিন্তু তেমন কিছু পাওয়া গেল না। এতে অবশ্য প্রমাণ হয় না লোকটা নির্দোষ।

স্টোন বললো, 'সেলে ঢুকিয়ে দাও ব্যাটাকে।'

সেলব্লকের দরজার দিকে ইশারা করলো ক্লিফ। 'হাঁটো।'

আড়ষ্ট হয়ে গেল হেলম্যান। 'কি আশ্চর্য ! কি দোষ করেছি বলবে না ?'

জবাব দিতে মুখ খুললো ক্যারেল, কিন্তু আগেই কথা বলে উঠলো শেরিফ। 'মনে করো বাউণ্ডেলের মতো ঘুরে বেড়ানোটাই আপাতত তোমার দোষ। যাও, এবার হাজতে ঢোকো।'

হেলম্যানের চেহারায় স্বস্তির ছাপ পড়লো। ক্লিফের সঙ্গে হাজতের দিকে পা বাড়ালো। ঢুকে পড়লো একটা সেলে। দড়াম করে দরজা আটকালো ক্যারেল, তালা লাগালো, শেরিফের ডেস্কের ওপর ছুঁড়ে ফেললো চাবিটা।

ওর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লো স্টোন। 'নাহ্, আমরা যাকে খুঁজছি এলোক সে নয়।'

দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো ক্লিফ ক্যারেল, অগ্নিদৃষ্টিতে বাইরে তাকালো। তারপর হঠাৎ ঘুরে স্টোনের মুখোমুখি হলো। 'ছ'সাতজন লোক দাঁড়িয়ে আছে বাইরে।'

দরজার দিকে এগিয়ে এলো স্টোন। কবাটে লাগানো কাচের ফোকর দিয়ে উঁকি দিলো।

'কিছু করছে না,' বললো ক্লিফ, 'শ্রেফ চুপচাপ দাঁড়িয়ে এদিকে তাকিয়ে আছে।'

জবাব দিলো না স্টোন। টান মেরে দরজা খুললো। তারপর কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার করে জনতার উদ্দেশে বললো, 'তোমাদের ঘরে যেতে বলেছি না!'

'ব্যাটা ধরা পড়েছে, তাই না, জেস?'

'একজনকে ধরেছি, কিন্তু ও-ই দোষী জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। যাও ঘরে ফিরে যাও সবাই।'

'ছেলে ভুলানো কথায় লাভ নেই, জেস। তুমি ভালো করে জানো ওটাই আসল হারামজাদা!'

'না, জানি না। কাল আবার জেরা করা হবে ওকে। তখন যদি দেখা যায় সে নির্দোষ, ছেড়ে দেবো।'

চেঁচিয়ে উঠলো কেউ একজন। 'জেলে যখন ঢুকিয়েছো, ওই শালাই দোষী!'

বিদ্রূপ ঝরলো জেস স্টোনের কণ্ঠে। 'কাউনটি পে-রোলে তোমার নাম লেখাবো ভাবছি, পোমরয়, কিছু টাকা বেঁচে যাবে। একাই জুরী আর জাজের কাজ চালিয়ে নিতে পারবে অনায়াসে।' ফিরে এসে সশব্দে দরজা বন্ধ করলো স্টোন, যথাস্থানে বসালো হুড়কোটা।

দরজার দিকে ফিরলো ক্লিফ ক্যারেল। পাঁচশো মাইলের মধ্যে এত মজবুত, সুরক্ষিত জেল কোথাও নেই, ভাবলো ও। দু'ফুট

চওড়া, আগাগোড়া পাথরের তৈরি দেয়াল, চৌকো বীমের ওপর বসানো ছাদ, কমপক্ষে চৌদ্দ ইনচি পুরু দুই বর্গফুটের একেকটা পাথরখণ্ড দিয়ে তৈরি হয়েছে মেঝে। এই জেল ভেঙে আসামীকে বের করে নেবে, এমন কেউ এখানো জন্ম নেয়নি দুনিয়ায়।

জানালার শিকগুলো প্রায় এক ইনচি মোটা, মাত্র তিন ইনচি পর পর বসানো পাথরের বেশ গভীরে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে ওগুলোর দু'প্রান্ত। বাইরে যাবার একমাত্র দরজা দুইনচি পুরু ওক কাঠের তক্তায় তৈরি, ভেতর থেকে খুলে না দিলে জোর করে এখানে ঢোকা কঠিন।

ঘড়ির দিকে তাকালো ক্লিফ। রাত ছটা। ঘণ্টাখানেকের ভেতর ট্রেইল করার মতো পর্যাপ্ত আলো ফুটে উঠবে। স্টোনের উদ্দেশে ও বললো, 'আমাদের একজনের এখানে থাকা উচিত। তোমার আপত্তি না থাকলে আমি ট্রেইল করতে চাই, জেস।'

কাঁধ ঝাঁকালো জেস স্টোন। 'আপত্তির কি আছে। তোমারই তো যাওয়া দরকার।'

'ধন্যবাদ।'

'প্যাসি লাগবে?'

এক মুহূর্তের জন্যে দোটানায় ভুগলো ক্লিফ ক্যারেল। তারপর মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালো। 'প্যাসি ছাড়াই অনেক ঝামেলার সামাল দিতে হবে আমাকে!' দরজার দিকে তাকালো ও। লিনচিংয়ের পাঁয়তারা করছে শহরবাসীরা, ভাবলো।

'যেমন তোমার ইচ্ছে,' বলে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো স্টোন, তারপর নিরাসক্ত কণ্ঠে বললো, 'নিজে সবার বিচার করতো

তোমার বাবা, সেটাই তার কাল হয়েছিলো জীবনে। একবার মাত্র ভুল করেছে এবং একটা ভুলই ধ্বংস করে দিয়েছে তাকে। তুমিও একই ভুল করো না যেন।'

একদৃষ্টে কয়েক মুহূর্ত স্টোনের দিকে তাকিয়ে থাকলো ক্লিফ ফ্যারেল। কি করবে নিজেই বুঝতে পারছে না। খানিক আগে হেলম্যানের গালে ক্ষতচিহ্ন দেখেই তাকে খুন করতে খেপে উঠেছিলো ও।

অপর লোকটার মুখোমুখি হবার পর কি ঘটবে কে জানে? জানতে পারলে ভবিষ্যতে ও শেরিফ হতে পারবে কিনা বোঝা যেতো।

'আস্তাবল থেকে ঘোড়া নিয়ে আসি,' স্টোনের উদ্দেশে বললো ক্লিফ ফ্যারেল।

মাথা দুলিয়ে সায় দিলো শেরিফ। বাইরে বেরিয়ে এলো ফ্যারেল। দরজা বন্ধ করে হুড়কো বসালো স্টোন, বুঝিয়ে দিলো, জনতাকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছে।

চেঁচিয়ে উঠলো পোমরয়। 'কোথায় যাচ্ছো, ক্লিফ?'

'ঘোড়া আনতে।'

'প্যাসি নিয়ে বেরোবে?'

'না। আমি একাই যাচ্ছি।'

ভিড়ের মাঝে হেসে উঠলো কে যেন। আরেকজন বললো, 'বাপকা বেটা!'

লিভারি বার্ন-এর দিকে এগোলো ক্লিফ ফ্যারেল। ওর বাবা সব সময় যেভাবে ফিরে আসতো—ঘোড়ার পিঠে পলাতক আসা-

মীর লাশ ফেলে—ওর কাছেও তেমন কিছুই আশা করছে শহরবাসীরা।

হয়তো সেরকম কিছুই করবে ও। কে জানে? কানের কাছে সোনির কণ্ঠস্বর বাজছে: 'ওকে খুন করো, ক্লিফ। খুঁজে বের করে ওকে খুন কর!'

সোনির ইচ্ছে তাই। ও নিজেও তা-ই চায়।

আস্তাবল থেকে একটা বিশাল বাদামী গেলডিং ভাড়া করলো ক্লিফ। এই শহরে এর চেয়ে শক্তিশালী ঘোড়া আর নেই। সযত্নে ঘোড়ার পিঠে জিন চাপিয়ে জেল ভবনে ফিরে এলো ফ্যারেল। ইতিমধ্যে আলোর আভাস দেখা দিয়েছে পুব দিগন্তে; ভোরের আগমনবার্তা ঘোষণা করছে।

জেল ভবনে ঢুকলো ফ্যারেল। একটা রাইফেল বাছাই করলো, ছ'বাক্স কার্তুজ নিলো। অতিরিক্ত এক বাক্স কার্তুজ নিলো পয়েন্ট-ফোর-ফোর পিস্তলটার জন্যে। চাদর আর বর্ষাতি নিতে ভুল করলো না।

বাইরে এসে স্যাডলে বাঁধলো সব। রাস্তার ওধারে এখনো দাঁড়িয়ে আছে জনতা, তাকিয়ে আছে জেলভবনের দিকে। একটা বোতল থেকে মদ খাচ্ছে পালা করে।

স্যাডলে চেপে সোনিয়াদের বাড়ির দিকে এগোলো ক্লিফ। চারদিকে আবছা অন্ধকার। কি ভেবে হঠাৎ ঘুরে ডাক্তার বাড়ির পথ ধরলো ও। রান্নাঘরে আলো জ্বলছে দেখে পেছনের দরজায় টোকা দিলো।

নাশতা সারছিলো ডাক্তার, স্বাগত জানালো ওকে। 'এসো।

এসো ; নাশতা করে নাও।'

ভেতরে ঢুকলো ক্লিফ। কফি ঢেলে দিলো ডাক্তার। কাপে চুমুক দিলো ডেপুটি। যে প্রশ্নটা এতক্ষণ খুঁচিয়ে চলছিলো, অবশেষে জিজ্ঞেস করলো। 'ওকে কেমন দেখলেন, ডাক্তার? ভালো হবে তো?'

মুখ ভর্তি রুটি নিয়ে মাথা দোলালো ডাক্তার। উঠে দাঁড়ালো সে। তাওয়ায় চাপানো রুটিটা উল্টে দিলো। তারপর ক্লিফের দিকে না ফিরেই বললো, 'ঘুমের ওষুধ দিয়ে এসেছি, ঘুমোচ্ছে ও, ঘুম থেকে উঠলে মোটামুটি সুস্থ হয়ে উঠবে। দেহে-মনে মারাত্মক চোট পেয়েছে মেয়েটা, সেই সঙ্গে একটা প্রবল ধাক্কা। দৈহিক আঘাত সামলে নিতে পারলেও মানসিক ধাক্কা সামলে উঠতে স্বভাবতই সময় লাগবে কিছুটা।'

'বিয়েটা পিছাতে হবে না তো?'

মুহূর্তের জন্যে ফ্যারেলের দিকে তাকিয়েই দৃষ্টি সরিয়ে নিলো ডাক্তার। 'সেটা করলে মারাত্মক ক্ষতি করা হবে মেয়েটার। যে ভাবে হোক বিয়েটা সেরে ফেলো। কিন্তু শুরুতে ওর কাছ থেকে বেশি কিছু আশা করতে যেয়ো না।'

কফি পান শেষে ডাক্তারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এলো ক্লিফ ফ্যারেল। খালি চোখে মাটি দেখা যাচ্ছে, ট্রেইল করার সময় হয়েছে।

চার

কোনোদিকে না তাকিয়ে সোজা হোটেলের দিকে এগোলো ফ্যারেল। ভোরের হিমেল হাওয়া বইছে। চারদিক কেমন যেন থমথমে করছে। হোটেলের রান্নাঘরে বাতি জ্বলছে, পেছনের দরজার দিকে পা বাড়ালো ও।

হোটেলের বাবুর্চির কাছ থেকে কফি, বেকন, ময়দা আর কিছু শুকনো মাংস নিলো সঙ্গে নেয়ার জন্যে। সব কিছু একটা ব্যাগে ভরে স্যাডলের পেছনে বেঁধে ফেললো ওটা। তারপর স্যাডলে চেপে ঘোড়াকে হাঁটিয়ে নিয়ে শহর ছেড়ে বেরিয়ে এলো। জেল-ভবনের সামনে যারা জটলা পাকাচ্ছিল তারা আপাতত বিদায় নিয়েছে। কফির কাপে চুমুক দিয়ে সময় কাটাতে গেছে হয়তো—ভাবলো ফ্যারেল।

সঠিক ট্রেইল খুঁজে পেতে কষ্ট হবে। ভুল হবার আশঙ্কা ষোল আনা। তবে যতটা ভাবছে ততটা অসুবিধে নাও হতে পারে: ও যাকে খুঁজছে, সাধারণ অশ্বারোহীর তুলনায় নিঃসন্দেহে দ্রুত

ঘোড়া হাঁকাবে সে; সুতরাং তার ট্রেইল আলাদা করে চেনা যাবে।

শহর সীমান্তে পৌঁছে হঠাৎ দুপাশ থেকে চেপে এসেছে বাট স্ট্রীট, রাসলার ক্রিকের এপাশে ডানে বাঁক নিয়েছে, চলে গেছে দক্ষিণে। সেতু পেরিয়ে স্যাডল থেকে নামলো ফ্যারেল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রাস্তা জরিপ করলো।

শুকনো বালিতে অসংখ্য ট্র্যাক, কিন্তু ট্র্যাকিংয়ে দক্ষ ক্লিফ ফ্যারেল, কয়েক মুহূর্তের পর্যবেক্ষণেই দ্রুত গতিতে ছুটে যাওয়া একটা ঘোড়ার ট্র্যাক আবিষ্কার করলো।

ধীরে ধীরে ঘুম ভেঙে জেগে উঠছে প্রকৃতি। রক্তিম আভা লেগেছে পুব আকাশে।

আবার স্যাডলে উঠে বসলো ফ্যারেল। ভুরু কুঁচকে রাস্তার দিকে তাকালো। এগোতে শুরু করেছে গেলডিং। ঘোড়ার ট্র্যাক দেখতে তেমন অসুবিধে না হলেও অসংখ্য ট্র্যাকের মাঝে নির্দিষ্ট ছাপটা প্রতিক্ষণে আলাদা করে নজরে রাখতে চোখের ওপর চাপ পড়ছে।

ট্র্যাক অনুসরণ করে প্রায় মাইল খানেক এগোলো ফ্যারেল। এখানে ঘোড়া ঘুরিয়েছে অশ্বারোহী। ক্লিফও তাই করলো। এবার অনেকটা সহজ হয়ে এলো অনুসরণের কাজ। ছোটার গতি বাড়ালো ও। কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছে যেন এটাই আসল ট্র্যাক হয়।

পুব আকাশ ফর্সা হলো। আরো একবার ঘোড়া থেকে নামলো ফ্যারেল। হাঁটু গেড়ে বসে ঘোড়ার পায়ের ছাপ পর্যবেক্ষণ্‌ করলো।

কয়েক ঘণ্টা আগে এপথে গেছে অশ্বারোহী, আন্দাজ করলো। ট্র্যাক চিনতে ভুল না হলে সময়ের অনুমান সঠিক হওয়ার কথা।

এখানে এসে চলার গতি কমিয়ে এনেছে আগন্তুক, বুঝতে পারলো ক্লিফ। মিলে যাচ্ছে। অপরাধ সংঘটনের পর ঝড়ের গতিতে ঘোড়া দাবড়ে শহর থেকে বেরিয়ে এসেছে লোকটা। কিন্তু ঘোড়াটাকে মেরে ফেলার ইচ্ছে নেই তার, তাই গতি কমাতে বাধ্য হয়েছে।

আরেকটা ব্যাপার লক্ষ্য করলো ফ্যারেল, সামনের ঘোড়াটার খুরে ক্ষয়ে যাওয়া নাল পরানো। পেছনের দুপায়ের নাল অপেক্ষাকৃত নতুন, তবে ওগুলোরও পেছনের দিক ক্ষয় হয়ে গেছে। সম্ভবত অনেকদিন ধরে রুক্ষ বন্ধুর পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে লোকটা।

ট্রেইল অনেকটা মানুষের চেহারার মতো, ভাবলো ক্লিফ, একজন মানুষের চেহারার বর্ণনা দিতে গেলে অনেক সময় এমন দাঁড়ায়, ওই বর্ণনার সঙ্গে অন্তত হাজারখানেক লোকের মিল পাওয়া যায়। কিন্তু লোকটার চেহারা কেমন জানা থাকলে, অন্য কারো সঙ্গে গুলিয়ে ফেলার ভয় থাকে না।

সন্তুষ্ট ক্লিফ আবার স্যাডলে চেপে সামনে বাড়ালো। এপথ শেষ হওয়ার আগেই ফেরারী সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যাবে। বোঝা যাবে, আগন্তুক ভদ্রলোকের মতো স্বাভাবিকভাবে খোলা প্রান্তরের ওপর দিয়ে গেছে না ধরা পড়ার ভয়ে ট্রেইল গোপনের চেষ্টা চালিয়েছে।

ইতিমধ্যে সূর্য উঠে পড়েছে, গরল ঢালছে অকৃপণ হাতে। যেদিকে তাকাও বিস্তৃত বিরান সমভূমি। মাঝে মাঝে দূরে দিগ-

ন্তের কাছে গ্রে বাটের মতো দু-একটা পাহাড় দেখা যায়, সতর্ক প্রহরীর মতো মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কখনো কখনো সংকীর্ণ ওআশ চোখে পড়ছে, খাড়া পাহাড়ের মতো ওগুলোর তীর।

এ-এলাকার অন্ধি-সন্ধি ক্লিফ ফ্যারেলের নখদর্পণে। জানে একশো মাইলের মধ্যে কোনো জনবসতি নেই। পায়ের নিচের মাটি ঢালু হয়ে ক্রমশ ওপর দিকে উঠে গেছে, প্রায় পঞ্চাশ-ষাট মাইল দূরে সিডার আর পিনন পাইনে ছাওয়া একটা গিরিপথ অতিক্রম করে আবার নিচে নেমেছে। মরুভূমির মতো বিশুষ্ক একটা প্রান্তর পেছনে ফেলে শোশন ক্রিকের উপত্যায় শেষ হয়েছে পথের। শোশন ক্রিকে পৌঁছার আগেই পলাতক লোক-টাকে ধরতে হবে; নইলে ফসকে যাবে শিকার।

ক্লিফের দুই চোখে বরফের শীতলতা; চেহারায় ইস্পাতের কাঠিন্য। আজ শিকারীতে পরিণত হয়েছে ও, সীমাহীন আক্রোশ নিয়ে চলেছে শিকারের সন্ধানে।

সহসা বুঝতে পারলো ক্লিফ, সামনের লোকটা ট্রেইল গোপনের চেষ্টা করুক, এটাই চাইছে সে। অপরাধের প্রমাণ স্বরূপ এরকম কিছু সাক্ষ্য পাওয়া দরকার।

অবশ্য এমনও হতে পারে, লাঞ্ছিত মেয়েটা লজ্জার কথা গোপন রাখবে ভেবে ট্রেইল আড়াল করার প্রয়োজনই বোধ করবে না সে।

ক্লিফের বিষণ্ণ চেহারায় করুণ হাসি ফুটে উঠলো। দুনিয়ার কোনো ল-অফিসার কখনো এমন করবে না—নিজেই আসামীর

বিচার করতে চাইছে, তার মৃত্যুদণ্ড কামনা করছে মনে প্রাণে।

আসামীকে ধরার পর কি করবে? বিবেকের কাছে জবাব খুঁজলো ফ্যারেল। অনেক ভেবেও যুক্তিগ্রাহ্য উত্তর মিললো না। কি করবে জানে না ও। তবে ফেরারী লোকটার আচরণের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে, সে বাধা দিলে…হত্যা করা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না; কিন্তু আত্মসমর্পণ করলে…

এসব ভাবনা ঝেড়ে ফেলে সোনিয়ার কথা ভাবতে চাইলো ফ্যারেল। মনে পড়লো কাল কিভাবে দৌড়ে আসতে দেখেছিলো ওকে। শেরিফের অফিসের তুলনায় বাসা কাছে হওয়া সত্ত্বেও ওর কাছেই ছুটে এসেছে সোনিয়া।

ওর ওপর পুরোপুরি নির্ভর করেছে সোনি, বলেছে অপমানের প্রতিশোধ নিতে। সক্রোধে মাথা নাড়লো ক্লিফ, না চাইলেও মনের গভীরে বার-বার জেগে উঠছে একটা প্রশ্ন: 'লোকটা যদি দোষী না হয়?'

আরো কথা আছে: 'কে অপরাধী সে বিচার করার অধিকার কি ওর আছে? যদি ভুল করে ফেলে?'

অনুসরণ করতে এখন কষ্ট হচ্ছে। আরো কয়েক মাইল পথ অতিক্রম করার পরও অবস্থার পরিবর্তন হলো না। কখনো কখনো পাথুরে এলাকা বেছে নিয়ে এগিয়েছে পলাতক ঘোড়সওয়ার, ফলে আরো দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে কাজটা। কয়েকবার ক্যাটল-ট্রেইলের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল সামনের ট্র্যাক। এদিকে কোনো জলাশয়ের দিকে গেছে হয়তো জানোয়ারের দল। ধূর্ত লোকের পাল্লাতেই পড়া গেছে!—ভাবলো

ফ্যারেল, ট্রেইল গোপনে ইনডিয়ানদের মতো দক্ষ সে। তবে ট্র্যাকিংয়ে ক্লিফ কম যায় না। লোকটার ক্যাটল-ট্রেইল বেছে নেয়ার কারণ জলের মতো পরিষ্কার: গরু-মোষের আরেকটা পাল গেলেই তার ট্র্যাক নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে; কিন্তু অঘটন ঘটার আগেই পৌঁছুতে পেরেছে ফ্যারেল।

ভুরু কুঁচকে ট্রেইলের দিকে তাকিয়ে আছে ক্লিফ, ভাবছে, এ গতিতে এগোলে শোশন ক্রিকে পৌঁছুনোর আগেই লোকটার দেখা পাওয়া যাবে তো?

ব্যাকুল চেহারায় ফেরারীর ছোটার গতি আন্দাজ করার চেষ্টা করলো ক্লিফ, নিজের গতি তুলনা করলো, স্পষ্ট হয়ে গেল: এখনো বিস্তর ব্যবধান দুজনের মাঝে।

কমপক্ষে ওর পাঁচ ঘণ্টা আগে যাত্রা শুরু করেছে লোকটা, ট্রেইল অনুসরণের ঝামেলা নেই তার, অনায়াসে দ্রুত ছুটতে পারছে। কিন্তু ক্লিফের অবস্থা এর ঠিক উল্টো।

দূরত্ব ক্রমে বাড়ছে। লোকটাকে অতিক্রম করে সামনে যাবার একটা উপায় বের করতে না পারলে ব্যবধান বাড়তেই থাকবে, চিরদিনের মতো হাতছাড়া হয়ে যাবে শিকার।

চোখ কুঁচকে আছে ফ্যারেলের। এলাকা সম্পর্কে জানা খুঁটিনাটি প্রতিটি তথ্য মনে মনে নেড়েচেড়ে দেখলো। তারপর, হঠাৎ স্পারের খোঁচা লাগালো ঘোড়ার পেটে।

ঠিক যেখানে মরুভূমির শুরু, একটা খাড়া পাথুরে ব্লাফ আছে ওখানে। ওইপথে মরুভূমিতে পৌঁছুনোর মাত্র তিনটে ট্রেইল। তিনটেই সংকীর্ণ। ওগুলোরই একটা ব্যবহার করতে হবে লোক-

টাকে।

কিন্তু ওদিকে না গিয়ে যদি পুব কিংবা পশ্চিমে যায় তাকে আর ধরা যাবে না। আবার ট্রেইল ধরে এগোলেও তার নাগাল পাওয়া অসম্ভব, অনায়াসে কেটে পড়বে আগন্তুক। শোশন ক্রিকে এক-বার পৌঁছুতে পারলে মাইলকে মাইল কোনো চিহ্ন না রেখে উধাও হয়ে যাবে সে। সুতরাং ঝুঁকি না নিয়ে উপায় নেই।

সিদ্ধান্ত নিতে যা দেরি, প্রাণপণে ঘোড়া হাঁকালো ক্লিফ। ফেরারীর সঙ্গে দূরত্ব কমানোই এখন জরুরি, প্রয়োজনে সারা-রাত ঘোড়া হাঁকাতে রাজি আছে ও।

ট্রেইল ছেড়ে এলেও, এগোনোর সময় মাটির দিকে নজর রাখতে ভুল করছে না ক্লিফ। বলা যায় না ট্র্যাক মিলেও যেতে পারে।

সারা দিনে দু'বার লোকটার ট্র্যাকের দেখা পেলো ফ্যারেল, খানিকটা স্বস্তি পেলো ও, ওর অনুমান ভুল হয়নি।

দুপুর গড়িয়ে গেল। ঘোড়া থামিয়ে পনেরো মিনিটের মতো বিশ্রাম নিলো ফ্যারেল। ঘোড়াকে পানি খাওয়ালো। গোটা-কয়েক শুকনো ফল খেয়ে ক্যানটিন থেকে ঢকঢক করে পানি খেলো। তারপর আবার পথে নামলো, এগোলো দ্রুত গতিতে।

আস্তে আস্তে ওপর দিকে উঠছে মাটি, সেজ আর সিডারে ঢাকা এবড়োখেবড়ো রুক্ষ প্রান্তরে পৌঁছুলো ফ্যারেল। পলাত-কের সঙ্গে দূরত্ব মাইলখানেকে নেমে এসেছে। আরো ওপরে উঠে এলো ক্লিফ। সিডারের স্থান দখল করলো স্ক্র্যাব পাইন।

বিকেল হলো। উত্তপ্ত প্রকৃতি, বালি উড়ছে চারদিকে। ক্লান্ত

ঘোড়া নিয়ে একই গতিতে ছুটছে ফ্যারেল। এতক্ষণে আগন্তুকের সঙ্গে দূরত্ব আরো কমে আসার কথা। সন্ধ্যা নাগাদ তাকে অতিক্রম করে যাবার ক্ষীণ একটা আশা আছে।

তখন অনুমান করতে হবে, খাড়া র‍্যাক থেকে নেমে যাওয়া তিনটে ট্রেইলের কোনটা পাহারা দেয়া লাগবে। তারপরও ভুল করেছে কিনা ভেবে উৎকণ্ঠায় থাকতে হবে প্রতিটি মুহূর্ত।

সূর্যাস্তের আধ ঘন্টা আগে আবার থামলো ক্লিফ ফ্যারেল। ছোট করে আগুন জ্বেলে বেকন ভেজে রুটি সেঁকলো; তারপর কফি তৈরি করে রুটি আর বেকন ভাজা দিয়ে তৃপ্তির সঙ্গে খেলো। ওদিকে নিশ্চিন্ত মনে ঘাস খেয়ে চলছে ঘোড়াটা। খাওয়া শেষ হলে ঘাসের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো ক্লিফ, চোখ মেলে দিলো আকাশের দিকে; নানা রঙের খেলা চলছে ওখানে।

সারা দিন এড়িয়ে গেলেও এবার সিদ্ধান্ত নেয়ার চেষ্টা করলো ক্লিফ। সরাসরি সমস্যার কথা ভাবতে চায় না ও, কিন্তু না চাইলে কি হবে, মনে পড়ে যায়। সোনিয়ার কথা ভাবলেই অনিবার্যভাবে মনে আসে ওর লাঞ্ছনার কথা, কি করবে ভাবলে চোখে ভাসে বাবার বিধ্বস্ত চেহারা; একবার, একটা ভুল সিদ্ধান্তের কারণে আজ তিলেতিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে মানুষটা। সিদ্ধান্ত নিতে ভুল হলে ওর পরিণতিও বাবার মতো হবে।

সারা দিন অনুসরণ করার পর ক্লিফ মোটামুটি নিঃসন্দেহ, সামনের লোকটা ট্রেইল গোপনের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। তাতে অবশ্য প্রমাণ হয় না সে-ই কাল সোনিয়াকে রেপ করেছে। হয়তো অন্য কোথাও কোনো অপরাধ করেছে, তাই আইনের

হাত থেকে পালানোর চেষ্টা করছে সে।

চিন্তিত এবং উদ্বিগ্ন মনে উঠে বসলো ফ্যারেল। আগুন নিভিয়ে দিলো। ল্যাসো ছুঁড়ে ঘোড়া ধরে পিঠে জিন চাপালো, গুটিয়ে নিলো দড়িটা, তারপর স্যাডলে উঠে দক্ষিণে রওনা হলো।

এগিয়ে চলেছে ফ্যারেল। আস্তে আস্তে রঙ পাল্টে ধূসর হলো আকাশ, গোধূলী লগ্ন। একটা দুটো তারা দেখা দিলো আকাশে। কিছুক্ষণ পর চাঁদ উঠবে, রূপালি ছটা তার আগমনবার্তা ঘোষণা করছে।

ব্রে বাট থেকে ষাট মাইল দূরে এসে পড়েছে ক্লিফ, আরো অন্তত তিরিশ মাইল পথ পাড়ি দিতে হবে।

ঘোড়াকে বিশ্রাম দেয়ার জন্যে কিছুটা মন্থর গতিতে এগোচ্ছে ও। উত্তেজিত স্নায়ু শান্ত করার চেষ্টা করছে। ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যাচ্ছে।

মাঝরাতের দিকে র‍্যাকের কাছে পৌঁছুলো ক্লিফ ফ্যারেল। সামনে, নিচে বিস্তীর্ণ ঊষর প্রান্তর, বিরান; ভেসে যাচ্ছে চাঁদের আলোয়। কয়েক মাইল আগে একটা ঝর্নায় ঘোড়াকে পানি খাইয়ে ক্যানটিন ভরে নিয়েছে ক্লিফ। ঘোড়াটা একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে র‍্যাকের কিনারে বসে পড়লো ও, শুরু হলো অপেক্ষা।

এখান থেকে মরুপ্রান্তরের অনেকদূর পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায়, অপেক্ষা করার জন্যে উপযুক্ত স্থান। সকালে আবার পথে নামলে ফেরারীর ঘোড়ার খুরের ঘায়ে ধুলো উড়বে; স্পষ্ট দেখা যাবে।

চোখ দু'টো বারবার বুঁজে আসতে চাইছে ফ্যারেলের, এক

সময় ঘুমিয়ে পড়লো ও। স্বপ্ন দেখলো ; ভয়াবহ অদ্ভুত সব স্বপ্ন ; চমকে থেকে থেকে উঠে বসলো। রাতের হিমেল হাওয়াতেও ঘেমে নেয়ে উঠেছে।

অবশেষে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল। যখন ঘুম ভাঙলো, রাত পেরিয়ে গেছে, দিগন্তে নবারুণের আভাস।

উৎকণ্ঠায় একলাফে উঠে দাঁড়ালো ক্লিফ। পুরোপুরি ভোর হতে এখনো অনেক দেরি বুঝতে পেরে হাঁপ ছাড়লো। র‍্যাকের কিনারায় দাঁড়িয়ে মরুভূমির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো।

কিছু দেখা গেল না, কথাও নয়, এতো তাড়াতাড়ি লোকটার বেরোবার সম্ভাবনা কম।

কয়েকটা বাসী রুটি আর বেকন ছিলো, ওগুলো দিয়েই নাশতা সেরে নিলো ফ্যারেল। পেট পুরে পানি খেলো ক্যানটিন থেকে। তারপর সিগারেট বানিয়ে একটা পাইন গাছে ঠেস দিয়ে বসে আয়েশ করে টানতে লাগলো। মরুভূমির দিক থেকে নজর সরালো না।

কোনো স্পন্দন নেই। এদিকে তাপ-তরঙ্গের তাণ্ডব নৃত্য শুরু হয়েছে মরুর বুকে। মরুভূমির একঘেয়ে দৃশ্যে ঈষৎ বৈচিত্র্যের ছোঁয়া দিয়েছে ছড়ানো ছিটানো কিছু ক্যাকটাস, বৈরী প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে অদ্ভুত চেহারা নিয়ে টিকে আছে কোনোমতে।

সময় বয়ে যাচ্ছে। আলোর রথ হাঁকিয়ে সূর্য উঠে এসেছে আকাশে। কিন্তু কোথাও কোনো নড়াচড়া নেই।

ভুল করে ফেললো না তো, ভাবলো ফ্যারেল। উদ্বেগে কুঁচকে

উঠলো ভুরুজোড়া। কিন্তু ভুল হলেও এখন শোধরানোর উপায় নেই। দুপুর পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করবে ও, এর মধ্যেযদি লোকটাকে দেখা না যায়, ব্যাকট্র্যাক করে আবার তার ট্রেইল খুঁজে বের করতে হবে। ওকে পাকড়াও না করে ফিরবে না ক্লিফ।

একটা মাছরাঙা পাখি কিছুক্ষণ আশপাশে উড়ে বেড়ালো, তারপর পালিয়ে গেল। বাচ্চাসহ একটা হরিণ একশো গজের মধ্যে এসে পড়েছিলো, হঠাৎ গেলডিংটা লাফিয়ে উঠলে ভয়ে পালালো।

গরম বাড়ছে। সূর্যরশ্মি পাথর আর নিচের মরুভূমিতে প্রতিফলিত হয়ে চোখ ঝলসে দিচ্ছে।

আচমকা আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর দেখা পেলো ক্লিফ। ডানে, দু'এক মাইল দূরে, মরুভূমিতে ধুলোর মেঘ। একটা শুকনো ওঅশ থেকে সমতল মরুপ্রান্তরে উঠে এলো এক ঘোড়সওয়ার।

ঝটপট তৈরি হয়ে নিলো ক্লিফ ফ্যারেল। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল সামনের অশ্বারোহীর ট্রেইলের উদ্দেশে দ্রুত ছুটছে ও।

উত্তেজিত হয়ে পড়েছে ক্লিফ। ওর অনুমান মোটেই ভুল হয়নি।

ঝড়ের বেগে ঝাড়া দশ মিনিট ঘোড়া হাঁকালো ক্লিফ, ট্রেইলের মাথায় এসে পড়লো। ঘোড়া ঘুরিয়ে নামতে শুরু করলো ঢাল বেয়ে।

প্রায় মাইল তিনেক এগিয়ে রয়েছে লোকটা। ওপর থেকে দূরের মরুভূমির দিকে তাকালো ফ্যারেল, কোন দিকে যাওয়া যায়?

ডানে একটা দীর্ঘ অথচ নিচু রিজ দেখা যাচ্ছে। সামনের অশ্বারোহীকে অতিক্রম করে যেতে চায় ও, রিজের বামে রয়েছে সে।

উচ্চতায় বিশ থেকে পঁচিশ ফুটের মতো হবে রিজটা, ওপাশ দিয়ে এগোলে এদিক থেকে ওদের দেখতে পাবে না লোকটা।

ট্রেইলের শেষ মাথায় পৌঁছে ডানে ঘোড়া ঘোরালো ফ্যারেল। রিজের মাথা পেরিয়ে ছুটলো। একনাগাড়ে কিছুক্ষণ সামনে এগোলো ও, মাঝে মাঝে বাঁয়ে তাকিয়ে নিশ্চিত হলো, আগন্তুক ওর উপস্থিতি টের পায়নি।

মোটামুটি প্রয়োজনীয় দূরত্ব অতিক্রম করা গেছে নিশ্চিত হয়ে বাঁ দিকে বাঁক নিলো ও। আরো আধ মাইলের মতো এগিয়ে রিজের চূড়ায় উঠলো, তাকালো পেছনে।

মুহূর্তের জন্যে থমকে গেল ফ্যারেল। অশ্বারোহীকে যেখানে দেখবে ভেবেছিলো, নেই। আরো পেছনে, রাফের দিকে তাকাতেই ধড়ে প্রাণ এলো, আসছে অশ্বারোহী, মাইল দেড়েক দূরে রয়েছে।

ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ক্লিফের ঘোড়া, হাঁপাচ্ছে। আর আত্মগোপন করার দরকার নেই, ঘোড়া নিয়ে মন্থর গতিতে সোজা আগন্তুকের দিকে এগোলো ক্লিফ।

থমকে দাঁড়ালো অশ্বারোহী। মুহূর্তের জন্যে নিশ্চল প্রস্তরমূর্তিতে পরিণত হলো। ঘোড়াকে বিশ্রামের সুযোগ দিয়ে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে ক্লিফ। আবার পিছু ধাওয়া করার প্রয়োজন হলে ছোটার জন্যে প্রচুর শক্তি লাগবে ঘোড়াটার।

আচমকা পুব দিকে ঘোড়া ঘোরালো আগন্তুক। অনুসরণ

করলো ক্লিফ। গতি বাড়ালো সে। ক্লিফও গতি বাড়ালো।

হঠাৎ রাশ টেনে ঘোড়া থামালো লোকটা। ধোঁয়ার একটা কুণ্ডলী দেখলো ক্লিফ মুহূর্তের জন্যে। শ'খানেক গজ দূরে ছিটকে উঠলো বালি। তার পর পরই রাইফেলের গর্জন শুনতে পেলো।

সতর্ক সঙ্কেত। পরিষ্কার জানিয়ে দিলো লোকটা: 'যেই হও, দূরে থাকো!'

কিন্তু থামলো না ফ্যারেল। নতুন ধোঁয়ার কুণ্ডলীও চোখে পড়লো না। আবার দিক বদল করলো আগন্তুক। সোজা পুবে যাচ্ছে, একতালে ছুটছে তার ঘোড়া।

ওর সমান্তরাল পথে ঘোড়া হাঁকালো ক্লিফ। গতিপথ বদল করার ফলে পিছিয়ে পড়েছে। মাইল খানেক সামনে রয়েছে ফেরারী। সমান তালে ঘোড়া ছুটিয়ে দূরত্ব কমিয়ে আনতে শুরু করলো ক্লিফ।

ছোটার গতি একটুও না কমিয়ে কোনাকুনি বামে এগোতে শুরু করলো ও। হাসি ফুটে উঠলো ঠোঁটে। দুপুরের আগেই অবসান ঘটবে এ নাটকের। আগন্তুকের ঘোড়া পরিশ্রান্ত, এভাবে বেশিক্ষণ ছুটতে পারবে না ওটা।

ধীরে ধীরে মাঝের দূরত্ব আধমাইলে নামিয়ে আনলো ফ্যারেল ...পোয়া মাইল...হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠলো ও, 'থামো!'

লোকটা শুনেছে কিনা বোঝা গেল না, কিন্তু ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরেছে নিশ্চয়ই। ক্লান্ত ঘোড়ার পেটে স্পার দাবালো সে।

ফ্যারেলও স্পারের খোঁচা দিলো গেলডিংয়ের পেটে, লাফিয়ে সামনে ছুটলো ওটা।

গুলি করার চেষ্টা করছে না আগন্তুক, সামনে ঝুঁকে ঘোড়ার পিঠের সঙ্গে মিশে গিয়ে ছুটছে। কিন্তু ক্রমশ দূরত্ব কমিয়ে আনছে ক্লিফ।

আবার চিৎকার করে উঠলো ও, 'দাঁড়াও! তোমাকে গ্রেপ্তার করা হলো!'

ক্লিফ আগন্তুকের আনুমানিক পঞ্চাশগজের মধ্যে পৌঁছুতে লাফিয়ে স্যাডল থেকে নামলো সে, ডিগবাজি খেয়ে উঠে দাঁড়ালো, চট করে উঠে এলো তার রাইফেল, খেঁকিয়ে উঠলো।

আগেই পিস্তল বের করে নিয়েছে ক্যারেল, আগন্তুকের বড় জোর বারো-চৌদ্দগজ দূরে রয়েছে ও। দূরত্ব কমছে, দ্রুত। ইচ্ছে করলে এখুনি লোকটাকে হত্যা করতে পারে, আত্মরক্ষার খাতিরে সে অধিকার ওর আছে।

কিন্তু হৃৎপিণ্ড বরাবর গুলি ঢুকিয়ে মুহূর্তে মেরে ফেলে ওকে বাঁচিয়ে দিতে চায় না ক্লিফ।

সোনিয়ার মতো প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে একে। অবশ্য এটাই লোকটাকে বাঁচিয়ে রাখার একমাত্র কারণ নয়। হঠাৎ বাবার শেষ প্রত্যাবর্তনের কথা মনে পড়ে গেছে ওর ···একই ভুলের পুনরাবৃত্তি চায় না ক্লিফ।

একলাফে স্যাডল থেকে নেমে গড়িয়ে সরে গেল ও। আবার গর্জে উঠলো আগন্তুকের রাইফেল। পায়ের কাফে বুলেটের ধাক্কা অনুভব করলো ও।

ক্রোধে অন্ধ হয়ে গেল ক্যারেল, ঝাঁপিয়ে পড়লো লোকটার ওপর। রাইফেলের উত্তপ্ত ব্যারেল জাপটে ধরলো দুই হাতে,

হ্যাঁচকা টানে কেড়ে নিলো, ছুঁড়ে ফেলে দিলো পঞ্চাশ ফুট দূরে। হোলস্টারের পিস্তলের দিকে হাত বাড়ালো লোকটা, পরক্ষণে ক্লিফের হাঁটু আঘাত হানলো তার মুখে, পিস্তল ধরা হাতের কব্জি ধরে মুচড়ে দিলো ক্লিফ। খসে পড়লো অস্ত্রটা, লুফে নিলো ক্লিফ, ঘুরিয়ে সজোরে নামিয়ে আনলো আগন্তুকের মাথায়, একপাশে লাগালো আঘাতটা। ভাঙাচোরা ভঙ্গিতে উত্তপ্ত বালিতে লুটিয়ে পড়লো লোকটা।

হাঁপাচ্ছে ক্লিফ, ঘন ঘন ওঠানামা করছে বুক, লোকটার দিকে তাকালো ও। তারপর এলোমেলো পায়ে ঘোড়ার কাছে এসে স্যাডল থেকে ক্যানটিন খুলে ঢকঢক করে পানি খেলো, ক্যান-টিনটা রেখে ঘোড়া নিয়ে ধরাশায়ী শত্রুর কাছে ফিরে এলো।

একে বাঁচিয়ে রাখা কি ঠিক হলো? কিন্তু এছাড়া আর কি করার আছে?

পাঁচ

অপেক্ষা করছে ক্রিফ ফ্যারেল। পিস্তলের আঘাতে আগন্তুকের কপালের এক পাশে কেটে গেছে, রক্ত বেরোচ্ছে ক্ষতস্থান থেকে ; খোলা মুখ থেকে ক্ষীণ ধারায় রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। আধ বোজা দুচোখে ঘোলাটে দৃষ্টি, ঘোরের মধ্যে আছে যেন লোকটা।

ক্রিফ যা আন্দাজ করেছিলো, লোকটার বয়স তার চেয়ে কম, চব্বিশ-পঁচিশের বেশি নয়।

রুক্ষ অথচ সুদর্শন চেহারা, খোঁচা খোঁচা দাড়ির আড়ালে প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে মুখটা ; মুখাবয়বে হতাশার ছাপ।

অনেকদিন পালিয়ে বেড়াচ্ছে লোকটা, ভাবলো ফ্যারেল। অনবরত অপরাধ করছে আর ছুটছে এখান থেকে সেখানে।

আগন্তুকের পাঁজরে বুটের ডগা দিয়ে গুঁতো দিলো ফ্যারেল। 'ওঠ, শালা বানচোত!'

ককিয়ে উঠলো লোকটা। কুঁকড়ে দুভাঁজ হয়ে গেলো, যেন আত্মরক্ষা করতে চাইছে। সাবধানে আবার খোঁচা লাগালো

ক্রিফ, ডান হাতে তৈরি রেখেছে পিস্তল।

আস্তে আস্তে উঠে বসলো আসামী, যন্ত্রণায় বিকৃত চেহারা। এক মুহূর্ত পর নিষ্পলক চোখে ফ্যারেলের দিকে তাকালো সে, দৃষ্টিতে বিষ ঝরছে। দাঁত মুখ খিঁচে খেঁকিয়ে উঠলো লোকটা। 'এর মানে?'

'ধর্ষণের অভিযোগে তোমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এখনো মারা যাওনি সেটা তোমার সাত পুরুষের ভাগ্য।'

মুহূর্তে লোকটার চোখে আতঙ্ক ঠাঁই নিলো।

ক্রিফ বললো, 'ওঠো, ঘোড়ায় চাপো।'

উঠে দাঁড়ালো আগন্তুক। টলতে টলতে পা বাড়ালো ঘোড়ার দিকে, কোনোমতে স্যাডলে উঠে বসলো। পায়ের ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছে, বুঝতে পারছে ক্রিফ, হাঁটুর নিচ থেকে গোড়ালি পর্যন্ত প্যান্ট রক্তে ভিজে সপসপ করছে। কিন্তু আপাতত কিছু করার নেই।

হঠাৎ ঘোড়ার খুরের শব্দে ঝট করে ঘাড় ফেরালো ফ্যারেল। ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া হাঁকিয়ে পালানোর চেষ্টা করছে আসামী।

দাঁতে দাঁত চেপে খিস্তি করলো ক্রিফ। চোখের পলকে স্যাডলে চেপে সাঁই করে ঘোড়া ঘুরিয়ে আগন্তুকের পিছু নিলো। পিস্তলটা কোমরে গুঁজে ল্যাসো তুলে নিলো হাতে।

ধর্ষণের অভিযোগ শুনলে যে কোনো লোকের বুদ্ধি-সুদ্ধি লোপ পাওয়া স্বাভাবিক, ভাবলো ফ্যারেল। এরকম অভিযোগে অভিযুক্ত অধিকাংশ লোকই আদালতে দাঁড়ানোর সুযোগ পায় না। তাই বলে একে পালাতে দেবে না ক্রিফ।

অল্পক্ষণেই আগন্তুকের কাছাকাছি এসে পড়লো ও, ল্যাসো ছুঁড়ে দিলো। নির্ভুল নিশানা, লোকটার মাথার ওপর দিয়ে নেমে এসে বুকের ওপর চেপে বসলো ফাঁসটা, হাত দুটোও আটকা পড়লো। রাশ টানলো ক্যারেল, দাঁড়িয়ে পড়লো গেল-ডিংটা। অদৃশ্য টানে শূন্যে উঠে গেল আসামী, পরমুহূর্তে ধপাস করে আছড়ে পড়লো তপ্ত ধুলোয়।

দৈহিক ক্লান্তি ক্ষতস্থানের যন্ত্রণা আর সুযোগ পেয়েও লোক-টাকে হত্যা করেনি বলে নিজের ওপর ক্ষোভ—সব মিলে হঠাৎ যেন দিশেহারা করে দিলো ক্যারেলকে। ঝট করে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিলো ও, গায়ের জোরে স্পার দাবালো ওটার পেটে।

ছুটতে শুরু করলো ঘোড়াটা, পেছনে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চললো বন্দীকে। প্রায় একশো গজ এগোনোর পর থামলো ক্যারেল, মাটিতে শায়িত আগন্তুকের কাছে এসে শীতল চোখে তাকালো। 'যাও, ঘোড়ায় চাপো। ফের এরকম করলে খারাপ হয়ে যাবে।'

কোনোমতে উঠে দাঁড়ালো আগন্তুক, পর মুহূর্তে দড়াম করে আছাড় খেলো। আবার উঠলো সে, আপ্রাণ চেষ্টায় ল্যাসোর ফাঁস থেকে মুক্ত করলো নিজেকে। দড়িটা গুটিয়ে ফেললো ক্লিফ। আগন্তুকের গায়ের সঙ্গে সেঁটে থেকে ঘোড়ার কাছে এসে লোকটা স্যাডলে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করলো। লালচে চোখে ঘৃণা ভরা দৃষ্টি নিয়ে ক্লিফের দিকে তাকালো আগন্তুক। 'গ্রে বাট-এ ফিরে যাচ্ছো তুমি,' বললো ক্লিফ। 'এগোও।'

নড়লো না আগন্তুক, চাপা কণ্ঠে বললো, 'এর জন্যে তোমাকে

পস্তাতে হবে! ওখানে পৌঁছুনোর আগেই তোমাকে খুন করবো আমি!'

'এসব কথা শুনতে শুনতে কান পচে গেল! কি নাম?'

'রেগান। ল্যুক রেগান।'

'আচ্ছা। এবার এগোও। রাস্তা তো চেনাই আছে।'

'আমার রাইফেল?'

'বিচারে যদি খালাস পাও, ফিরে এসে নিতে পারবে।'

'কিসের বিচার! বিচারের পরোয়া আমি করি না! আর এমন একটা অভিযোগ মাথায় নিয়ে কাঠগড়ায় দাঁড়াবো? অসম্ভব!'

কঠিন দৃষ্টিতে ল্যুক রেগানের দিকে তাকালো ক্লিফ ক্যারেল। 'তা তো ঠিকই। কাল রাতে কাকে রেপ করে এসেছো, জানো?'

'আমি কোনো মেয়ের গায়ে হাত দিইনি।'

ধমকে উঠলো ক্লিফ ক্যারেল। 'মিথ্যুক! এই মুহূর্তে স্যাডলের ওপর তোমার লাশ পড়ে থাকার কথা! আগামী হপ্তায় ওই মেয়ে-টার সাথে আমার বিয়ের কথা ঠিক হয়ে আছে!'

রক্ত ধুলো আর দাড়িতে ঢাকা থাকলেও রেগানের চেহারা রক্তশূন্য হয়ে গেছে বুঝতে বেগ পেতে হলো না। বিস্ফারিত হয়ে গেল তার চোখ, ভয়ের ছাপ পড়লো। 'ডাঁহা মিথ্যে কথা!' বললো সে। 'কাল কোনো মেয়েকে ছুঁয়েও দেখিনি আমি! খোদার কসম, সত্যি বলছি, কোনো মেয়ের গায়ে হাত দিইনি!'

জবাব দেয়ার প্রবৃত্তি হলো না ক্যারেলের। নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইলো রেগানের দিকে। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলো রেগান, তারপর কম্পিত ভয়মিশ্রিত কণ্ঠে বললো, 'আসলে তুমি

আমার বিচার চাওনা! আমি জানি, সুযোগ পেলেই আমাকে খুন করবে তুমি!'

'সুতরাং সুযোগটা যাতে না পাই সেদিকে খেয়াল রেখো। আবার পালানোর চেষ্টা কোরো না। অনেক কষ্টে সামলে রেখেছি নিজেকে, অনন্তকাল এভাবে চলবে না। তোমাকে খুন করার জন্যে আমার হাত নিশ পিশ করছে, খোদার ওয়াস্তে কথাটা মনে রাখার চেষ্টা করো।'

ক্লিফের অগ্নিদৃষ্টির সামনে মাথা নুয়ে এলো রেগানের। ঘোড়া ঘুরিয়ে ফিরতি পথ ধরলো সে।

পেছনে রইলো ক্লিফ। রেগানকে ধরে বিন্দুমাত্র গর্ব অনুভব করছে না ও, নিজের ওপর বিরক্তি বোধ করছে। রেগানকে জীবিত ফিরিয়ে নিয়ে সোনি'র কতখানি ক্ষতি করতে যাচ্ছে, ওর চেয়ে বেশি কেউ জানে না।

জোর করে রেগানকে আদালতে দাঁড় করাতে চায় ও। এর ফলে সবার সামনে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে সোনিকে, বিচার যত সংক্ষিপ্ত হোক, ঘটনাটার কথা সহজে ভুলবে না কেউ।

পিস্তলের আঘাত ছাড়াও রেগানের মুখে আরো কিছু ক্ষতচিহ্ন রয়েছে। আত্মরক্ষার তাগিদে হয়তো ওকে আহত করার চেষ্টা করছে সোনি, ঝোপ ঝাড়ে খোঁচা লেগেও কেটে গিয়ে থাকতে পারে। রেগানের চওড়া কাঁধের দিকে ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে তাকালো ফ্যারেল।

গ্রে বাট-এর জেলখানায় আটক হেলম্যানের কথা মনে পড়লো। দুজনের মধ্যে রেগানই অপেক্ষাকৃত নীচ প্রকৃতির। ত্বরিত সিদ্ধান্ত

নেয়ার প্রয়োজন হলে রেগানকেই দোষী হিশেবে বেছে নেবে ও নির্দ্বিধায়। কিন্তু ও জানে, এভাবে কাউকে বিচার করা অযৌক্তিক, নিরীহ গোবেচারা চেহারার লোককেও অনেক সময় ভয়ঙ্কর অপরাধী হতে দেখা যায়।

হঠাৎ এসব চিন্তা ঝেড়ে ফেললো ফ্যারেল। কে অপরাধী স্থির করার দায়িত্ব ওর নয়, আদালতের; আদালতই নির্ধারণ করবে দোষী কে, রেগান না হেলম্যান?

আস্তে আস্তে মরু-প্রান্তর পেরিয়ে এলো ওরা। খাড়া ট্রেইল বেয়ে উঠে এলো রাফের চূড়ায়। আরো এগিয়ে পাইন আর সিডারের নিবিড় অরণ্যে ঢুকলো। পর্বতমালা পার হয়ে ঢাল বেয়ে নামলো সমতল তৃণভূমিতে।

একটা ঝর্না দেখে সেদিকে এগিয়ে গেল ওরা। ঘোড়াদুটোকে পানি খাওয়ালো, দুজনের ক্যানটিন ভরে নিলো। তারপর রেগানকে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামিয়ে দু'হাত বেঁধে দড়ির শেষ মাথা ওর গেলডিংয়ের স্যাডলহর্নের সঙ্গে পেঁচিয়ে দিলো। এবার ঝর্নার ধারে বসে পড়লো ও, আহত পায়ের প্যান্টের পায়া গুটিয়ে নিলো।

গত কয়েক ঘন্টায় অসাড় হয়ে গেছে পা-টা। এতক্ষণ যত দূর সম্ভব আলতোভাবে [illegible]রে পা রেখেছিলো ও। ভারসাম্য রক্ষার জন্যে আহত পা [illegible]বহার করতে গেলেই নরক যন্ত্রণায় ভুগতে হয়েছে।

দাঁতে দাঁত চেপে ঝর্নার পানিতে ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে নিলো ফ্যারেল। যন্ত্রণায় ফ্যাকাশে হয়ে গেল চেহারা। শার্টের কোনা

ছিঁড়ে টাইট করে ব্যানডেজ বাঁধলো—প্রায় পোয়া ইনচি গভীর, আধ ইনচি চওড়া আর প্রায় ছ' থেকে আট ইনচি দীর্ঘ ক্ষতস্থানে। ঘেমে নেয়ে উঠলো ও। ক্ষতটা অবশ্য মারাত্মক নয়, ওর পঙ্গু হয়ে পড়ার ভয় নেই।

ব্যানডেজ বাঁধা শেষ করে উঠে দাঁড়ালো ক্লিফ। খুঁড়িয়ে রেগানের কাছে গেল, ঘোড়ায় চাপতে সাহায্য করলো ওকে। নিজেও স্যাডলে উঠে বসলো। এগোতে শুরু করলো রেগান, ওকে অনুসরণ করলো ক্লিফ, ঢিল দিয়ে ধরে রাখলো দড়িটা।

বেশ কয়েক ঘণ্টা কেটে গেল। বহু মাইল পথ পেছনে ফেলে এলো ওরা। সূর্য ডুবলো। খোলা প্রান্তরের ওপর দিয়ে ছুটে আসছে ঠাণ্ডা হাওয়া। যাত্রা বিরতি করলো ক্লিফ ফ্যারেল। আগুন জেলে অবশিষ্ট বেকনটুকু ভেঁজে নিলো; গোটাকতক রুটি বানালো। রেগানের হাতের বাঁধন খুলে খেতে দিলো তাকে।

খাওয়া শেষ হলে রেগানকে সিগারেট খাওয়ার জন্যে খানিকটা সময় দিলো ও। তারপর আবার বেঁধে ফেললো ওকে, ওর তীব্র আপত্তি উপেক্ষা করে পা দু'টোও বাঁধলো। ঘাসের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো ক্লিফ, আকাশের মিটিমিটি তারার দিকে তাকালো।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লো ও। ঘুমোলেও সবগুলো ইন্দ্রিয় সজাগ, সামান্য শব্দে ঘুম টুটে যাচ্ছে, তাকাচ্ছে রেগানের দিকে। কিন্তু গভীর ঘুমে অচেতন বন্দী, একটুও নড়াচড়া নেই।

সকালে ঘুম থেকে উঠলো ফ্যারেল। আগুন জেলে কফি তৈরি করলো। অবশিষ্ট শুকনো ফলের অর্ধেক রেগানকে দিয়ে বাকি

অর্ধেক নিজে খেলো। তিন কাপ কফি খেলো ও, রেগান দু'কাপ।

আগের মতো হাত বাঁধা অবস্থায় ঘোড়ায় চাপলো রেগান, দড়ির প্রান্ত ক্লিফের হাতে রইলো। রওনা হলো ওরা। গ্রে বাটে পৌঁছুতে অনেক বাকি। কেমন আছে সোনি?—ভাবলো ফ্যারেল।

গত দু'দিনে মুখের ক্ষত হয়তো শুকিয়ে এসেছে, ব্যথাও কমেছে হয়তো, কিন্তু ওর মনের অবস্থা?

ক্রোধের সঙ্গে রেগানের দিকে তাকালো ফ্যারেল।

আজই গ্রে বাট-এ পৌঁছুবে ওরা। ঘোড়া দুটো সুস্থ থাকলে দুপুর নাগাদ গ্রে বাট এর দেখা পাওয়া যাবে।

শহরে ফেরার কথা মনে হতেই ম্লান হয়ে গেল ফ্যারেলের চেহারা। বীরের সম্বর্ধনা ওর জন্যে অপেক্ষা করছে না। স্টোন ছাড়া গ্রে বাট-এর অন্য কেউ ওর কাজের যৌক্তিকতা স্বীকার করবে না।

পায়ের ক্ষত সাক্ষ্য দিচ্ছে রেগানকে হত্যা করার সুযোগ এবং অধিকার ছিলো ওর। হত্যা করাটাই ন্যায়সঙ্গত ছিলো। কিন্তু তা না করায় সোনিও ওর ভালোবাসা সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়বে, কাঠগড়ায় দাঁড়ানোর পরিস্থিতি সৃষ্টি করায় হয়তো ঘৃণা করবে।

দুপুর দুটোর দিকে গ্রে বাট-এর চূড়া নজরে এলো ক্লিফের। সেতু পেরিয়ে বাট স্ট্রীটের মাথায় পৌঁছুতে পোয়া চারটে বেজে গেল।

ঘাড় ফিরিয়ে ক্লিফের দিকে তাকালো ল্যুক রেগান। দুচোখে কেমন যেন দিশেহারা ভাব। এতোক্ষণ যে উদ্ধত ভাব ছিলো, আত্মবিশ্বাস ছিলো, হঠাৎ করে সব উধাও হয়ে গেছে, তীব্র আতঙ্ক ভর করেছে তার মনে।

'লিনচ মবের হাতে ছেড়ে দিতে নিশ্চয়ই এতো দূর আনোনি আমায়?' জিজ্ঞেস করলো সে।

রাস্তার দিকে চোখ ফেরালো ফ্যারেল। বার্ট স্ট্রীটের প্রতিটি লোক দাঁড়িয়ে পড়েছে, পাথর হয়ে গেছে যেন জাদুমন্ত্র বলে, নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে এদিকে।

হঠাৎ একদল লোক দৌড়ে গেল জেলভবনের দিকে, ভিড় করে দাঁড়ালো।

'একসঙ্গে দ্রুত এগিয়ে যাবো আমরা,' রেগানকে বললো ফ্যারেল, 'জেলের সামনে পৌঁছেই স্যাডল থেকে নেমে দরজার দিকে খিঁচে দৌড় লাগাবে। কোনো বদমতলব থাকলে ভুলে যাও, নইলে, কসম খোদার, জনতার হাতে ছেড়ে দেবো তোমাকে। বোঝা গেছে?'

'কিসের মতলব! বিশ্বাস করো, জেলে ঢুকতে আর কখনো এত উতলা হইনি আমি!'

'তাহলে ছোটো!'

নিষ্ঠুরভাবে ক্লান্ত ঘোড়ার পেটে স্পার দাবালো ক্লিফ আর ল্যুক রেগান। ধুলি-ধূসর রাজপথে ঝড় তুলে ছুটলো ঘোড়া দুটো, ধুলোর মেঘ উড়লো পেছনে।

ফুটপাথে দাঁড়ানো জনতা তাকিয়ে আছে ওদের দিকে, কঠিন

চেহারা। জেলের সামনে লোকের ভিড় বাড়ছে, আরো অনেকে ছুটে যাচ্ছে ওদিকে।

বাবার মতো আস্তে ধীরে এগোলেই হয়তো ভালো হতো, ভাবলো ফ্যারেল, কঠিন চোখে জনতার দিকে তাকিয়ে হঠকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখা যেতো ওদের।

কিন্তু ওকে দিয়ে তা সম্ভব নয়। ওর বয়স কম, বাবার আত্ম-বিশ্বাস আর অভিজ্ঞতা দুটোরই অভাব রয়েছে।

এগোতে শুরু করলো জনতা। মিছিলের ওপাশে পড়েছে জেলভবন।

চেঁচিয়ে উঠলো ফ্যারেল, 'পিছিয়ে এসো!'

ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকালো ল্যুক। ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেছে চেহারা, ঠোঁটজোড়া ফাঁক হয়ে আছে, লালা ঝরছে।

রেগানকে জ্যান্ত ফিরিয়ে এনে এই প্রথম কিঞ্চিৎ তৃপ্তি বোধ করলো ফ্যারেল। সোনির মতো আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পড়েছে লোকটা। মরুভূমিতে হত্যা করলে আসলে দয়া দেখানো হতো একে। নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করছে সে; আদালতে দাঁড়ানোর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত প্রতিটিক্ষণ, প্রতিটি ঘণ্টা, এই রকম অসহনীয় যন্ত্রণা কুঁরে কুঁরে খাবে ওকে। দোষী সাব্যস্ত হবার পরও রেহাই পাবে না, মৃত্যুই তার রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায়।

পিছিয়ে ফ্যারেলের কাছে চলে এলো রেগান। চেঁচিয়ে কি যেন বললো, বুঝতে পারলো না ক্লিফ।

রেগানের হাতে বাঁধা দড়ির প্রান্ত শক্ত করে ধরে রেখেছে ও। ক্লান্ত হলেও দ্রুত ছুটছে ঘোড়া দুটো। ঢাল বেয়ে উঠছে যদিও, গতি কমছে না।

জঙ্গী জনতা আরো কাছে এসে গেছে। সবার চেহারা আলাদা করে সনাক্ত করতে পারছে ফ্যারেল, পরিষ্কার বুঝতে পারছে ওদের মনোভাব।

ও যাবার পর থেকেই লিনচিংয়ের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে শহরবাসীরা। স্টোনের জন্যে হেলম্যানকে স্পর্শ করতে পারেনি, তাই রেগানকে ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে খেপে উঠেছে। ওদের আক্রোশের বেদীতে বলি চড়াবে ওকে।

আর একশো গজ···সত্তর···পঞ্চাশ···জেলভবন আর ক্রিফের মাঝে দুর্ভেদ্য এক দেয়াল তৈরি করেছে ক্ষিপ্ত জনতা।

বাঁয়ে, খানিকটা পেছনে রেগানের ঘোড়ার উপস্থিতি অনুভব করছে ক্রিফ। চিৎকার করে ঘোড়ার পেটে স্পার দাবালো ও।

আর বিশ গজ!

দশ গজ!

জনতার দিকে তেড়ে গেল ফ্যারেল। ওকে ঠেকানো যাবে না বুঝতে পেরে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো ওরা। আবার স্পারের খোঁচা লাগালো ক্রিফ গেলডিংয়ের পেটে।

ঘোড়ার কাঁধের সঙ্গে শক্ত কিছুর ধাক্কা লাগলো, ব্যথায় আর্ত-রব করে উঠলো কে যেন। দু'তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে দড়াম করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো একজন।

লাফিয়ে ঘোড়ার লাগাম ধরার চেষ্টা করলো কয়েকজন লোক।

দড়ির প্রান্ত দিয়ে সজোরে আঘাত হানলো ক্রিফ। পিস্তল ছুঁড়লো কেউ একজন। বিশ্রী শব্দ তুলে মাথার ওপর দিয়ে ছুটে গেল বুলেট।

পরক্ষণে জনতাকে পেছনে ফেলে এলো ওরা। ঘুরে দাঁড়ালো মিছিলের সবাই।

রাস্তার দিকে ঘুরলো ফ্যারেল। রেগানের হাতে বাঁধা দড়ির প্রান্ত হাতছাড়া করেনি। একসঙ্গে সামনে বাড়লো দুটো ঘোড়া।

রেগানের ঘোড়ার সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁচাতে এক পাশে সরে গেল ফ্যারেল। লুকের চোখমুখ হঠাৎ এক অজানা প্রত্যাশায় উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। ঘোড়ার পেটে সজোরে স্পারের আঘাত করলো সে।

লাফিয়ে তেড়ে গেল ওর ঘোড়াটা। স্যাৎ করে ঘোড়া ঘোরালো ক্রিফ, শরীরের সঙ্গে পেঁচিয়ে ফেললো হাতের রশি। মনে মনে প্রস্তুত হলো একটা হ্যাঁচকা টানের জন্যে। বেহালার তারের মতো টান টান হয়ে গেল দড়ি, স্যাডল থেকে পিছলে পড়লো ক্রিফ, হিঁচড়ে কয়েক ফুট টেনে নিয়ে গেল ওকে রেগান, তারপর ঢিল পড়লো রশিতে।

আচমকা শূন্যে উঠে গেল লুক রেগান। হাত পা ছড়িয়ে বাতাসে ভেসে রইলো এক মুহূর্ত, কান্নার মতো শব্দ বেরুলো গলা চিরে, সশব্দে মাটিতে পড়লো তার ভারি শরীর।

ঘাড় ফিরিয়ে জনতার দিকে তাকালো ফ্যারেল। এগিয়ে আসছে আবার। চারদিকে ধুলো উড়ছে। হঠাৎ ক্রিফের মুখে হাসি দেখা দিলো।

জেলখানার দরজা খুলে গেছে। দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে শেরিফ স্টোন, হাতে একটা ডাবল ব্যারেল শটগান।

অচেতন রেগানকে কোলে তুলে নিলো ক্যারেল, ঢুকে পড়লো জেলভবনে। ওকে কাভার দিলো স্টোন। ক্লিফ ঢুকলে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে হুড়কোটা যথাস্থানে বসিয়ে দিলো। হঠাৎ রাজ্যের ক্লান্তি ভর করলো ক্লিফের দেহে, ধপাস করে শেরিফের চেয়ারে বসে পড়লো, শূন্য দৃষ্টিতে তাকালো দরজার দিকে।

ছয়

অনেকক্ষণ একই ভঙ্গিতে বসে রইলো ক্যারেল। বাইরে চিৎকার করছে জনতা, পাথর ছুঁড়ছে দরজার ওপর, ভোঁতা শব্দ হচ্ছে। লক্ষ্য অর্জিত না হওয়ায় ক্রমেই খেপে উঠছে।

টেনে হিঁচড়ে রেগানকে একটা সেলে ঢোকালো শেরিফ। দরজায় তালা লাগানোর আওয়াজ শুনলো ক্যারেল। একটু পরে অফিস কামরায় ফিরলো স্টোন। 'ডাক্তারকে খবর দেয়া দরকার,' বললো সে. 'যেভাবে আছাড় খেয়েছে হাড়গোড় ভেঙেছে কিনা কে জানে!'

ক্যারেলের রক্তাক্ত পায়ের দিকে তাকালো শেরিফ। 'কি হয়েছে শোনাও তো!'

'একরকম অনায়াসেই ওর ট্রেইল খুঁজে পেয়েছি,' বললো ক্লিফ। 'কিন্তু আমার চেয়ে অনেক দূর এগিয়ে ছিলো সে। তাই শর্টকাট রাস্তায় ব্যাটাকে অতিক্রম করে গেলাম। এখান থেকে প্রায় আশি মাইল দূরে, দক্ষিণে ব্লাফটার কাছে গিয়ে অপেক্ষা

করতে লাগলাম, যতক্ষণ ছিলাম, মরুভূমির ওপর থেকে একবারও চোখ ফেরাইনি। অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর ব্যাটার দেখা পাওয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে ধাওয়া করলাম।'

নিষ্পলক চোখে ক্লিফের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলো জেস স্টোন। 'এমনভাবে বলছো যেন মামুলী ব্যাপার! পায়ে কি হয়েছে?'

'গুলি করেছে হারামজাদা।' স্টোনের মুখের ভাব বদলে যাচ্ছে দেখে আত্মপক্ষ সমর্থনের ভঙ্গিতে ক্লিফ আবার বললো, 'হ্যাঁ, ইচ্ছে করলে ওকে মেরে ফেলতে পারতাম, সবাই খুশি হতো, কিন্তু করিনি। প্রথম কথা ও-ই অপরাধী কি না জানি না; তাছাড়া যদি দোষী হয়েও থাকে, মেরে ফেললে তাকে দয়া দেখানো হতো, সেজন্যেই ফিরিয়ে এনেছি।'

মাথা দোলালো জেস স্টোন, সম্মতিসূচক না নেতিবাচক বোঝা গেল না। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে ক্যারেল জানতে চাইলো, 'সোনির কোনো খবর? কেমন আছে ও?'

'জানি না। তুমি যাবার পর কারো সঙ্গে দেখা করেনি ও। এক মুহূর্তের জন্যেও বাড়ির বাইরে আসেনি। সেজন্যে ওকে দোষও দেয়া যায় না।'

'ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হয়নি?'

'হ্যাঁ। ডাক্তার বলেছে, যেমন থাকার কথা তেমনই আছে সোনি। এর মানে আমি বুঝিনি।'

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো ক্যারেল। উত্তেজনাকর কয়েকটা দিন কাটানোর পর অবসাদে ভেঙ্গে পড়তে

চাইছে শরীর। একটানা সপ্তাহ খানেক ঘুমোতে পারলে হতো। দরজার সামনে এসে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো ও, মাথা হেলিয়ে বললো, 'চেঁচামেচি, হৈচৈ ছাড়া আর কিছু করবে না তো ওরা?'

কাঁধ ঝাঁকালো স্টোন। 'কি জানি, জনতার কথা কিছু বলা যায়?'

'আসামী দুজন হওয়ায় ভালোই হয়েছে, কি বলো?'

'মনে হয় না। একটু আগে যাকে নিয়ে ফিরলে, দেখে হাড় বজ্জাত বলে মনে হচ্ছে, ওর কাছে হেলম্যান ফেরেশতা।'

জনতার বক্তব্য শোনার চেষ্টা করলো ক্লিফ ক্যারেল।

'খামোকা ওদের দোষ দিয়ে লাভ নেই,' বললো স্টোন। 'সোনি চমৎকার মেয়ে, সবাই ওকে ভালোবাসে, সেজন্যেই তোমার ওপর খেপে গেছে। ব্যাটাকে মেরে স্যাডলে লাশ ফেলে নিয়ে এলেই ভালো করতে, তোমার বাবা হলেও তাই করতো; কিন্তু তুমি যেটা করেছো, সোনি নিজেই মেনে নেবে কিনা সন্দেহ।'

অগ্নিদৃষ্টিতে স্টোনের দিকে তাকালো ক্যারেল। 'তুমি? তুমিও চেয়েছিলে লাশ নিয়ে ফিরে আসি? কিন্তু আমি যাবার সময় তোমার সুর অন্যরকম ছিলো।'

কয়েক মুহূর্ত পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলো ওরা। দ্বিধা ফুটে উঠলো স্টোনের চোখে। দৃষ্টি সরিয়ে অন্য দিকে তাকালো সে। 'জানি না, সত্যিই জানি না,' বললো, 'কিন্তু আমার মন বলছে, সেটা করলেই বোধ হয় সবদিক রক্ষা পেতো।'

'কিন্তু লোকটা নির্দোষও হতে পারে?'

'ক্ষেপারে বাধা দেয়নি লুক? এটা মারাত্মক অপরাধ নয়?'

দায়িত্ব এড়াতে চাইছে স্টোন, ভাবলো ফ্যারেল। 'এখানে থাকতে চাইলে আমাকে আমার দায়িত্ব পালন করতে হবে,' শীতল কণ্ঠে বললো ও, 'বিবেকের কাছে পরিষ্কার থাকতে না পারলে তা কিভাবে সম্ভব? আমি স্রষ্টা নই, অন্তর্যামী হয়ে সবাই-কে বিচার করার ক্ষমতা নেই আমার। আর বাবার মতো সারা জীবন জ্বলেপুড়ে শেষ হতে চাই না আমি।'

'জানতাম একথা বলবে।'

'অন্যায় কিছু বলেছি?'

'না। থাক, এবার যাও, ডাক্তারকে খবর দাও, না আমিই যাবো?'

'বাইরে যেতে ভয় পাই ভেবেছো?'

কয়েক মুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়ে রইলো স্টোন, তারপর মাথা নাড়লো। 'না, তা নয়, কিন্তু তুমি আহত, ক্লান্ত, বিশ্রামের দরকার। আমিই বরং ডাক্তারের কাছে যাই।'

মাথা নাড়লো ফ্যারেল। একটানে দরজা খুলে পা বাড়ালো বাইরে। সশব্দে কবাট আটকে দিলো জেস স্টোন।

হঠাৎ একটা ঢিল এসে লাগলো ক্লিফের বুকে, সম্ভবত দরজার দিকে ছুঁড়েছিলো কেউ, লেগে গেছে। তবু প্রচণ্ড রাগে মাথায় রক্ত চড়ে গেল ওর, জনতার দিকে চোখ রাঙিয়ে তাকালো।

এক এক করে সবার চেহারা জরিপ করলো। নিজের চেহারা কেমন লাগছে ভাবলো। তিন চারদিন দাড়ি কামানো হয়নি, খসখস করছে গাল, রোদ আর অনিদ্রায় লাল হয়ে গেছে চোখ

দুটো। নিঃসন্দেহে অসভ্য বর্বরের মতো লাগছে।

ওর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই দৃষ্টি সরিয়ে নিলো সবাই। অশ্রাব্য গালিগালাজ করছে পেছনের সারির লোকজন।

রাস্তায় নেমে দ্রুত হাঁটতে শুরু করলো ক্লিফ ফ্যারেল। কনুই-য়ের ধাক্কায় পথ করে নিলো, কারো প্রতিবাদ গ্রাহ্য করলো না, আহত পায়ে যদ্দূর সম্ভব স্বাভাবিকভাবে পা ফেলার চেষ্টা করছে ও।

পেছন থেকে চিৎকার করে উঠলো কে যেন। 'সোনি তোমার ওপর কি যে খুশি হবে, বলার নয়!'

আরেকজন বললো, 'হারামজাদাকে কি করবে, ছেড়ে দেবে?'

জবাব দেয়ার প্রবৃত্তি হলো না ফ্যারেলের। মাঝ রাস্তায় জন-তার মাঝে এভাবে সোনির নাম উচ্চারিত হচ্ছে বলে খারাপ লাগছে। সোনিয়ার লাঞ্ছনার কথা কারো অজানা নেই। এরপর কেমন করে এখানে সংসার করবে ওরা?

ভিড় ছেড়ে দূরে এসে পড়েছে ফ্যারেল, কিন্তু চিৎকারের শব্দ কানে আসছে এখনো। হাঁটার গতি বাড়ালো ও, ডাক্তার বাড়ির সামনে মুহূর্তের জন্যে থামলো; তারপর সোনিয়াদের বাড়ির দিকে এগোলো। ডাক্তারের কাছে পরে গেলেও চলবে।

মাঝপথে নিকোলাসের সঙ্গে দেখা হলো, একজোড়া ঘোড়া নিয়ে আসছে। বিড়বিড় করে কি বলে কঠিন দৃষ্টিতে ক্লিফের দিকে তাকালো সে। কিছু বললো না ক্লিফ। যথেষ্ট বাজে কথা শোনা গেছে আজ, আর দরকার নেই। নিকোলাসের ক্ষুব্ধ হওয়ার কারণ বোঝে, কিন্তু কি করার আছে? ফেরারীর মতোই

ঝড়ের বেগে ছুটতে হয় অফিসারকে, নইলে আসামীকে ধরা যাবে কিভাবে ?

মাথার ওপর অকৃপণ হাতে আগুন ঢালছে সূর্য, স্থির হয়ে আছে বাতাস। জেলভবনের সামনের কোলাহলের শব্দ ক্ষীণ হয়ে এসেছে। শহরের সীমানায় গ্রে বাট পাহাড়ের বিশাল কাঠামো, কিছুক্ষণ পর ওটার আড়ালে চলে যাবে সূর্যটা, দীর্ঘ ছায়ায় ঢাকা পড়বে শহর, স্বস্তি ফিরে আসবে।

সোনিয়াদের বাড়িতে পৌঁছুলো ফ্যারেল, গেট খুলে এগিয়ে গেল। দরজায় দাঁড়িয়ে বেল টিপে অপেক্ষা করলো। কয়েক মুহূর্ত পর দরজা খুলে মুখোমুখি হলো সোনিয়ার মা। সমবেদনার দৃষ্টিতে ক্লিফের দিকে তাকালো। ওর ময়লা পোশাক আর রক্তাক্ত পা লক্ষ্য করলো। 'এসো, ক্লিফ,' বললো অবশেষে। 'খোদাকে ধন্যবাদ তোমার কোনো বিপদ হয়নি। আর খুশি হয়েছি ওই পিশাচটাকে···এভাবে বলা ঠিক নয়···তবু বলছি··· খুব খুশি হয়েছি!'

ভেতরে ঢুকে পারলারের দরজায় বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলো ক্লিফ। সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে চড়া গলায় সোনিকে ডাকলো মহিলা। একটু পর সিঁড়িতে পদশব্দ শোনা গেল।

এ-বাড়িতে এলে কেন যেন অস্বস্তি বোধ করে ফ্যারেল, সব-গুলো কামরা এত সুবিন্যস্ত আর পরিষ্কার, অন্য কোনো জগতে এসে পড়েছে বলে মনে হয়। সোনি যদি ওদের ঘরও এভাবে গুছিয়ে রাখে, মুশকিল হবে, ভাবলো ক্লিফ। এ-রকম পরিষ্কার চেয়ার-টেবিলে বসতেই ভয় লাগে, ময়লা হয়ে যায় যদি!

একটা অজুহাত দেখিয়ে রান্না ঘরে চলে গেল সোনিয়ার মা। কামরায় এলো সোনি, মায়ের মতোই সহানুভূতির চোখে ওকে দেখলো। সোনিয়ার চোখে মুখে অবসাদের ছাপ। নিষ্প্রাণ কণ্ঠে জানতে চাইলো মেয়েটা। 'পেয়েছো?'

মাথা দোলালো ফ্যারেল।

সামনে ঝুঁকে এলো সোনি। 'মরেছে?'

মুহূর্তের জন্যে নির্বাক পাথরে পরিণত হলো ক্লিফ। অপরাধী মনে হলো নিজেকে, মারাত্মক পাপ করে হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছে যেন। মাথা নাড়লো ও। 'না। জেলে আটকে রেখেছি।'

পরিপূর্ণ অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালো সোনিয়া। 'আমি···আমি বলেছিলাম···'

শান্ত কণ্ঠে ফ্যারেল বললো, 'ও-ই অপরাধী কিভাবে বুঝবে', বলো? সেদিন দুজন অচেনা লোক ছিলো এখানে।' সোনিয়ার দিকে তাকিয়ে আ:ছ ক্লিফ, হঠাৎ মনে হলো, হাজার যোজন দূরে সরে গেছে যেন মেয়েটা। ওর মুখের ক্ষত এখন ভালোর দিকে, ফোলা কমেছে, কিন্তু গালের কালো দাগ এখনো আছে, দৃষ্টির স্বচ্ছতা ফেরেনি। 'কেমন আছো সোনি?' জিজ্ঞেস করলো ক্লিফ।

ওর কথা সোনিয়া শুনেছে কিনা বুঝলো না। বিড়বিড় করে কথা বলে উঠলো মেয়েটা। 'তাহলে···আমাকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে!'

'হ্যাঁ।'

'যদি না শহর বাসীরা···' প্রাণহীন দৃষ্টিতে ফ্যারেলের দিকে

তাকালো সোনিয়া। 'তুমি যাবার পর থেকেই বলাবলি করছে সবাই, শুনেছো তো।'

'লিনচিংয়ের কথা বলছো? হ্যাঁ, শুনেছি। নিকোলাসের আস্তাবলে যে লোকটাকে ধরলাম তাকেও তো ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেছিলো ওরা; এখন আবার একে চাইছে। কে দোষী জানতে না পারলে হয়তো দুজনকেই ফাঁসিতে ঝোলাবে। ঝামেলা চুকে যাবে—' নিজের কণ্ঠস্বরের তিক্ততা বুঝতে পেরে থেমে গেল ফ্যারেল।

প্রাণপণে সংযত রাখলো নিজেকে, মনটা শান্ত রাখতে কষ্ট হচ্ছে, একটু বিরতি দিয়ে মৃদু কণ্ঠে আবার বললো, 'তোমাকে অপমান করেছে যে লোক উপযুক্ত শাস্তি সে পাবেই, চিন্তা কোরো না। মনটা শক্ত রাখো। দেখবে কিছুই বদলায়নি। শিগগির ভালো হয়ে উঠবে তুমি, এসব কথা ভুলে যাবে, শান্তিতে সংসার করবো আমরা।'

'সেটা বোধ হয় সম্ভব হবে না…' ভয়ার্ত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থেমে গেল সোনিয়া।

এগিয়ে গেল ক্লিফ, কাছে টানলো সোনিয়াকে। 'এভাবে বলো না। আমি তো খুনী নই, একজন খুনী তোমাকে বিয়ে করুক এটা নিশ্চয়ই চাইবে না?'

হঠাৎ কাঁপতে শুরু করলো সোনিয়া। চিবুক ধরে ওর মুখ উঁচু করে ধরলো ফ্যারেল। এক বিন্দু অশ্রু নেই দুচোখে। চড়া গলায় সোনিয়া বললো, 'কাঠগড়ায় সবার সামনে এ-লজ্জার কথা বলতে হবে…ওহ্, আমি পারবো না, ক্লিফ!'

'হয়তো দরকারই হবে না।'

পেছনে কারো উপস্থিতি টের পেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো ফ্যারেল। হলরুমের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে সোনিয়ার মা।

দুচোখে আগুন জ্বলছে; কঠিন চেহারা, রাগে রক্তশূন্য হয়ে গেছে। 'ভুল শুনলাম না তো, ফ্যারেল? লোকটা এখনো মরেনি?'

মাথা নাড়লো ফ্যারেল, ছেড়ে দিলো সোনিয়াকে।

এগিয়ে এলো মিসেস ম্যাকনেয়ার্ড, একটা হাত নড়ে উঠলো, প্রচণ্ড চড় কষালো ফ্যারেলকে। কাঁপা গলায় চিৎকার করে উঠলো, 'বেরোও! এখুনি বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে। আর কখনো এখানে আসবে না! কাপুরুষ কোথাকার!'

জবাব দেয়ার জন্যে মুখ খুলেও চুপ করে গেল ফ্যারেল। সোনিয়ার দিকে তাকালো। 'সোনি, পরে দেখা হবে—'

চেঁচিয়ে উঠলো ম্যাকনেয়ার। 'আর কোনোদিন নয়, আমি বেঁচে থাকতে না!'

অস্পষ্টভাবে ওর উদ্দেশে মাথা দোলালো সোনিয়া। ক্রোধান্ধ সোনির মাকে এড়িয়ে দ্রুত দরজার দিকে এগোলো ফ্যারেল। এখন এখানে থাকলে আপত্তিকর মন্তব্য করতে বাধ্য হবে ও, তার চেয়ে চলে যাওয়া ভালো।

বাইরে এলো ফ্যারেল। ভেতর থেকে সোনির মায়ের উচ্চকণ্ঠের চিৎকার ভেসে আসছে। গেট খুলে রাস্তায় নেমে চিন্তিত চেহারায় ডাক্তার বোনারের বাড়ির দিকে এগোলো। এ-শহর অপমানের চূড়ান্ত করে ছেড়েছে ওকে।

ডাক্তার বাড়ি পৌঁছুলো ক্লিফ। বাকবোর্ডে চেপে কোথায় যাচ্ছিলো ডাক্তার, তার পাশে উঠে বসলো। 'আমাকে জেল পর্যন্ত পৌঁছে দিন, ডাক্তার,' বললো ও। 'সম্ভব হলে আসামীকে একটু দেখে যাবেন।'

'খুব খারাপ অবস্থা নাকি?'

'তা নয়। শহরবাসীরা ওকে যা করতে চায়, তার চেয়ে ঢের ভালো।'

হাসলো ডাক্তার। ঘোড়া ছোটালো জেলভবনের দিকে। আবার শোরগোল শোনা যাচ্ছে। 'কি জানো,' বললো ডাক্তার, 'যা ন্যায়সঙ্গত মানুষের তা-ই করা উচিত, নইলে সে কিসের মানুষ?'

জেলভবনের সামনে বাকবোর্ড থামিয়ে নামলো ডাক্তার বোনার। ধাক্কা মেরে গোমরয় আর অন্য একজনকে সরিয়ে এগিয়ে গেল ক্যারেল, সজোরে ধাক্কা দিলো দরজায়। স্টোন দরজা খুললে আগে ডাক্তারকে ঢোকার সুযোগ করে দিলো, তারপর নিজে ঢুকলো; দরজা আটকাতে যেতেই ফাঁক দিয়ে সবুট পা সেঁধিয়ে দিলো কে যেন। গোড়ালি দিয়ে সজোরে আঘাত হানলো ক্যারেল, সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হলো জুতোর ডগা। ক্রুর হাসি ফুটে উঠলো ক্লিফের ঠোঁটে। দড়াম করে দরজা আটকে হুড়কো বসিয়ে দিলো।

সময় অপচয় না করে ব্যাগ হাতে সেলের দিকে এগোলো ডাক্তার, স্টোনও তার সঙ্গে গেল। খানিক পর এক টুকরো কাগজ হাতে ফিরে এলো সে, ক্লিফকে দিয়ে বললো, 'এই টেলিগ্রামটা

পাঠাতে চাইছে রেগান। আমার মনে হয় অনুমতি দেয়া যায়। টেলিগ্রাফ অফিসে যেতে পারবে? ফেরার পথে সাপার সেরে এসো? রাতে আমাদের দুজনকেই এখানে থাকতে হবে।'

টেলিগ্রামটা নিয়ে পড়লো ক্যারেল। ম্যাথ্যু রেগানের নামে পশ্চিমে শ'দেড়েক মাইল দূরের একটা শহরের ঠিকানায় পাঠাতে হবে। লুক লিখেছে, 'এখানে জেলে আটকা পড়েছি, তোমাদের সাহায্য দরকার।'

কাগজটা পকেটে ঢুকিয়ে জেল থেকে বেরিয়ে এলো ক্যারেল। ভিড় ঠেলে এগোলো টেলিগ্রাফ অফিসের দিকে।

কাউনটারে কাগজটা ঠেলে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো ও। উইল অ্যাংগারম্যান বার্তা পাঠানো শেষ করলে আবার ফিরতি পথ ধরলো। রাস্তার উল্টোদিক দিয়ে জেলভবন অতিক্রম করে এলো।

হোটেলে এসে ক্লান্ত পায়ে দোতলায় নিজের কামরায় উঠে এলো। দাড়ি কামিয়ে হাত মুখ ধুয়ে পরিষ্কার জামা কাপড় পরলো। তারপর নিচে ডাইনিং রুমে এসে এক পাশে খালি টেবিল বেছে নিয়ে বসে পড়লো। ডাইনিং রুমে ওর উপস্থিতি অন্যান্য খদ্দেরের সহ্য হচ্ছে না, বুঝতে পারছে, কিন্তু তোয়াক্কা করে না। শিগগির ও আরো অসহনীয় হয়ে উঠবে সবার কাছে।

সাত

খাওয়া শেষ করে সবার সম্মিলিত দৃষ্টি উপেক্ষা করে দৃঢ় পদক্ষেপে রাস্তায় বেরিয়ে এলো ক্লিফ ফ্যারেল। জেলভবনের সামনে ভিড় পাতলা হয়ে এসেছে। সব মিলিয়ে দশ বারোজন লোক জটলা পাকাচ্ছে এখন। এরা নিঃসঙ্গ মানুষ, হোটেল, চালাঘর কিংবা কোনো স্যালুনের অতিরিক্ত কামরায় রাত কাটায়, হাতে কোনো কাজ নেই বোধহয়, জেলের সামনে রয়ে গেছে।

এতক্ষণ, সন্দেহ নেই, সবাই মিলে মদ গিলেছে। কিন্তু হৈচৈ করছে না ওরা। সবাই শান্ত। রাস্তা ধরে সামনে এগোলো ক্লিফ, জেলভবনে ফিরে এলো। নিষ্করুণ চোখে ওকে জরিপ করলো জনতা।

জেলের ভেতরে ঢুকে স্টোনের দিকে তাকালো ক্লিফ। 'শালার লোকজনের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে মহা পাপ করে ফেলেছি।'

'এ-রকম হবে জানতাম, বলেছি না?' বললো স্টোন।

'তা বলেছো।' ঘুরে কাচের ফোকর দিয়ে বাইরে চোখ

রাখলো ফ্যারেল। পাহাড়ের আড়ালে সূর্য লুকিয়ে পড়েছে, তবে এখনো আঁধার নামেনি। ঘড়ি দেখলো ও, সোয়া ছ'টা, অন্ধকার হতে এখনো প্রায় ছ'ঘন্টা দেরি।

ফিরে এসে বিছানায় বসলো ও। 'রেগানের কি অবস্থা?'

'ভালোই। হাড়গোড় ভাঙেনি।'

চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো ফ্যারেল, টুপিটা টেনে চোখ ঢাকলো। অবসাদে ভেঙে পড়তে চাইছে শরীর, কিছু ভাবতে ইচ্ছে করছে না; ঘুম দরকার ওর। কাল রাতে ঘুমুতে পারেনি; দশ বারো হাত দূরে একজন খুনীকে নিয়ে নিশ্চিতে ঘুমানো যায় না।

ঘুম নেমে এলো ক্লিফের দু'চোখে। হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে তড়াক করে উঠে বসলো ও। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, চারদিকে অন্ধকার। দরজার গায়ে গাছের গুঁড়ি দিয়ে ধাক্কা মারছে জনতা।

দ্বিধান্বিত, হতবাক চেহারায় ইতিউতি তাকালো ক্লিফ। গান-র‍্যাকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে জেস স্টোন, কিন্তু ওর হাতে অস্ত্র নেই।

বিছানা থেকে নামলো ক্লিফ, র‍্যাকের সামনে এসে একটা ডাবল ব্যারেল শটগান তুলে নিলো। ডেস্কের ড্রয়ার থেকে কার্তুজ নিয়ে তৈরি করে নিলো অস্ত্রটা দ্রুত। রাগত চেহারায় স্টোনের দিকে তাকালো। 'তোমার কি হলো? দেখছো না জেল ভাঙার চেষ্টা করছে ওরা?'

কাঁধ ঝাঁকালো স্টোন। 'দেখেছি। কিন্তু কি করবো? একটা বদমাশ রেপিস্টকে বাঁচাতে নিরীহ শহরবাসীর ওপর গুলি ছুঁড়বো?'

'নিরীহ ? বলে কি ! নিরীহ হলে এমন করে ? কে আসল রেপিস্ট ওরা জানে ? না দুজনকেই ঝোলাতে চায় ? একজন তো দোষী হবেই, তাই না ?'

রাগে জ্বলে উঠলো স্টোন। 'দেখো, আমার সাথে মেজাজ দেখিয়ো না ! এখানে আমিই শেরিফ, তুমি ডেপুটি মাত্র !'

মুখ দিয়ে বিরক্তিসূচক শব্দ করলো ক্লিফ ফ্যারেল। 'আমার বাবা একবার লোক চিনতে ভুল করেছিলো, ঠিক, কিন্তু আসামী-কে কখনো লিনচিং মব-এর হাতে তুলে দেয়নি। আমিও তা করতে দেবো না !'

'চাইলে তোমাকে বরখাস্ত করতে পারি,আমি, জানো ! কেড়ে নিতে পারি ওই ব্যাজ !'

ঝট করে জেস স্টোনের দিকে তাকালো ফ্যারেল। 'চেষ্টা করেই দেখো না !'

দরজার দিকে এগোলো ও। অপেক্ষা করলো কয়েক মুহূর্ত। গাছের গুঁড়ি আবার কবাটে আঘাত করতেই এক টানে দরজা খুলে ফেললো। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল জনতা, নড়তেও ভুলে গেল !

প্রায় ডজনখানেক হারিকেনের আলোয় ঝলমল করছে জেল-খানার সামনের রাস্তা। জনা পঞ্চাশেক লোক দেখা যাচ্ছে। কোত্থেকে একটা উপড়ানো টেলিগ্রাফের খুঁটি জোগাড় করে এনেছে, সেটা দিয়েই দশবারো জন লোক দরজা ভাঙার চেষ্টা করছিলো। এখন প্রস্তর মূর্তিতে পরিণত হয়েছে সবাই।

'কাকে ঝোলাতে চাও তোমরা ?' চেঁচিয়ে জানতে চাইলো

ফ্যারেল।

'যাকে ধরে এনেছো।'

'ও-ই দোষী কিভাবে জানলে ?'

'জানাজানির আবার কি আছে ? ওটা-ই আসল হারামজাদা, দেখলেই বোঝা যায় !'

হাসলো ক্লিফ। 'পোমরয়ের গলা না ?'

জনতার মাঝে হাসির রোল পড়লো। হাসি থামতেই তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো ক্লিফ। 'এখানে গোলমাল না করে বাড়ি ফিরে যাও। জেস হয়তো তোমাদের পথ ছেড়ে দিতো, কিন্তু আমি ছাড়বো না। সারা রাত দরজার দিকে শটগান ধরে বসে থাকবো, কেউ যদি দরজায় বাড়ি পড়ে সঙ্গে সঙ্গে ট্রিগার টিপবো, মনে রেখো এটায় বাকশট ঢোকানো। যার গায়ে লাগবে, সোজা জাহান্নামে চলে যাবে।'

হঠাৎ নীরবতা নামলো রাস্তায়। কঠিন চোখে আরো একবার জনতার দিকে তাকালো ফ্যারেল, তারপর ভেতরে ঢুকে দরজা আটকে দিলো। পা দিয়ে একটা চেয়ার টেনে ঠিক দরজার মুখে বসে পড়লো।

হঠাৎ চোখ তুলে দেখলো কাচের ফোকর দিয়ে ওকে দেখছে কে যেন, চোখাচোখি হতেই অদৃশ্য হলো মুখটা।

ক্লিফ জানে, এবার আলোচনার ঝড় উঠবে জনতার মাঝে, মদ গিলে মাতাল হবে ওরা, হুমকি দেবে ওকে। কিন্তু জেল ভাঙার আর চেষ্টা করবে না। আর জেল না ভেঙে আসামীকে ছিনিয়ে নেয়ার কোনো উপায় নেই। শটগানের একটা ট্রিগারে হাত রেখে

সতর্ক পাহারায় রইলো স্লিফ। যাবার আগে ওকে বাজিয়ে দেখবে জনতা, জানে, ওদের নিরাশ করবে না।

পাঁচ মিনিটের মতো কেটে গেল নীরবে। বিছানায় শুয়ে পড়লো স্টোন। সেলের ভেতর কথা বলছে দুই কয়েদী, কিন্তু কি বলছে বোঝা যাচ্ছে না।

অকস্মাৎ এলো হামলা। হামলা আসবে জানা থাকা সত্ত্বেও চমকে উঠলো ফ্যারেল। প্রচণ্ড বাড়ি পড়লো দরজায়। গাছের গুঁড়ি নয়, বড়সড় পাথর ছুঁড়ে দিয়েছে কেউ।

দরজার মাত্র ছ'ইনচি দূর থেকে শটগানের ট্রিগার টিপলো স্লিফ।

বন্ধ ঘরে বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দ হলো, কানে তালা লেগে গেল। শটগানের মাযলে ধোঁয়া উড়লো। ধোঁয়া কেটে যাবার পর দেখা গেল, দরজার গায়ে প্রায় দু'ইনচি প্রস্থচ্ছেদের একটা ফোকর তৈরি হয়েছে; কিন্তু বাইরে থেকে কারো আর্তনাদ শোনা গেল না।

দ্রুত শটগান লোড করে নিলো স্লিফ, হ্যামার কক করলো।

অস্ত্রটা কোলের ওপর রেখে পকেট থেকে কাগজ তামাক বের করে সিগারেট বানিয়ে ধরালো। ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো শেরিফের দিকে।

আজ রাতে আর উৎপাত করবে না কেউ। দরজার ফোকর দিয়ে ওকে গুলি করে মারতে চাইলে অবশ্য ভিন্ন কথা। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ওরা চরম সিদ্ধান্ত নেবে বলে মনে হয় না।

ধীরে ধীরে স্তিমিত হলো বাইরের কোলাহল। হারিকেনগুলো

অদৃশ্য হলো। দরজার বিকট ফোকরটার দিকে বিষণ্ণ চেহারায় তাকিয়ে বসে রইলো ফ্যারেল।

শটগানের গোলায় দরজায় ফোকর তৈরি হয়েছে, কিন্তু বিপদ কাটেনি। কেন যেন অস্বস্তি বোধ করছে ফ্যারেল, আশঙ্কায় কেঁপে উঠছে বুক; সামনে আরো গোলযোগ, রক্তপাত আর মৃত্যু অপেক্ষা করছে বলে মনে হচ্ছে।

লুক রেগানকে হত্যা না করে ভুল করলো না তো?

আট

ভোর।

নিঃশব্দে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো ক্লিফ ক্যারেল, দরজা খুলে বাইরে এলো। সকালের ঠাণ্ডা হাওয়া শান্তির পরশ বুলিয়ে দিলো গায়ে। নির্জন নিস্তব্ধ পথ-ঘাট। নিঃসঙ্গ একটা কুকুর ঘুর-ঘুর করছিলো, হঠাৎ বসে গা চুলকালো, তারপর লেজ নেড়ে এগিয়ে এলো ক্লিফের দিকে। সামনে ঝুঁকে ওটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলো ক্যারেল। লেজ নেড়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো কুকুরটা, পরমুহূর্তে এক দৌড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

গত কয়েকদিনের ঘটনাগুলো একে একে ভাবলো ক্লিফ। সোনির মানহানি, হেলম্যানের গ্রেপ্তার, রেগানের পিছু ধাওয়া করে তাকে আটক করা, আসামীকে ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে শহর-বাসীদের প্রচেষ্টা—ছবির মতো ভেসে উঠলো চোখের সামনে। কিন্তু নির্জন রাস্তা ঘাট দেখে বিশ্বাস হতে চায় না এত কিছু ঘটে গেছে। যেন একটা দুঃস্বপ্ন, একটু পরে ঘুম ভাঙবে শহরের, সব শঙ্কা কেটে যাবে।

কিন্তু আসলে তা নয়, এসবই রূঢ় বাস্তব। ভোরের শান্ত সমাহিত পরিবেশ আর মৃদুমন্দ হাওয়া বিভ্রান্ত করতে চাইছে ওকে। এই নীরবতা বিপদের পূর্বাভাসই ঘোষণা করছে।

জেলভবনে ফিরে দরজা আটকে হুড়কোটা জায়গামতো বসালো ক্লিফ। এখনো বিকট শব্দে নাক ডাকছে শেরিফ, তার দিকে চাইলো।

কাল রাতে লোকটার অস্বাভাবিক আচরণ বিস্মিত করেছে ওকে। স্টোনের স্বভাবের সঙ্গে ঠিক মানায় না, লোকটাকে কখনো ভীতু বলে মনে হয়নি ওর ; ভীতু না হওয়ারই কথা। শেরিফ মাত্রই একজন রেপিস্টকে বাঁচাতে শহরবাসীর ওপর গুলি চালানোর আগে দু'বার চিন্তা করবে, হোক না সে বিচারাধীন আসামী।

মৃদু কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো ক্যারেল। স্টোন কাপুরুষ হলে শিগগিরই জানা যাবে সেটা।

জানালার সামনে এসে বাইরে চোখ ফেরালো ও। নিজেই অন্যায় করছে কিনা কে বলবে? রেগানকে জ্যান্ত ধরে আনা হয়তো মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু বাবার অনুতপ্ত, বিধ্বস্ত চেহারা হাজারবার দেখেছে ও, তিলেতিলে দগ্ধ হতে দেখেছে তাকে, এসবের গভীর প্রভাব পড়েছে মনের ওপর, যেজন্যে রেগানকে হত্যা করতে পারেনি।

অধৈর্যের সঙ্গে মাথা নাড়লো ক্যারেল। সেলব্লক থেকে বিছানা ককিয়ে ওঠার শব্দ এলো, পরমুহূর্তে শোনা গেল রেগানের কণ্ঠ-

স্বর। 'অ্যাই, শেরিফ, গেলে কোথায়?'

সেলের দিকে পা বাড়ালো ক্লিফ। দরজা পেরোলেই করিডর, দালানের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত চলে গেছে, দুপাশে সারিবদ্ধ সেল। ডানপাশের প্রথম সেলে ল্যুক রেগানকে আটক রাখা হয়েছে; ডানে হেলম্যান, ঘুমোচ্ছে সে।

উদ্‌ভ্রান্ত চেহারায় গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে আছে ল্যুক রেগান, অনিদ্রার ছাপ চেহারায়। ক্লিফকে দেখে চেঁচিয়ে উঠলো, 'অ্যাই, ডেপুটি, খাবার দিচ্ছো কখন?'

'ছটায়,' রুক্ষ কণ্ঠে জবাব দিলো ক্যারেল, 'এখন মোটে সাড়ে চারটে। আরো ঘন্টা দেড়েক ঘুমিয়ে নিতে পারো।'

'কাগজ তামাক হবে?'

তামাকের প্যাকেট আর কাগজ বের করে দিলো ক্লিফ। সিগারেট বানিয়ে প্যাকেটটা নিজের কাছে রেখে দিলো রেগান।

'ম্যাচ?'

বিরক্তির সঙ্গে কয়েকটা দেশলাইয়ের কাঠি ল্যুকের হাতে দিলো ক্যারেল।

'টেলিগ্রামটা পাঠিয়েছো?' জানতে চাইলো রেগান।

মাথা ঝুলিয়ে সায় দিলো ক্লিফ।

'ঠিক তো?'

'নিজে দাঁড়িয়ে থেকে পাঠিয়েছি।'

রেগানের চেহারায় সূক্ষ্ম পরিবর্তন লক্ষ্য করলো ক্লিফ। 'ভাইটাইয়ের ওপর বেশি ভরসা কোরো না,' বললো ও, 'খোদ শয়তানও এখন তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না!'

সদম্ভে হাসলো রেগান, সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে ক্লিফের মুখ বরাবর ভুশ্ করে ধোঁয়া ছাড়লো।

বিদ্যুৎচমকের মতো গরাদের ফাঁক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে রেগানের শার্টের কলার ঝাপটে ধরলো ক্যারেল, পরক্ষণে হ্যাঁচকা টানে সামনে নিয়ে এলো তাকে। লোহার শিকের সাথে ঠোক্কর খেলো রেগান, নাকটা থেঁতলে গেল, গলগল করে রক্ত বেরিয়ে এলো। সজোরে তাকে পেছনে ঠেলে দিলো ক্যারেল, বেমক্কা ধাক্কায় তাল হারালো ল্যুক, এলোমেলো পায়ে পেছনের দেয়ালে গিয়ে বাড়ি খেলো, আছড়ে পড়লো মেঝেয়, কোনোমতে উঠে দাঁড়ালো আবার, দৃষ্টিতে আগুন ঝরিয়ে ক্লিফের দিকে চাইলো।

'আর কক্ষনো আমার সঙ্গে ইয়ার্কি মারবে না!' হিসহিস করে বললো ক্যারেল। 'আর, মনে রেখো, এদেশে মৃত্যুদণ্ডই রেপের একমাত্র শাস্তি, বাপ এলেও বাঁচাতে পারবে না তোমাকে!'

হাতের পিঠে নাকের রক্ত মুছলো ল্যুক রেগান, হিংস্র অথচ চাপা কণ্ঠে বলে উঠলো, 'শালা বানচোত! তোকে খুন করে তারপর এখান থেকে যাবো আমি!'

'ঠিক আছে, দেখা যাবে কে কাকে খুন করে!'

সক্রোধে দড়াম করে দরজা আটকে সেল-ব্লক থেকে অফিস-কামরায় ফিরে এলো ক্যারেল। প্রচণ্ড শব্দে ধড়মড় করে জেগে উঠলো স্টোন, নগ্ন পায়ে বিছানা থেকে মেঝেয় নেমে পড়লো, রুক্ষ কণ্ঠে জানতে চাইলো, 'কি-কি হয়েছে?'

'কিছু না। চিন্তার কিছু নেই,' জবাব দিলো ক্যারেল। একটু বিরতির পর জিজ্ঞেস করলো, 'নাশতা করতে চাও?'

'করতে পারলে ভালো হতো, ভালো খিদে পেয়েছে।'

'ঠিক আছে, নিয়ে আসছি,' বললো ক্লিফ। 'মাংস আর ডিম, চলবে ?'

'চলবে।'

মাথায় টুপি চাপিয়ে বাইরে এলো ক্যারেল। হুড়কো আটকে দিলো শেরিফ। হোটেলের দিকে পা বাড়ালো ক্লিফ। এক লোক হোটেলের বারান্দা আর সামনের ফুটপাথ ঝাড় দিচ্ছে, একে ক্লিফ চেনে না ; ভবঘুরে জাতীয় কেউ হবে, থাকা খাওয়ার বিনিময়ে কাজ করে দিচ্ছে। কোনোদিকে না তাকিয়ে সোজা ভেতরে ঢুকে পড়লো ও।

খাঁ খাঁ করছে ডাইনিং রুম, এত ভোরে কেউ আসেনি। রান্না-ঘরে থালাবাসনের ঝনঝন শব্দ হচ্ছে। সেদিকে এগোলো ক্লিফ, ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেল।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো বাবুর্চি জন ক্যাশ।

'কফি হবে ?' জানতে চাইলো ক্যারেল।

মাথা দোলালো জন। ভেতরে ঢুকলো ক্লিফ। মগ ভর্তি ধূমায়িত কফি বাড়িয়ে দিলো ক্যাশ। কফিতে চুমুক দিয়ে ক্যারেল বললো, 'আমাদের দুজনের জন্যে মাংস আর ডিম ভেঁজে দাও। পরে আসামীদের জন্যে দুই প্লেট নাশতা পাঠিয়ে দিয়ো, ঠিক আছে ?'

মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানালো ক্যাশ, চুলোর দিকে এগিয়ে গেল, নাশতা তৈরির কাজে হাত দিলো।

জন ক্যাশের দিকে তাকালো ক্যারেল। রেগানের গ্রেপ্তার প্রসঙ্গে কিছুই বলেনি লোকটা ; তার অবশ্য দরকারও নেই, ও

ঢুকতেই যেভাবে তাকিয়েছে, যথেষ্ট ; অপরিচিত কাউকে দেখেছে যেন। এর আগে যখনই দেখা হয়েছে নানারকম রসিকতা করেছে ক্যাশ, কিন্তু আজ পুরোপুরি ভিন্ন চেহারা।

শহরবাসীরা নিজেদের ক্লিফের জায়গায় কল্পনা করে বর্তমান পরিস্থিতি বিচার করতে চাইছে, একই সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা ভাবছে ওরা। সমস্যা সেখানেই, একটা কথা ভুলে যাচ্ছে সবাই, দায়িত্ব পালনের সময় কোনো অফিসারের ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা ভাবা উচিত নয়, তার নিরপেক্ষ থাকা বাঞ্ছনীয়। নিজের কাছে পরিষ্কার থাকার জন্যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শুরুতেই দোষী ধরে নিতে পারে না সে।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে সব ভাবনা দূর করে দিতে চাইলো ক্যারেল। জাহান্নামে যাক ! লোকে পছন্দ করুক না করুক, দায়িত্ব পালন করতে হবে ওকে। শহরবাসীদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার ইচ্ছে থাকলে গ্রেপ্তারে বাধা দেয়ার অজুহাতে অনেক আগেই হত্যা করতে পারতো আসামীকে।

কফি শেষ করে চুলোয় চাপানো কেতলি থেকে আবার কফি ঢেলে নিলো ক্যারেল। জনশূন্য ডাইনিং-রুমে এসে একটা টেবিলে বসলো। পকেট হাতড়ে কাগজ তামাক খুঁজলো ও, নেই ; রেগান রেখে দিয়েছে ওগুলো। উঠে লবিতে চলে এলো ক্যারেল, ডেস্কের দিকে পা বাড়ালো, কেউ নেই ওখানে। ডেস্কের উল্টোদিক থেকে তামাক আর কাগজের প্যাকেট বের করে নিলো, ডেস্কের ওপর দাম রেখে আবার ডাইনিং রুমে ফিরে এলো। চেয়ারে বসে সিগারেট বানিয়ে ঠোঁটে ঝোলালো। কিছুক্ষণ পর

দুই ট্রে নাশতা হাতে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলো জন ক্যাশ।

নাশতা নিয়ে হোটেল থেকে রাস্তায় নামলো ক্লিফ ফ্যারেল। ফিরতি পথ ধরে জেলভবনে ফিরলো। লাথি হাঁকালো জেলের দরজায়। একটু পর দরজা খুলে দিলো জেস স্টোন। ক্লিফ ভেতরে ঢুকতেই আবার দরজা বন্ধ করে দিলো সে। নিঃশব্দে খাওয়ার পাট চুকালো ওরা। আবার সিগারেট বানালো ক্লিফ, তামাক ভরে পাইপ ধরালো স্টোন।

'জাজ কেনেডির কবে আসার কথা, জানো?' জিজ্ঞেস করলো ফ্যারেল।

'দু'সপ্তাহ পর।'

ইশ্, এই মুহূর্তে জাজকে যদি পাওয়া যেতো, ভাবলো ক্লিফ, ঝটপট রেগানের বিচারের ব্যবস্থা করে ফেলতো ও। কিন্তু সেটা যখন সম্ভব নয়, জাজ দুদিন কি দুসপ্তাহ পরে আসুক, ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। জাজ আসার আগে দু'টো ব্যাপার ঘটতে পারে: শহরের উত্তেজনা স্তিমিত হয়ে আসবে; অথবা আরো অবনতি ঘটবে পরিস্থিতির। আগামী আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে কিছু একটা পরিণতি হয়ে যাবে।

'বাইরে কোনো কাজ আছে তোমার?' স্টোনকে জিজ্ঞেস করলো ফ্যারেল।

মাথা নাড়লো স্টোন। 'না, কেন বলো তো?'

'সোনিকে দেখে আসবো ভাবছিলাম।'

বিস্মিত দৃষ্টিতে ক্লিফের দিকে তাকালো স্টোন, পরমুহূর্তে দৃষ্টি সরিয়ে নিলো। 'বেশ তো, যাও।'

আবার রাস্তায় নামলো ফ্যারেল। দু'তিনজন লোককে দেখা যাচ্ছে, বিতৃষ্ণ নয়নে তাকালো তারা ওর দিকে। হনহন করে সোনিয়াদের বাড়ির দিকে এগোলো ও।

আজ মারাত্মক কিছু ঘটার আশঙ্কা নেই, তবু জেলখানার আশপাশে থাকবে স্থির করলো ফ্যারেল। শহরবাসীরা কালরাতের মতো উত্তেজিত হয়ে পড়লে একা সামলাতে পারবে না স্টোন, হার স্বীকার করে বসবে।

আজ সারাদিন জটলা বেঁধে ক্লিফকে গালমন্দ করবে ওরা। কিন্তু রাতের কথা ভিন্ন, রাতে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে যাবে ওরা··· তারপর···

সোনিয়াদের গেটের সামনে মুহূর্তের জন্যেই ইতস্তত করলো ফ্যারেল। সোনিকে আবার দেখতে চায় ও, কাছে পেতে চায়, দেখতে চায় ওর দুচোখের ভয় আর শঙ্কা মুছেছে কিনা···অথচ ভেতরে ঢুকতে সংকোচ হচ্ছে। অপমানিত হওয়ার আশঙ্কায় সোনির মা বাবার সামনে যাবার সাহস পাচ্ছে না। সোনি নিজেই দুর্ব্যবহার করবে কি না কে জানে?

অবশেষে ভেতরে ঢুকলো ও, হাঁটতে হাঁটতে দরজার সামনে দাঁড়ালো। কড়া নাড়ার জন্যে হাত তুললো, সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল দরজাটা।

সোনির মায়ের মুখোমুখি হলো ক্লিফ। বিবর্ণ, ফ্যাকাশে চেহারা মহিলার, ঠোঁটজোড়া পরস্পর চেপে রেখেছে, ঘৃণা ঝরছে দু'চোখে। প্রায় চাপা কণ্ঠে হিসহিস করে কথা বলে উঠলো সে। 'দূর হও! আর কক্ষণো এসো না এদিকে! সোনির সঙ্গে তোমার

দেখা হবে না! উফ্, তোমার চেহারা দেখতে ইচ্ছে করছে না!'

'আপনি চান না আমি ওর সঙ্গে দেখা করি?' জানতে চাইলো ক্লিফ ফ্যারেল।

'যে লোক আপনজনকে আগলে রাখতে পারে না তার সঙ্গে কিসের সম্পর্ক! তোমার মতো কাপুরুষের সঙ্গে সোনির সম্পর্ক থাকতে পারে না। চাবুক হাতে তাড়া করার আগেই দয়া করে বিদেয় হও!'

কাঁধ ঝাঁকালো ফ্যারেল। জোর করে ভেতরে ঢোকা সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে সোনিয়ার মাকে আক্রমণ করতে হবে। ঘুরে আবার গেটের দিকে এগোলো ও, রাস্তায় ওঠার আগে থেমে ঘাড় ফিরিয়ে দোতালায় সোনির ঘরের দিকে তাকালো। একটু দুলে উঠলো না পর্দাটা? না চোখের ভুল?

মায়ের মতো সোনিও কি ঘৃণা করে ওকে? অসম্ভব নয়। ও তো রেগানকে হত্যা করতে বলেছিলো, ওর মনের অবস্থা এখনো আগের মতোই আছে হয়তো, অদূর ভবিষ্যতে বদলানোর সম্ভাবনা ক্ষীণ।

হাঁটতে হাঁটতে আবার জেলে ফিরলো ফ্যারেল। হতাশায় ঝুলে পড়েছে কাঁধ, নিস্তেজ মনে হচ্ছে। বিবেকের কাছে নির্দোষ থাকার আদৌ প্রয়োজন আছে? এতই কি গুরুত্বপূর্ণ সেটা? বিচারে দোষী সাব্যস্ত হলেও বুকে হাত দিয়ে কেউ বলতে পারবে, রেগানই অপরাধী? মাথা নাড়লো ক্লিফ। গ্রে বাট-এ কোন অবস্থায়ই নিরপেক্ষ বিচার আশা করতে পারে না রেগান···কেননা

ঘটনার সঙ্গে সোনি জড়িত।

দোষী বা নির্দোষ যাই হোক, ফাঁসিতেই মরতে হবে রেগানকে, তাকে ফিরিয়ে এনে কি লাভ হলো তাহলে? মরতে ওকে হবেই, ফাঁসিতে ঝোলার চেয়ে গুলি খেয়ে মরা ভালো নয়?

হঠাৎ ঘুরে জ্যাকব ফ্যারেলের বাড়ির পথ ধরলো ফ্যারেল, মোড়ে একবার থামলো, তারপর আবার এগোলো। এখনো তত বেলা হয়নি, কিন্তু, বাবাকে জাগ্রত অবস্থায় পাওয়া যাবে, জানে ও।

নিজের ওপর বিরক্ত ক্লিফ, সমস্যায় পড়লে আগেও বাবার কাছে গেছে, কিন্তু এরকম হয়নি। বাবার পরামর্শ সব সময় কাজে লাগে, তা নয়; প্রায়শ তাকে সমস্যাটা বোঝানোই কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। তবু ও বাবার কাছে যায়, আশা থাকে, হয়তো বাবা সমস্যার গুরুত্ব বুঝতে পারবে।

কারো কাছে পরামর্শ চেয়ে কখনো সন্তুষ্ট হওয়া যায় না। পছন্দসই জবাব বড়ই দুর্লভ। মলিন হাসি ফুটে উঠলো ক্লিফের ঠোঁটে। আজ বাবার কাছে পরামর্শের জন্যে যাচ্ছে না ও, কি করবে স্থির করে ফেলেছে, বাবার অনুমোদন প্রয়োজন।

জ্যাকব ফ্যারেলের জীর্ণ কুটিরের চিমনি থেকে ক্ষীণ রেখায় ধোঁয়া উঠছে। আগাছা আর বুনো ঝোপের মাঝ দিয়ে এগোলো ক্লিফ। দরজা খোলা ছিলো। 'বাবা?' ডাকলো ও।

'এসো।'

ঘরে ঢুকলো ক্লিফ। যথারীতি অগোছালো অবস্থা রান্নাঘরের, অবাক হলো না ও। কাবার্ড থেকে কাপ বের করে চুলোয়

চাপানো কেতলি থেকে কফি ঢাললো।

টেবিলে নাশতা সারছিলো জ্যাকব ফ্যারেল, তার সামনে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লো। 'সোনিয়ার মা আজ দরজা থেকে আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে,' বললো ও।

কিছু বললো না প্রাক্তন শেরিফ।

চোখ তুলে বাবার দিকে তাকালো ক্লিফ, 'আমি কি ভুল করেছি, বাবা?' জিজ্ঞেস করলো।

খাবার প্লেট থেকে চোখ সরালো না জ্যাকব ফ্যারেল; কিন্তু ক্লিফ লক্ষ্য করলো, মৃদু কাঁপছে তার দু'হাত। 'বাবা?' আবার ডাকলো ও।

মুখ তুলে তাকালো জ্যাকব ফ্যারেল, বোঝা যাচ্ছে, মনের সঙ্গে লড়াই করছে। অবশেষে মুখ খুললো সে। 'যে যাই বলুক, আমার মতে ঠিক পথেই আছো তুমি। তবে, সাবধান, সামনে বিপদ অপেক্ষা করছে তোমার জন্যে।'

'জানি।'

'স্টোনের ওপর ভরসা করো না। বেগতিক দেখলে কেটে পড়বে সে।'

সামনে ঝুঁকে পড়লো ক্লিফ। 'মানে?'

কাঁধ ঝাঁকালো জ্যাকব ফ্যারেল। 'ওকে ভালো করে চিনি আমি। সাবধানী লোক। দেখেছো তো, প্যাসি ছাড়া কখনো কোথাও যায় না, পরিস্থিতি যাতে আয়ত্তের বাইরে না যায় সেদিকে কড়া নজর রাখে। কিন্তু এবার ওর হিশেবে ভুল হতে যাচ্ছে, যত চেষ্টাই করুক, পরিস্থিতি আরো খারাপের দিকে

যাবে, লক্ষণ ভালো নয়।'

'কত খারাপ, বাবা? ওরা জেল ভাঙার চেষ্টা করবে?'

মাথা ঝাঁকালো জ্যাকব। 'অবশ্যই।'

দীর্ঘ সময় নীরব রইলো ক্লিফ ফ্যারেল। তারপর চোখ ছোট করে বাবার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'রেগানের মতো একটা বেজন্মাকে বাঁচাতে তুমি মানুষ হত্যা করতে, বাবা?'

এবার নীরব থাকার পালা জ্যাকবের। অনেকক্ষণ পর নরম কণ্ঠে জবাব দিলো সে। 'আগে হলে হয়তো করতোম। এখনকার কথা জানি না। কি করা উচিত সেটা জানতে চাও তুমি, তাই না? কি করবে তোমাকেই স্থির করতে হবে, তবে একটা কথা মনে রেখো, আসামীকে লিনচ মবের হাতে তুলে দিলে কি নিজের পায়ে কুড়োল মারলে! এর চেয়ে মারাত্মক ভুল আর হতে পারে না। সব উত্তেজনা স্তিমিত হয়ে আসার পর, পরিণামে তোমাকেই দুষবে সবাই, নিজেদের দোষ স্বীকার করবে না।'

মাথা ঝাঁকালো ক্লিফ, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। 'তোমার কথায় সাহস পেলাম, বাবা।'

একটু যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল জ্যাকব ফ্যারেল। উজ্জ্বল হয়ে উঠলো দুচোখের দৃষ্টি। উঠে দাঁড়াতে গিয়েও বসে পড়লো, ফিসফিস করে বললো, 'দরকার হলে ডেকো।'

'আচ্ছা।' বাবা ওকে সরাসরি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, অপ্রত্যাশিত ঘটনা। তবে এই আশ্বাসের ওপর নির্ভর করে লাভ নেই। এখন প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, একটু পরেই হয়তো বেমালুম ভুলে যাবে। তবে যে কথা শুনতে বাবার কাছে আসা, শুনেছে; এবার নির্দ্বিধায়, নিঃসংকোচে এগোনো যায়।

নয়

জেলে ফিরলো ক্লিফ ক্যারেল। সময় গড়িয়ে চললো মন্থর গতিতে। দুপুর হলো। বিশ্রাম নিতে বিদায় নিয়ে গেল শেরিফ জেস স্টোন। বাইরে কড়া রোদ, জেলের ভেতর একাকী ঘামছে ক্যারেল।

ডেস্কে পা তুলে দিয়ে শেরিফের চেয়ারে বসে রয়েছে ও, ভারি হয়ে আসছে চোখের পাতা। কিভাবে যেন একটা মাছি ঢুকে পড়েছে ঘরে, খুব জ্বালাতন করছে, তন্দ্রা টুটে যাচ্ছে বার-বার।

কিছুক্ষণ পর পর চেঁচিয়ে এটা ওটা চাইছে ল্যুক রেগান। না শোনার ভান করছে ক্লিফ।

গ্রে বাট এখন শান্ত, কিন্তু ক্যারেল জানে, এই শান্তি বিপদের পূর্বাভাস মাত্র। চেয়ার ছেড়ে জানালার দিকে এগিয়ে গেল ও, বাইরে তাকালো। স্যালুন দুটোর সামনে স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি লোকের আনাগোনা, এছাড়া পথঘাট মোটামুটি

অন্যান্য দিনের মতো। তবু মনে হচ্ছে কোথাও একটা অস্বাভাবিকতা রয়েছে…জেলের সামনে দিয়ে যাবার সময় বাঁকা চোখে এদিকে চাইছে সবাই…ক্রমশ খেপে উঠছে ওরা…দিনের আলোয় অবশ্য অঘটন ঘটার আশঙ্কা নেই, রাতের অপেক্ষায় থাকবে জনতা…আঁধারে পরিচয় গোপন করা সহজ।

ঘুরে গানর‍্যাকের সামনে এসে দাঁড়ালো ক্লিফ। একটা ডাবল ব্যারেল শটগান বের করলো, কাল রাতে এটা দিয়েই দরজা ফুটো করেছে। আজও প্রয়োজন হতে পারে।

শটগান ভয় পায় না এমন লোক বিরল। স্বল্প দূরত্বে এটার ক্ষমতা ভয়ঙ্কর, সবচেয়ে বড় কথা শটগানের গুলি সাধারণত ফসকায় না।

কিন্তু আসামীর প্রাণ রক্ষা করার জন্যে ও কি পারবে শহরবাসীর ওপর গুলি চালাতে?—সময়েই এ-প্রশ্নের জবাব মিলবে। কিন্তু সঠিক সময় চিনে নিতে আবার ভুল হয়ে যাবে না তো?

গ্রে বাট-এর পেছনে পশ্চিমে ডুব দিলো সূর্য। অন্ধকারের সাথে ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা নেমে এলো শহরের বুকে। বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে ফিরে এলো স্টোন। দরজা খুলে দিলো ক্লিফ। ভেতরে ঢুকে ঠেলে কপালের ওপর থেকে টুপি পেছনে সরিয়ে শার্টের হাতায় মুখের ঘাম মুছে শেরিফ বললো, 'তুমি খেয়ে এসো গে, যাও।'

'আচ্ছা। শিগগিরই ফিরে আসবো।'

'তাড়াহুড়োর কিছু নেই। বিপদের কোনো আশঙ্কা নেই এই মুহূর্তে।'

তীক্ষ্ণ চোখে শেরিফকে জরিপ করলো ক্লিফ। স্বাভাবিক চেহারা, উত্তেজনার লেশমাত্র নেই। জেল থেকে বাইরে এসে দরজা ভিড়িয়ে দিলো ফ্যারেল। ভেতর থেকে হুড়কো লাগানোর আওয়াজ পাওয়া গেল না।

একটু ইতস্তত করলো ক্লিফ, তারপর পা বাড়ালো সামনে। চিন্তা নেই, হুড়কো লাগাতে স্টোনের ভুল হবে না।

এতোক্ষণ জেলের ভেতর গুমোট পরিবেশে থাকার পর বাইরে আসায় বেশ ভালো লাগছে। শীতল হাওয়ার ছোঁয়া লাগছে গায়ে, হাঁটতে হাঁটতে হোটেলের দিকে এগোলো ফ্যারেল।

হোটেলে পৌঁছে জন ক্যাশকে সাপারের ফরমাশ দিয়ে জানালার কাছে একটা টেবিল বেছে নিয়ে বসলো ও, তাকালো বাইরে। চারদিক থমথমে। এই মুহূর্তে ছুই স্যালুনের সামনে মহা হট্টগোল হওয়ার কথা, বেহেড মাতাল হয়ে জেলের সামনে লোকে ভিড় করলেই স্বাভাবিক দেখাতো।

অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি ছেঁকে ধরলো ক্লিফকে।

ট্রে-তে করে খাবার নিয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলো জুলি ক্যাশ। ক্লিফের ভাবনায় ছেদ পড়লো। বাঁকা চোখে ওর দিকে তাকালো জুলি, ভাবটা : 'এ-শহরে মেয়েরা বোধ হয় আর নিরাপদে থাকতে পারবে না।' খাবার রেখে চলে গেল জুলি। করুণ হাসি হাসলো ফ্যারেল। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবলে একথা বুঝতে কারো কষ্ট হবার কথা নয়, গ্রেপ্তারের পর বিচারে দোষী সাব্যস্ত আসামীকে ফাঁসি দেয়াই ন্যায়সঙ্গত, তাকে লিনচিং মবের হাতে তুলে দেয়া নয়। কিন্তু বর্তমান মুহূর্তে এই সহজ সত্যটা স্বীকার

করবে না কেউ।

জানালা দিয়ে আবার বাইরে তাকালো ফ্যারেল। ক্রমশ গাঢ় হয়ে আসছে অন্ধকার।

খাবার শেষ করে কফির কাপ তুলে নিলো ও। দ্রুত কফি শেষ করে ঝট করে উঠে দাঁড়ালো, টেবিলের ওপর একটা মুদ্রা রেখে ত্বরিৎ পদক্ষেপে হোটেল থেকে বেরিয়ে এলো। প্রয়োজনে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো বাবা···জ্যাকব ফ্যারেল শহরবাসীদের আদর্শ ; আপোসহীন নিষ্ঠুর আইনের প্রতীক।

গত কয়েক বছর ধরে হতাশার সীমাহীন সাগরে ডুবে থাকলেও, এখনো সবার মনে আছে স্পষ্ট, জেল ভাঙার বিরুদ্ধে অতীতে এই লোক প্রচণ্ড প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলো।

কেন যেন ক্লিফের মনে হচ্ছে, স্টোনের একার পক্ষে এখন আর পরিস্থিতি সামাল দেয়া সম্ভব হবে না। তাছাড়া ওর চালচলনও সুবিধের ঠেকছে না, অচিরেই হয়তো রণে ভঙ্গ দেবে সে। কিন্তু তিনজন একাট্টা হতে পারলে···বাবা সাহায্য করলে···হয়তো··· জেলখানার ওপর হামলা এলে ঠেকাতে পারবে ওরা।

হনহন করে প্রাক্তন শেরিফের বাড়ির দিকে এগোলো ক্লিফ। কি ভেবে পেছনে তাকালো কয়েকবার। কেউ নেই কোথাও। খামোকা উত্তেজিত হচ্ছে, ভাবলো ও।

বাবার বাড়ি থেকে আধ ব্লক দূরে পৌঁছুতেই আচমকা রাস্তার দুপাশ থেকে তিনজন লোক সামনে এসে দাঁড়ালো। বুকটা ধক করে উঠলো ফ্যারেলের। ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকালো। ধীর কদমে এগিয়ে আসছে আরো চারজন।

হঠাৎ বুঝতে পারলো ক্লিফ, ওর আশঙ্কা অমূলক ছিলো না। জেলের বাইরে পা রাখার পর থেকেই ওর ওপর নজর রাখা হয়েছে। এদিকে না এলে হোটেল আর জেলভবনের মাঝামাঝি কোথাও আক্রমণের মুখে পড়তে হতো।

ওর জন্যেই শহরবাসীরা এখনো ল্যুক রেগানকে ছিনিয়ে নিতে পারেনি। সুতরাং ওকে যদি অক্ষম করে দেয়া যায়, রেগানকে জেল থেকে বের করে নেয়া পানির মতো সহজ হয়ে যাবে।

ঘাড় ফিরিয়ে আবার পেছনে দেখলো ফ্যারেল। ইচ্ছে করলে দৌড়ে পালাতে পারে ও। জেল পর্যন্ত সবগুলো গলিপথ, সন্দেহ নেই, পাহারা দেয়ার ব্যবস্থা করেছে ওরা; তবু ঝেড়ে দৌড় লাগালে পৌঁছুনো কঠিন হবে না।

কিন্তু পালাবে না ও। পালালে, এখনো যা আছে, সেই কর্তৃত্ব-টুকুও হারাতে হবে।

চট করে ফুটপাথ-এ উঠে পড়লো ক্লিফ, দৃঢ় পদক্ষেপে সামনে এগোলো। ওর দেখাদেখি সামনের তিনজনও ফুটপাথ-এ উঠলো।

ঝড়ের গতিতে চিন্তা চলছে ক্লিফের মাথায়। এই মুহূর্তে বাবার সাহায্য আশা করা বৃথা, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করলেও বাবা শুনবে না। পিস্তল বের করে ফাঁকা গুলি করা যেতে পারে, সেটাকেও মাতাল কাউহ্যানডের কাণ্ড বলে উড়িয়ে দেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে পুরোপুরি।

স্টোনের কাছ থেকেও সাহায্য মিলবে না। জেলে পাহারা দিচ্ছে সে, শত কোলাহলেও বেরোবে না। তাহলে সঙ্গে সঙ্গে রেগানকে হারাতে হবে।

কোমরে পিস্তল আছে, খাপমুক্ত করে এদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করা যায়। কিন্তু গুলি ছোঁড়া ওর পক্ষে সম্ভব হবে না; এবং এরা সেটা ভালো করেই জানে। আত্মরক্ষার তাগিদ ছাড়া মানুষ খুন করতে পারবে না ও।

এখন গজ পঞ্চাশেক দূরে আছে সামনের তিনজন। পেছনের চারজনও এগিয়ে আসছে দ্রুত।

থামলো না ক্লিফ ফ্যারেল। দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চললো। এখন থামলে দুর্বলতা প্রকাশ পাবে, মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যাবে তাহলে। দ্বিগুণ উৎসাহে ছুটে আসবে ওরা। সুতরাং এমন কিছু করা যাবে না যাতে মনে হয় ও ভয় পেয়েছে।

আরো কমে এলো মাঝের দূরত্ব।

তিরিশ ফুট···

পঁচিশ ফুট···

এগিয়ে চললো ক্লিফ, স্থির দৃষ্টিতে সামনে তাকিয়ে আছে।

সামনের একজন হঠাৎ নড়ে উঠলো, পথ ছেড়ে দিচ্ছে বলে মনে হলো। কিন্তু সরলো না ওরা।

পেছনে সমবেত ছুটন্ত পায়ের শব্দ, আসছে ওরা···

'শালাকে মার!' চিৎকার করে উঠলো কে যেন, 'শুইয়ে দে! তারপর বানচোতটাকে জেল থেকে বের করে ঝোলা!'

আর পাঁচ ফুট···পাঁচশো গজ হলেই কি! প্রাচীরের মতো পথ আগলে রেখেছে সামনের তিনজন।

সোজা গিয়ে ওদের ওপর পড়লো ক্লিফ ফ্যারেল। সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে ধাক্কা মারলো একজন।

তাল হারিয়ে হুড়মুড় করে মাটিতে পড়লো ক্লিফ, পড়তে পড়তে পিস্তল বের করে আনলো হোলস্টার থেকে। ফুটপাথ-এ শায়িত অবস্থাতে আক্রমণকারীর মাথায় পিস্তল তাক করলো।

ঘাবড়ে গিয়ে ওকে ছেড়ে দিলো লোকটা। কিন্তু ওঠার সুযোগ পেলো না ক্লিফ। বৃষ্টির মতো কিল, চড় আর লাথি পড়তে শুরু করেছে। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেল। বুটের প্রচণ্ড আঘাতে মট করে পাঁজরের হাড় ভাঙার শব্দ হলো।

সবচেয়ে কাছের লোকটার পা আঁকড়ে ধরলো ক্লিফ, শরীরের সমস্ত শক্তি এক করে হ্যাঁচকা টান মারলো। কাটা কলাগাছের মতো মুখ থুবড়ে পড়লো লোকটা। প্রাণপণ চেষ্টায় এই সুযোগে হাঁটু গেড়ে বসলো ক্লিফ।

ডান হাতের কব্জিতে রিভলবারের ব্যারেলের বাড়ি লাগালো কেউ একজন। মুহূর্তে অসাড় হয়ে গেল হাতটা। খসে পড়লো হাতের পিস্তল। লাথি মেরে ওটা দূরে সরিয়ে দিলো আরেক-জন।

নিরস্ত্র ক্লিফ ফ্যারেল, অসহায়। সাতজনের বিরুদ্ধে একা। তবু হার মানবে না ও, প্রাণ গেলেও না।

আচমকা সামনে ঝাঁপ দিলো ও। সংঘর্ষ হলো প্রতিপক্ষের একজনের সঙ্গে। একসঙ্গে আছাড় খেলো ওরা। পরক্ষণে আরো একজনকে ধরাশায়ী করলো, কনুইয়ের আঘাত হানলো তার কণ্ঠ-নালীতে। হাঁ হয়ে গেল লোকটার মুখ, বাতাসের জন্যে হাঁসফাঁস শুরু করে দিলো।

একলাফে ফাঁকায় বেরিয়ে এলো ফ্যারেল, পড়তে পড়তে

কোনোমতে সামলে নিলো নিজেকে; তারপরই চরকির মতো ঘুরে মুখোমুখি হলো জনতার।

এখনো কেটে পড়া যায়। আর হয়তো বাধা দেবে না। প্রতি-পক্ষের একজন জ্ঞান হারিয়েছে; জবাই করা মুরগীর মতো তড়-পাচ্ছে আরেকজন, দুহাতে গলা চেপে ধরেছে, যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাচ্ছে প্রতিক্ষণে। খানিক দূরে সরে দাঁড়িয়েছে অন্য একজন, চেহারা বলছে চোট পেয়েছে সে।

হাঁপাচ্ছে ক্লিফ, হাপরের মতো অনবরত ওঠানামা করছে বুক। না, পালাবে না ও, শেষ দেখে ছাড়বে।

চারদিক থেকে ক্লিফের দিকে এগোতে শুরু করলো অবশিষ্ট চারজন; সতর্ক ভঙ্গি। পিছোতে লাগলো ফ্যারেল। বারবার পেছনে তাকাচ্ছে। দেখছে কোনো দেয়াল আছে কিনা···

এগোচ্ছে চারজন, পিছিয়ে আসছে ক্লিফ। ওকে দিশেহারা করে দিতে চায় ওরা। ক্ষোভ হচ্ছে ক্লিফের। এরা ওর চেনা মানুষ, এই শহরেরই লোক···অথচ শত্রুর মতো আচরণ করছে!

'শোনো!' চাপা কণ্ঠে ফুঁসে উঠলো ফ্যারেল, 'আমি বলছি সবাই ফিরে যাও! রেগানকে ঝোলাতে চাইছো, কিন্তু জানো তারপর তোমাদের অবস্থা কি হবে? দু-তিনদিন পর যখন রাগ কমে যাবে তখন বিবেককে বোঝাবে কি করে?'

দ্বিধান্বিত হয়ে পড়লো লোকগুলো। সুযোগটা হাতছাড়া করলো না ক্লিফ, ছুটে গিয়ে একটা দালানের দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো।

'তুমি একটা হারামজাদা, ফ্যারেল!' ক্রুদ্ধ কণ্ঠে চিৎকার করে

উঠলো একজন। 'সোনি আমার বউ হলে...!'

ঘৃণায় কেঁপে উঠলো ক্লিফের শরীর। বুঝতে পারছে যুক্তি-জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে এরা। এখন এদের বোঝানোর চেষ্টা করে লাভ হবে না। 'আর দেরি কেন?' পাল্টা জবাব দিলো ও, 'এসো যা করার করো!'

অদ্ভুত এক উন্মাদনা জেগেছে জনতার মাঝে...চেনা মানুষগুলো একেবারে বদলে গেছে! বিশ্বাস হতে চায় না। গলা পর্যন্ত মদ গিলে বেসামাল হয়ে গেছে, কিন্তু ওদের উন্মত্ততার কারণ মদ নয়, অন্ধ আক্রোশে জ্বলছে ওরা, খুনের নেশায় মেতেছে, তার ছাপই পড়েছে চেহারায়।

ধীর অথচ অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে আসছে চারজন। আর কয়েক ফুট। হঠাৎ ছুটে এসে ডান হাতে ক্লিফের দিকে ঘুসি ছুঁড়লো একজন, তারপরই হাঁটু চালালো তলপেট লক্ষ্য করে। সাথে সাথে তার চোয়াল বরাবর সজোরে পাল্টা ঘুসি ঝাড়লো ক্লিফ। 'থপ' করে শব্দ হলো। পরক্ষণে পেটে ঘুসি খেয়ে উবু হয়ে গেল লোকটা, লুটিয়ে পড়লো।

এবার অন্য তিনজন ঝাঁপিয়ে পড়লো ক্লিফের ওপর। ওদের পায়ের নিচে পড়ে চিঁড়ে চ্যাপটা হলো ধরাশায়ী লোকটা।

যা ভেবেছিলো ক্লিফ, সংক্ষেপেই চুকে গেল ব্যাপারটা। ওর প্রতিটি ঘুসি লক্ষ্য ভেদ করলেও সামান্যতম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতে ব্যর্থ হলো; কিন্তু প্রতিপক্ষ আঘাতে আঘাতে চেহারা পাল্টে দিলো ওর। অসহনীয় যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেল ও; নির্দয় প্রহারে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

এভাবে মার খেলে আর উঠতে হবে না, ভাবলো ফ্যারেল। বারান্দার পাটাতন থেকে এক টুকরো কাঠ ভেঙে নিলো একজন। এলোপাথাড়ি মারতে শুরু করলো ওকে।

জীবনে এই প্রথম অদম্য ক্রোধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো ক্লিফের। বুকে হেঁটে সরে যেতে চাইলো ও, ওঠার চেষ্টা করলো। মরার আগেই মরবে না। পাল্টা আঘাত হানবে।

কিন্তু কঠিন আর বেপরোয়া হলেও এক সময় সহ্যের শেষ সীমা ছাড়িয়ে গেল ক্যারেলের। চোখের সামনে নিকষ কালো পর্দা নেমে এলো। ধূলিধূসর রাস্তায় পড়ে রইলো ওর জ্ঞানহীন দেহ।

অবশেষে মার থামালো লোকগুলো। ঘোলাটে চোখে পরস্পরের দিকে তাকালো. তারপর ঘুরে ক্লান্ত দেহে হাঁটতে শুরু করলো। উদ্দেশ্য সফল হয়েছে, এখন আর ওদের বাধা দিতে পারবে না ফ্যারেল—ধীরে সুস্থে রেগানকে লটকে দেয়া যাবে।

নিসঙ্গ অচেতন ফ্যারেল পড়ে রইলো।

অন্ধকার আরো গাঢ় হলো।

প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে জ্ঞান ফিরলো ক্লিফের। কে যেন জাগানোর চেষ্টা করছে ওকে। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করছে। লোকটাকে চেনার চেষ্টা করলো ও। কে? অবশেষে চিনতে পারলো।

জ্যাকব ফ্যারেল, ওর বাবা। প্রয়োজনের মুহূর্তে ঠিক এগিয়ে এসেছে। চারদিকে রাতের অন্ধকার, তবু বাবাকে চিনতে পারছে ও।

'শুয়োরের বাচ্চারা!' ক্ষোভের সঙ্গে বললো প্রাক্তন শেরিফ,

'সব কটাকে ধরে ফাঁসি দেয়া উচিত। দেখি, ক্লিফ আমার ওপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াও। ঘরে চলো, হাত মুখ ধোও; তারপর একসঙ্গে জেলে ফিরলো আমরা, শহরের লোকেরা কি করতে পারে দেখবো!'

বাবার সাহায্যে উঠে দাঁড়ালো ক্যারেন। সারা শরীরে অসহ্য ব্যথা, হাঁপাচ্ছে, জ্যাকব ক্যারেনের কাঁধে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগোলো। গজ পঞ্চাশেক এগিয়ে থমকে দাঁড়ালো। 'আমার পিস্তল ফেলে এসেছি।'

'ঠিক আছে, নিয়ে আসছি।' পিস্তল আনতে ফিরে গেল জ্যাকব ক্যারেন। কোনোমতে দাঁড়িয়ে রইলো ক্লিফ। একটু পরেই ফিরলো জ্যাকব। মন্থর গতিতে আবার এগোলো ওরা।

ঘরে ঢুকেই একটা চেয়ারে এলিয়ে পড়লো ক্লিফ। আলমারি থেকে হুইসকির বোতল বের করে এগিয়ে দিলো বুড়ো ক্যারেন। 'খানিকটা গলায় ঢালো, ভালো লাগবে!'

বিনা আপত্তিতে নির্দেশ পালন করলো ক্লিফ। জ্বলতে জ্বলতে গলা বেয়ে নিচে নেমে গেল তরল আগুন। মুহূর্তে চাঙা বোধ করলো ও। বোতলের হুইসকি দিয়ে এক টুকরো কাপড় ভিজিয়ে ক্লিফের মুখ মুছে দিলো জ্যাকব।

ক্ষতস্থানে হুইসকি লাগতেই জ্বলে উঠলো, তবে কিছুটা লাঘব হলো যন্ত্রণা।

মুখ মোছা শেষ করে জ্যাকব ক্যারেন জানতে চাইলো, 'হাড়-টাড় ভাঙেনি তো?'

'পাঁজরের একটা হাড় বোধহয় ভেঙেছে। যাকগে, ও নিয়ে পরে

ভাবা যাবে। এখন জলদি চলো জেলে ফিরি। সময় বয়ে যাচ্ছে!'

উঠে দাঁড়ালো ক্লিফ। দুলে উঠলো পৃথিবী। তারপর ধীরে ধীরে দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়ে এলো। অসংলগ্ন পা ফেলে দরজার দিকে এগোলো ও, ওকে অনুসরণ করলো জ্যাকব। 'এখনো যদি রেগানকে কেড়ে না নিয়ে থাকে,' বললো সে, 'আর পারবে না!'

দশ

প্রতি পদক্ষেপে প্রাণ বেরিয়ে যেতে চাইছে ক্লিফের, দেহের প্রতি ইনচিতে চোট পেয়েছে, অসাড় হয়ে গেছে পেশীগুলো, তারপরও ব্যথা লাগছে। নিঃশ্বাস ফেলার সময় পাঁজরে ভাঙা হাড়ের খোঁচা লাগছে।

জ্যাকব ফ্যারেলের বাড়ি পেছনে ফেলে এলো ওরা। আক্রান্ত হওয়ার জায়গাটা পেরোনোর সময় রাগে কেঁপে উঠলো ক্লিফ। বাবার উদ্দেশে বললো, 'আচ্ছা বাবা, শহরের লোকজন হঠাৎ এমন শুরু করলো কেন?'

'কাঁধে শয়তান চেপেছে,' বললো জ্যাকব ফ্যারেল।

'জনতার এমন জঙ্গী চেহারা আগে দেখেছো?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায়, এখানে?'

'না, মেকসিকোয়।'

'কি ঘটেছিলো?'

'যা হয়,' তিক্ত শোনালো জ্যাকব ফ্যারেলের কণ্ঠস্বর, 'একটা মেয়েকে হত্যার অভিযোগে শহরের লোকজন মিলে এক লোককে ফ্ল্যাগ পোলের সঙ্গে ঝুলিয়ে দিয়েছিলো।' কাঁধ ঝাঁকালো জ্যাকব ফ্যারেল। 'লোকটা সত্যিই অপরাধী কিনা তা আর জানা যায়নি। জানার চেষ্টাও করেনি কেউ। 'আমি নির্দোষ! আমি নির্দোষ!' বলতে বলতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলো লোকটা।'

'ওকে যারা ফাঁসি দিয়েছিলো তাদের কিছু হয়নি?'

'শাস্তি পেয়েছে কিনা? না, কারোই সাজা হয়নি, কিন্তু অনুশোচনায় জ্বলে মরেছে সবাই। পর পর তিনদিন খুঁটির সঙ্গে ঝুলেছিলো বেচারার লাশ, কারো নামানোর সাহস হয়নি।'

জেলভবনের দিক থেকে চিৎকার ভেসে এলো, অস্পষ্ট।

'জলদি চলো!' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললো ক্লিফ। একটানে হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করলো ও, ধুলো ঝাড়লো, ফুঁ দিয়ে ব্যারেল পরিষ্কার করলো।

'ভেবেছে,' আবার বললো ক্লিফ, 'আমাকে পথ থেকে সরানো গেছে! ওরা ভালো করে জানে, ওদের ঠেকানোর মুরোদ স্টোনের নেই।'

তীব্র ব্যথা উপেক্ষা করে দ্রুত এগোলো ক্লিফ, তাল মিলিয়ে চলার গতি বাড়ালো জ্যাকব ফ্যারেল।

'দেরি হয়ে গেল কিনা কে জানে।' বললো ক্লিফ।

'প্রয়োজনে ওদের ওপর গুলি চালাতে পারবে?' জানতে চাইলো বুড়ো ফ্যারেল।

ক্লিফ বুঝতে পারছে, বাবা ওর দিকে তাকিয়ে আছে। 'একশো

বার!' তিক্ত কণ্ঠে জবাব দিলো ও। 'এক ঘন্টা আগে হয়তো পারতাম না, কিন্তু এখন পারবো।'

'মার খেয়েছো বলে?'

মাথা নাড়লো ক্লিফ। চিন্তিত কণ্ঠে বললো, 'সে জন্যে নয়। আমাকে মারার সময় ওদের চেহারা দেখেছি, সিদ্ধান্ত বদলাতে বাধ্য হয়েছে তাই।'

মোড় ঘুরে রাস্তায় উঠলো জন। জনতাকে দেখা যাচ্ছে এখন। জেলভবনের সামনে এক থোকা জমাট অন্ধকার, মৃত জানোয়ারের লাশের ওপর জেঁকে বসেছে যেন সহস্র কীট। কয়েকজনের হাতে হারিকেন আছে। দূরত্ব কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে ভীতিকর হয়ে উঠছে জনতার চিৎকার। 'অ্যাই, স্টোন! দরজা খোল্, হারামজাদা! ডেপুটি শালাকে তক্তা বানিয়ে দিয়েছি! একা কি করবি তুই! ভেঙে চুরমার করার আগে জলদি দরজা খোল্!'

সাড়া নেই স্টোনের। জেলের ভেতর অন্ধকার। কল্পনার চোখে দেখছে ক্লিফ, অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দরজা খুলবে কিনা ভেবে দ্বিধায় ভুগছে স্টোন। সেলে আটক আসামী দুজনের চেহারাও আন্দাজ করতে পারছে, ওদের চার চোখে এখন মৃত্যুর ছায়া।

বিষণ্ণ হাসি দেখা দিলো ক্লিফের ঠোঁটে। রেগানের চেহারায় ভয়ের ছাপ, ভাবতেই আনন্দ বোধ করছে। কিন্তু জনতার হাতে তার মৃত্যু চায় না ও। ফিরিয়ে না এনে মরুভূমিতে হত্যা করলে রেগানের মৃত্যু কত আরামের হতো আবার সেটা উপলব্ধি করলো ক্লিফ। এখানে, এখন নরক যন্ত্রণায় ভুগছে শয়তানটা, যেমন সোনিকে ভুগিয়েছে। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এরকম মানসিক উদ্বেগের

মধ্যে কাটাতে হবে তাকে প্রতিটি মুহূর্ত।

জেলভবন আর আধ ব্লক দূরে। যথাসম্ভব দ্রুত হাঁটছে ক্লিফ, ব্যথায় মনে হচ্ছে মরে যাবে!

এতক্ষণে বাবার অস্ত্রটায় চোখ গেল ওর। পুরোনো একটা ডাবল ব্যারেল শটগান। জ্যাকব ক্যারেলের মুখের দিকে তাকালো ও। হারিকেনের ফ্যাকাশে আলোয় দেখলো, হতাশার ছাপ মুছে গেছে ওর চেহারা থেকে, চোখ ছোট করে তাকিয়ে আছে সামনে, নিষ্পলক দৃষ্টি। ক্রুদ্ধ দেখাচ্ছে।

'গুলি আছে?' জানতে চাইলো ক্লিফ।

'হাঁ।'

'তাহলে এক্ষুনি ওদের মাথার ওপর একটা ব্যারেল খালি করো!'

শটগানের মাযল উঁচু করলো জ্যাকব, টিপ দিলো ট্রিগারে। ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা গেল নলের মুখে, পাগলা ঘোড়ার মতো ছুটে গেল গোলা, জেলখানার দোতালার দেয়ালে লাগলো, প্রতিধ্বনি উঠলো চারদিকে। ঝনঝনাৎ শব্দে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল সবগুলো জানালার কাচ। চিৎকার ছাড়লো ক্লিফ, 'সরে এসো সবাই!'

একসঙ্গে ঘুরে ক্যারেলদের মুখোমুখি হলো জনতা, ওর কথায় আমল দিলো না।

আবার চেঁচালো ক্লিফ, 'কই, এসো!'

তবুও অবিচল জনতা, নির্মম। পাল্টা চিৎকার করে উঠলো কে যেন, 'ওকে পাত্তা দিয়ো না! ব্যাটাকে অ্যায়সা ধোলাই দিয়েছি,

এখন কিছু করতে পারবে না··· আর জেক তো একটা অপদার্থ !'

'ওদের মাথার ওপর দিয়ে ওপাশের দালানটার দিকে আবার গুলি করো, বাবা। সঙ্গে সঙ্গে আবার রিলোড করে নিয়ো বন্দুকটা।'

ঘাড় ফিরিয়ে চাইলো জ্যাকব ফ্যারেল, তারপর কাঁধের ওপর তুললো শটগান, গুলি করলো। ফের ধোঁয়া দেখা দিলো নাযলে। রাস্তার উল্টো দিকের ভবনের দেয়ালে লাগলো গোলাটা। আবার কাচ ভাঙার ঝনঝন শব্দে পিলে চমকে উঠলো সবার।

এক মুহূর্ত অপচয় না করে শটগান রিলোড করলো জ্যাকব ফ্যারেল। আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল প্রতিধ্বনির শব্দ।

আরো একবার হুঙ্কার ছাড়লো ক্লিফ। 'আবারো বলছি, জেলের সামনে থেকে সরে এসো! এরপর ঠিক ভিড়ের মাঝ বরাবর গুলি করবো। যারা পেছনে রয়েছো, তাদের কিছু না হলেও সামনের সবাই হাওয়ায় মিশে যাবে!'

জটলা আর ফ্যারেলদের মাঝে এখন দশফুট ব্যবধান। সবচেয়ে কাছের লোকটার উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠলো ক্লিফ। 'অ্যাই, তুমি!···হ্যাঁ, তোমাকে বলছি! এখন শটগানের একটা গোলা খেলে তোমাদের কি হবে জানো!'

জনতার সামনে আলোড়ন দেখা দিলো, সরতে শুরু করলো ওরা। পেছনের লোকেরা পুতুলের মতো অনুসরণ করলো তাদের।

মুহূর্তে ফাঁকা হয়ে গেল জেলের সামনের ফুটপাথ। বিনা বাধায় জেলের সামনে এসে দাঁড়ালো জ্যাকব ফ্যারেল আর ক্লিফ।

সজোরে দরজায় লাথি হাঁকালো ক্লিফ। হাট করে খুলে গেল কবাটটা। আঁতকে উঠলো ও। ঠেলে আগে জ্যাকবকে ঢুকিয়ে চট করে নিজেও ঢুকে পড়লো।

দরজা বন্ধ করে বললো, 'বাতি জ্বালো, স্টোন।'

সাড়া নেই। পিস্তল হোলস্টারে রেখে দেশলাই বের করে দেয়ালে ঘষে জ্বালালো ক্লিফ। স্টোনকে দেখা গেল না কোথাও। ডেস্কের কাছে এসে হারিকেন জ্বালালো ও। এদিক ওদিক তাকিয়ে বললো, 'আসামীদের সঙ্গে সেলে আছে বোধ হয়।

স্টোনকে ঠিক বিশ্বাস করে না ও। কিন্তু সে আসামীদের সঙ্গে থাকলে, বুঝতে হবে ওদের বাঁচানোই তার উদ্দেশ্য; জনতার হাতে ছেড়ে দিতে চাইলে এখানেই বসে থাকতো।

এগিয়ে গিয়ে সেলব্লকের দরজা খুললো ক্লিফ। দেশলাই জ্বেলে জ্বলন্ত কাঠি উঁচু করে ধরলো: দুপাশের দুটো সেলে রেগান আর হেলম্যান বসে, দুজনই আতঙ্কে শাদা হয়ে গেছে। কিন্তু স্টোন নেই।

অফিস কামরায় ফিরে এলো ক্লিফ। সেলব্লকের দরজা বন্ধ করলো। অস্বস্তি বোধ করছে ও। পরাজয় মেনে নেয়ার জন্যে তৈরি হয়েই ছিলো জেস স্টোন। ক্লিফ আর জ্যাকবের আগমনে জনতার মনোযোগ অন্য দিকে সরার সুযোগে সটকে পড়েছে। কোথায় গেছে কে জানে!

'স্টোন ভেগেছে,' জ্যাকব ফ্যারেলের উদ্দেশে বললো ও।

'দরজা খোলা দেখেই বুঝে নিয়েছি।'

আরো দুটো হারিকেন জ্বাললো ক্লিফ। র‍্যাক থেকে শটগান

নামিয়ে গুলি ভরে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। বাইরে বেরিয়েই চট করে একপাশে সরে দাঁড়ালো, যাতে ভেতরের আলোয় রাস্তা দেখা যায়।

'জেল ভাঙার কথা ভুলে যাও!' বজ্রকণ্ঠে হুঙ্কার ছাড়লো ও। 'কেউ জেলে ঢোকার চেষ্টা করলে, লাশ ফেলে দেবো! রেগানের জন্যে প্রাণ দিতে রাজি থাকলে এসো, যে কোনো সময়, আমার আপত্তি নেই!'

আবার জেলের ভেতরে ঢুকলো ক্লিফ, সশব্দে দরজা আটকে হুড়কো বসিয়ে দিলো।

দরজার সঙ্গে শটগানটা ঠেস দিয়ে রাখলো ও। বাইরে নিরাপদ দূরত্ব থেকে চেঁচামেচি করছে জনতা।

এগিয়ে এসে বিছানায় বসলো ক্লিফ। মলিন হাসি ফুটলো ঠোঁটে, জ্যাকব ক্যারেলের দিকে তাকালো। মেজাজটা একদম তেতে গেছে। এখনো কঠিন একটা রাত পড়ে আছে।'

'আর বোধ হয় ঝামেলা হবে না। এবার সবাই ঘরে ফিরে যাবে।'

কাঁধ ঝাঁকালো ক্লিফ। 'গেলেই ভালো। এমনিই হয়রান হয়ে গেছি, তার ওপর রাত জাগতে হলে স্রেফ মারা পড়বো!'

ক্লিফ জানে, মাত্র একটা কারণে জনতা হতোদ্যম হয়েছে, জেক সরাসরি গুলি করবে শুনে অবিশ্বাস করেনি ওরা। সবাই জানে জেকের পক্ষে তা সম্ভব। জেলে ঢোকার চেষ্টা করলে মরতে হবে, এ কথাও বিশ্বাস করেছে জনতা।

চোখ বুঁজে ক্লান্তি দূর করার চেষ্টা করলো ক্লিফ। ঘণ্টাখানেক

ঘুমাতে পারলে হতো। কিছুটা উপশম হতো যন্ত্রণার, ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তাভাবনা করা যেতো।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলো জানে না ক্লিফ। হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসলো।

নাহ্, সব ঠিক আছে। বাতিগুলো জ্বলছে, দরজা আটকানো। ডেস্কে বসে রয়েছে জ্যাকব ক্যারেল।

ক্লিফ জেগেছে দেখে উঠে দাঁড়ালো প্রাক্তন শেরিফ। ককিয়ে উঠলো চেয়ারটা। হঠাৎ বুঝতে পারলো ক্লিফ, নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে বাইরে।

'চলে গেছে ওরা?' বাবাকে জিজ্ঞেস করলো ও।

'হ্যাঁ। ঘণ্টাখানেক হলো আওয়াজ নেই।'

'ঘুমিয়ে পড়েছি কতক্ষণ?'

ঘড়ি দেখলো জ্যাকব ক্যারেল। 'এই ধরো, আড়াই ঘণ্টা।'

'স্টোনের কি খবর?'

'কোনো খবর নেই।'

'কফির গন্ধ পাচ্ছি যেন?'

'হ্যাঁ। বসো দিচ্ছি।'

ঘরের কোণে পেট মোটা চুলোর দিকে এগোলো জ্যাকব। কেতলি থেকে কাপে কফি ঢাললো। পকেট হাতড়ে কাগজ আর তামাক বের করে সিগারেট রোল করতে শুরু করলো ক্লিফ। মারামারির সময় কাগজ কুঁকড়ে গেছে, সমান করে নিতে হচ্ছে আঙুল দিয়ে। দরদর করে ঘামছে ও।

কফির পেয়ালা ক্লিফের হাতে দিলো জেক। চুমুক দিলো ও।

হঠাৎ ঘোড়ার খুরের শব্দ ভেসে এলো বাইরে থেকে। জেল-ভবনের সামনে থামলো ঘোড়াটা।

জ্যাকবের দিকে এক নজর চেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দরজার দিকে তাকালো ক্লিফ। কে যেন ধাক্কা দিলো কবাটে।

উঠে দাঁড়ালো ক্লিফ, দরজায় ঠেস দিয়ে রাখা শটগানটা তুলে নিলো। দরজা খুললো প্রাক্তন শেরিফ।

এক অচেনা লোক দাঁড়িয়ে বাইরে, বিশালদেহী, শশ্রুমণ্ডিত চেহারা। অনুমতির তোয়াক্কা না করে ভেতরে ঢুকে পড়লো সে। চট করে তার পেছনে এসে দরজা আটকে দিলো জ্যাকব ফ্যারেল।

'চুপচাপ দাঁড়াও,' বললো ক্লিফ। 'বাবা, কোমর থেকে ওর পিস্তলটা খুলে নাও।'

আলগোছে আগন্তুকের পিস্তল বের করে নিলো বুড়ো ফ্যারেল।

'কে তুমি?' জিজ্ঞেস করলো ক্লিফ, 'কি চাও?'

'ম্যাট রেগান,' ভারি এবং কর্কশ কণ্ঠস্বর। 'তোমরা আমার ভাইকে আটকে রেখেছো। ওর সঙ্গে দেখা করতে চাই।' শার্টের পকেট থেকে একটা দোমড়ানো কাগজ বের করে ক্লিফকে দিলো সে। ল্যুকের পাঠানো টেলিগ্রামটা।

মৃদু কাঁধ ঝাঁকালো ক্লিফ। 'অ,' বললো ও।

ক্লিফকে জরিপ করলো ম্যাট রেগান। 'তোমার এই দশা কে করলো?'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো ক্লিফ, শীতল দৃষ্টি। 'তোমার ভাইয়ের অপকর্মে এ-শহরের লোকজন খেপে গেছে, ওকে কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করেছে ওরা, আমি বাধা দিয়েছি।'

'বিচার হয়ে গেছে নাকি?'

'হয়নি, তবে হবে।'

'না-ও হতে পারে।'

সেল ব্লকের দরজা খুলে দিলো ক্লিফ। 'যাও।' একটা হারিকেন রেগানকে দিলো। তারপর আটকে দিলো দরজাটা।

কাউচে এসে বসলো ও। রেগানের সেল থেকে গলার আওয়াজ ভেসে আসছে।

'আমার মতে,' বললো জ্যাকব ফ্যারেল, 'নিরাপত্তার খাতিরে একেও আটকে রাখা উচিত। শহরবাসীরা পরিচয় জানতে পারলে…'

জবাব দিলো না ক্লিফ, অপেক্ষা করতে লাগলো। মিনিট দশেক পর বেরিয়ে এলো ম্যাট রেগান, ডেস্কের ওপর হারিকেন রেখে জ্যাকবের দিকে তাকালো। 'আমার পিস্তল?'

পিস্তলটা ছুঁড়ে দিলো জ্যাকব, নিপুন হাতে লুফে নিলো ম্যাট। হোলস্টারে রেখে বললো, 'ল্যুক বলছে ও নির্দোষ।'

'এছাড়া আর কি বলবে?' ব্যঙ্গ ঝরলো ক্লিফের কণ্ঠে।

'দোষ করলে আমার কাছে নিশ্চয়ই মিথ্যে বলতো না?'

কর্কশ কণ্ঠে হেসে উঠলো ক্লিফ। 'তা বটে।'

'ও-ই দোষী প্রমাণ করতে পারবে?'

'সেটা আদালতেই দেখা যাবে।'

দরজার দিকে পা বাড়ালো ম্যাট রেগান, দোরগোড়ায় থেমে ঘাড় ফিরিয়ে ক্লিফের দিকে তাকালো। 'একটা কথা শোনো, ডেপুটি, ওকে ছেড়ে দাও, সকালের আগেই আমরা হাওয়া হয়ে

যাবো। আর না ছাড়লে…'

শীতল দৃষ্টিতে ম্যাটের দিকে তাকালো ক্লিফ, মৃদু কণ্ঠে বললো, 'আমার হবু স্ত্রীকে লাঞ্ছিত করেছে ল্যুক। এত সহজে ওকে ছেড়ে দেবো ভেবেছো? আমাকে হুমকি দিতে এসো না, স্রেফ আটকে রেখে দেবো, বুঝেছো?'

হুড়কো সরিয়ে দরজা খুললো ম্যাট রেগান, আবার থামলো। 'আমাদের পরিবারটা বেশ বড় ডেপুটি,' বললো সে। 'আমি ছাড়াও ল্যুকের আরো চারটে ভাই আছে। ওরাও আসবে। শিগগিরই।'

'ভয় দেখাচ্ছো?' বললো ক্লিফ।

'ভয়েরই কথা, ডেপুটি, ভয় পাওয়া উচিত।' বেরিয়ে গেল রেগান।

দরজা আটকে হুড়কো বসালো ক্লিফ। ঘুরে বাবার মুখোমুখি হলো।

মেরুদণ্ডের কাছটায় শিরশির করছে।

এগারো

ফিরে এসে ধপ করে বিছানায় বসে পড়লো ক্লিফ। সেল থেকে তীক্ষ্ণ স্বরে চিৎকার করছে ল্যুক রেগান। পাত্তা দিলো না। ভুরু-জোড়া কুঁচকে আছে ওর। সন্ধ্যায় খাওয়া মারগুলো হজম করার চেষ্টা করছে। জীবনে কখনো এত ক্লান্ত বোধ করেনি। সাধারণ ব্যাপারগুলোও এখন ঘোলাটে লাগছে, মনে হচ্ছে স্মৃতি হারিয়েছে। শহরবাসী আর রেগানের পাঁচ ভাইয়ের চাপের মুখে অবিচল থেকে ল্যুককে আটকে রেখে আদালতে হাজির করা ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারছে না।

ডেস্কে পা তুলে আয়েস করে বসে চোখ বুঁজলো জ্যাকব ফারেল।

'আজই টেলিগ্রাম করলে এখানে আসতে জজের কতক্ষণ লাগবে?' জিজ্ঞেস করলো ক্লিফ।

'করেই দেখো।'

'ঠিক আছে যাচ্ছি। তুমি দরজা আটকে হুড়কো বসিয়ে দাও।' ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে উঠে দাঁড়ালো ক্লিফের বাবা।

মাথায় টুপি চাপিয়ে বাইরে এলো ক্লিফ। দরজায় হুড়কো বসানোর শব্দ শুনলো। পকেট হাতড়ে তামাক আর কাগজ বের করলো। এক টুকরো কাগজ সমান করে সিগারেট বানিয়ে ঠোঁটে ঝোলাল ও, দেশলাই জ্বেলে ধরিয়ে টান দিলো। দ্রুতপায়ে এগোলো টেলিগ্রাফ অফিসের দিকে।

বাবার আজকের ভূমিকায় ও সন্তুষ্ট। আত্মবিনাশের পিচ্ছিল পথ থেকে তাকে সরিয়ে আনার জন্যে এরকম কিছুর প্রয়োজন ছিলো, ভাবলো ক্লিফ। হয়তো সাময়িক, তবু বাবার আত্মবিশ্বাসী চেহারা দেখে ভালো লাগছে।

টেলিগ্রাফ অফিসে এখনো আলো জ্বলছে। টেলিগ্রাফারের মাথার ওপর দেয়াল ঘড়িতে সাড়ে এগারোটা বাজার ঘোষণা দিচ্ছে। মাঝরাতের আগে জাজের কাছে টেলিগ্রাম করার বুদ্ধি মাথায় আসায় শোকর করলো ক্লিফ।

কাউনটারে দাঁড়াতেই টেলিগ্রাফার উইল অ্যাংগারম্যান মাথা তুলে তাকালো, সোনালি রিমের চশমা আর সবুজ আই-শেড পরেছে, হাতে কালো স্লিভ প্রোটেক্টর, ইলাসটিকের সাহায্যে বাহুর সঙ্গে আটকানো। টেবিলের ওপর বোবা টেলিগ্রাফ যন্ত্রটা পড়ে আছে।

কাগজ আর পেনসিল তুলে নিলো ক্লিফ। জাজের নাম ঠিকানা লিখে তারপর আসল খবর বসালো—'ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তি আটক। পরিস্থিতি বিস্ফোরোন্মুখ। তাড়াতাড়ি আসা দরকার। সম্ভব?' বার্তার নিচে স্বাক্ষর করলো।

অ্যাংগারম্যানকে চিরকুটটা দিলো ও। 'এখুনি পাঠাও। জবাবের অপেক্ষা করছি আমি।'

জানালার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকালো ক্লিফ। বার্তা পাঠাতে শুরু করেছে উইল, 'টেলিগ্রাফ কী' টেপার কুটকুট শব্দ হচ্ছে। হঠাৎ নীরব হলো যন্ত্রটা, ক্লিক করে অপর প্রান্তের প্রাপ্তি সংবাদ জানালো। জেলভবনের দিকে চোখ রেখে আবার একটা সিগারেট তৈরি করলো ক্লিফ। দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হবে। জাজ কেনেডি বার্তা পাবেন, উত্তর তৈরি করার পর আবার টেলিগ্রাফের সাহায্যে পাঠানো হবে—সময় লাগা স্বাভাবিক, এক-ঘণ্টার কম নয়।

ডাক্তার ঘুমিয়ে পড়ার আগে কাজটা শেষ করতে পারলে ভালো হতো। নিঃশ্বাস নিতে গেলেই সুচের মতো বিঁধছে পাঁজরের ভাঙা হাড়, ব্যথায় জ্বর এসে যাচ্ছে। দ্রুত খারাপের দিকে যাচ্ছে ওর অবস্থা।

এখনই ডাক্তারের কাছে গেলে···জাজের জবাব আসার আগেই বোধ হয় ফিরে আসা যেতো···

'আধ ঘণ্টা পর আসছি আমি,' অ্যাংগারম্যানকে বললো ও, 'জবাব আসতে দেরি হলে একটু খবর নিয়ো।'

'আচ্ছা।' আইশেড ঠেলে ওপরে তুলে বললো অ্যাংগারম্যান। 'কিছুক্ষণ আগে বেশ হৈ চৈ হয়ে গেল, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'তাড়ালে কিভাবে?'

কাঁধ ঝাঁকালো ক্লিফ ফ্যারেল। 'আর কিভাবে, বললাম, জেলে ঢোকার চেষ্টা করলে কপালে খারাবী আছে, চলে গেল!'

'কাজটা সত্যিই রেগানের?'

'তার হবার সম্ভাবনাই বেশি। আবার হেলম্যানও হতে পারে।'

টেলিগ্রাফ অফিস থেকে বেরিয়ে ডাক্তার বাড়ির দিকে এগোলো ক্লিফ। বার্ট স্যালুন পেরোনোর সময় কে যেন অকথ্য ভাষায় গালাগালি করলো ওকে। শুনেও না শোনার ভান করলো ও। মোড়ে পৌঁছে সামনে তাকালো, ডাক্তারের ঘরে আলো জ্বলছে, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো ও। দরজায় এসে কড়া নাড়লো। একটু পর দরজা খুললো ডাক্তার বোনার, রাতের পোশাক পরনে, শোবার আয়োজন করছিলো বোধ হয়।

'এসো, ক্লিফ,' বললো ডাক্তার। 'একটু বসো তৈরি হয়ে আসি।'

'আমিই আজ রোগী, ডাক্তার। পাঁজরের একটা হাড় বোধ হয় ভেঙে গেছে, একটু যদি দেখে দিতেন…'

ঝট করে তাকালো ডাক্তার। 'সে কি! ওরা তোমাকে মেরেছে! এসো, ভেতরে এসো! শার্টটা খোলো দেখি!'

শার্ট খুলে ফেললো ক্লিফ। ওর বুকে পিঠে লাল-নীল অসংখ্য ক্ষত, বীভৎস দেখাচ্ছে। আঙুলের ডগার চাপ দিয়ে পাঁজর পরীক্ষা করলো ডাক্তার। 'একটা হাড় ভেঙেছে, সন্দেহ নেই,' বললো সে। 'করেছে কি, লাথি মেরেছে?'

'হ্যাঁ।'

'বাঁচলে কিভাবে?'

'পালিয়েছি কিনা? না, পালাইনি, জ্ঞান হারিয়েছিলাম।'

আপন মনে বিড় বিড় করতে করতে ওর কাঁধ, পিঠ ভালো করে পরীক্ষা করলো ডাক্তার, তারপর বললো, 'তোমার কপাল ভালো, একটা হাড়ই ভেঙেছে, দাঁড়াও ব্যানডেজ করে দিচ্ছি।'

কেবিনেট খুলে 'গজ' বের করলো ডাক্তার। টাইট করে ক্লিফের বুকে ব্যানডেজ বাঁধতে শুরু করলো। চওড়া ব্যানডেজের নিচে ঢাকা পড়লো বুক। ক্লিফ অনুভব করলো, এখন আর আগের মতো কষ্ট হচ্ছে না, স্বাভাবিকভাবে নিশ্বাস নিতে পারছে।

এবার শার্টটা বাড়িয়ে দিলো ডাক্তার। 'দৌড়াদৌড়ি না করে কদিন একটু বিশ্রাম নিয়ো…আর কাল একবার এসে দেখিয়ে যেয়ো।'

'আচ্ছা। অসংখ্য ধন্যবাদ, ডাক্তার।'

মাথা ঝাঁকালো ডাক্তার। 'অ্যাডিয়োস, ক্লিফ।'

দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো ক্লিফ। 'সকালে সোনির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, পারিনি,' অসহায় কণ্ঠে বললো। 'কেমন আছে ও?'

'শারীরিকভাবে সুস্থ, কিন্তু মানসিক ধাক্কা সামলে উঠতে পারেনি। রেগানের বিচার না হলে হয়তো পারবেও না। সে-ক্ষেত্রেও অনেক সময় লাগবে। শহরবাসীরা যা করছে, চাইলেও এখন ব্যাপারটা ভুলতে পারবে না ও। সবচেয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করছে ওর মা।'

'দেখা হলে ওকে…বলবেন…নাহ্, থাক, কিছু বলতে হবে না।'

'বলবো, যথাসাধ্য করছো তুমি।'

ক্লিফ মাথা দোলালো। 'আরো বলবেন, কিছুই পাল্টায়নি।'

'আচ্ছা, ক্লিফ।'

বাইরে এসে দরজা আবজে দিলো ফ্যারেল। বাট স্ট্রীট ধরে টেলিগ্রাম অফিসে পৌঁছুলো।

'জবাব এসেছে?' অ্যাংগারম্যানকে জিজ্ঞেস করলো ও।

'হ্যাঁ, এইমাত্র এলো।' একটা চিরকুট এগিয়ে দিলো অ্যাংগার-ম্যান।

জাজ লিখেছেন: 'শিগগির আসছি। পরশু সকাল দশটায় বিচার হবে।' নিচে স্বাক্ষর করেছেন কেনেডি।

বার্তাটা পকেটে রেখে দিলো ক্লিফ। 'ধন্যবাদ, উইল।' টেলি-গ্রাফ অফিস থেকে বেরিয়ে এলো ও। অপেক্ষা করলো অ্যাংগার-ম্যানের। আইশেড খুলে বাতি নেভালো উইল, বাইরে এসে সাবধানে তালা লাগালো দরজায়, টেনেটুনে ঠিকমতো লেগেছে কিনা দেখলো।

ক্লিফের সঙ্গে আধ ব্লক এলো সে। তারপর মোড় নিয়ে বাড়ির পথ ধরলো। একাকী হয়ে পড়লো ক্লিফ।

জেলভবনের সামনে থামলো ও। বাইরে রাতের শীতল হাওয়া বেশ লাগছে। আবার গুমোট পরিবেশে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না। তামাক কাগজ বের করে সিগারেট রোল করে ঠোঁটে ঝুলিয়ে বাইরে দাঁড়িয়েই অলস ভঙ্গিতে টানতে লাগলো।

ল্যুক রেগান কঠিন লোক, ভাবলো ক্লিফ, তার ভাই আরো খারাপ। লোক চিনতে ওর ভুল হয় না। আরো চারজন নাকি আসছে।

কিন্তু মাত্র পাঁচজন কিভাবে শহরবাসীদের সিদ্ধান্ত পাল্টাতে

সক্ষম হবে, ভেবে পেলো না ক্লিফ। আর ও যতক্ষণ পাহারায় আছে, জেল দখল করার তো প্রশ্নই ওঠে না।

কিন্তু দৃঢ় আত্মবিশ্বাস সত্ত্বেও রেগানের ভাইদের কথা ভেবে অস্বস্তি বোধ করছে ক্লিফ।

পথঘাট এখন একেবারে নীরব। শহরবাসীদের অধিকাংশ ঘরে ফিরে গেছে। কেবল স্যালুন ছটো থেকে চাপা কোলাহলের শব্দ আসছে।

কঠিন রাস্তায় ঘোড়ার খুরের শব্দ উঠলো। মুখ তুলে তাকালো ক্লিফ।

প্রথমে কিছুই চোখে পড়লো না। খুরের শব্দ ক্রমশ এগিয়ে আসছে, একাধিক ঘোড়া এদিকেই আসছে।

ঈষৎ কুঁচকে উঠলো ক্লিফের ভুরু। বাফেলো স্যালুনের খোলা দরজা আর জানালা গলে বেরোনো আলোয় রাস্তা আলোকিত হয়েছে, সেই আলোয় তিনজন অশ্বারোহীকে দেখতে পেলো ও। বাট স্যালুন পেছনে ফেলে এলো ওরা।

আরেকটু কাছে আসতেই একজনকে চিনতে পারলো ক্লিফ। ম্যাট রেগান, বাকি দুজন তার ভাই বলে ধরে নিলো। ওদের আসার কথা বলেছিলো ম্যাট।

অস্বস্তিকর অনুভূতিটা আবার ছেঁকে ধরলো ওকে। খেপে উঠলো ক্লিফ। রেগানের ভাইদের ভয়ের কি আছে? হতে পারে ওরা দুর্ধর্ষ, কঠিন, কিন্তু গ্রে বাট-এর নাগরিকরা কম কিসে? তাছাড়া পরশু সকাল দশটাতেই তো বিচার হয়ে যাচ্ছে।

জেলভবনের সামনে ঘোড়া থামালো তিন অশ্বারোহী। অন্ধ-

কারে ম্যাট রেগানের কর্কশ কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'ডেপুটি নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'এসো, আমার দুভাইয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। মার্ক আর জনি।'

স্যাডল থেকে নামতে গেল একজন। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ধমক দিলো ক্লিফ, 'খবরদার, নামবে না!'

বিনা বাক্যব্যয়ে আগের ভঙ্গিতে বসে পড়লো লোকটা। আবার কথা বললো ম্যাট রেগান। 'রেগে আছো যেন, ডেপুটি?'

'হয়তো বা।'

'রাগারই কথা। ল্যুকের ফাঁসি ঠেকাতে এসেছি আমরা।'

'চেষ্টা করে দেখ পারো কি না।'

'স্রেফ চেষ্টা করে থেমে থাকবো না।'

ক্লিফের দিকে কয়েক কদম এগিয়ে এলো একটা ঘোড়া। মাথা নিচু করে ওর দিকে তাকালো ম্যাট রেগান। জেলখানার জানালা দিয়ে বাইরে আসা ক্যাকাশে আলোয় ওর চেহারা দেখতে পাচ্ছে ক্লিফ।

'শেষ সুযোগ দিচ্ছি তোমাকে, ডেপুটি,' মৃদু কণ্ঠেবললো ম্যাট। 'ল্যুকের সেল খুলে দাও, বের করে আনো ওকে। ওকে নিয়ে চলে যাবো আমরা, আর কখনো এদিকে আসবো না।'

হাত দুটো মুঠি পাকিয়ে ফেললো ক্লিফ। দৃঢ় হয়ে চেপে বসলো চোয়াল। শহরবাসী, সোনির মা, ল্যুক আর ম্যাট অনেক অপমান করেছে ওকে। ক্রমশ সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

'তুমি চলে যাও, রেগান,' বললো ও, 'সময় থাকতে পালাও।

আর কখনো আমায় হুমকি দিতে এসো না।

'হুমকি দিলাম কোথায়? তোমাকে একটা সুযোগ দিতে চাইলাম।' কঠিন শোনালো ম্যাটের কণ্ঠস্বর। 'সুযোগটা না নিলে কি হবে, শোনো, বিচারে ল্যুকের বিরুদ্ধে রায় দেয়া হলে বা ওকে জনতার হাতে তুলে দিলে তোমার জীবন বিষিয়ে তুলবো আমরা। পৃথিবীতে না এলেই ভালো ছিলো—এই রকম মনে হবে তোমার। স্রেফ মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবো হতচ্ছাড়া শহরটাকে, লণ্ডভণ্ড করে ছেড়ে দেব—'

নিজেকে আর সংযত রাখতে পারলো না ক্লিফ। রক্ত চড়ে গেল মাথায়, বিদ্যুৎ বেগে সামনে বাড়লো ও, ম্যাটের ঘোড়ার এক-পাশে ধাক্কা দিয়েই হাত বাড়িয়ে ওকে ধরলো, হ্যাঁচকা একটা টান দিয়ে ছেড়ে দিলো। স্যাডল থেকে পিছলে ধপাস করে মাটিতে পড়লো ম্যাট। দ্রুত এগিয়ে গেল ক্লিফ। তাড়াহুড়ো করে পিস্তল বের করতে গিয়েছিলো প্রতিপক্ষ, ঝেড়ে লাথি কষালো তার হাতে। শূন্যে ভাসতে ভাসতে দূরে গিয়ে পড়লো অস্ত্রটা।

হোলস্টার থেকে থেকে পিস্তল বের করে নিমেষে কক করলো ক্লিফ। দৃঢ় স্পষ্ট কণ্ঠে নির্দেশ দিলো। 'কেউ এক চুল নড়েছো কি, কুকুরের মতো গুলি করে মারবো!'

ম্যাটের দুই সহোদর জমাট বরফে রূপান্তরিত হলো।

'এক এক করে সবাই পিস্তল ফেলো!' আবার বললো ক্লিফ ফ্যারেল।

টুপ করে মাটিতে পড়লো একটা পিস্তল…তারপর আরেকটা… আরেকটা।

'ঘোড়ায় চাপো, ম্যাট,' বললো ক্লিফ। 'রাতে যদি আবার রাস্তায় দেখি বেঁধে রেখে দেবো!'

বিড়বিড় করে কি যেন বললো ম্যাট রেগান, বোঝা গেল না। আচমকা পিস্তলের মাযল ম্যাটের পেটে ঠেসে ধরলো ক্লিফ। গুঙিয়ে উঠলো লোকটা।

'কি বললে?'

'কিছু না।'

'যাও, ভাগো! সকালে এসে পিস্তল নিয়ে যেয়ো।'

স্যাডলে চাপলো ম্যাট রেগান। কি যেন বলতে চাইলো, কিন্তু ধমকে তাকে চুপ করিয়ে দিলো ক্যারেল। 'চোওপ! কোনো কথা নয়! দূর হয়ে যাও!'

রওনা হলো ম্যাটের ঘোড়া। অন্য দুভাই অনুসরণ করলো। অন্ধকারে মিলিয়ে গেল তিন ছায়ামূর্তি। আত্মতৃপ্তির হাসি হাসলো ক্লিফ। কিছুটা হলেও শিক্ষা দেয়া গেছে বদমাশগুলোকে। এতে অবশ্য লাভ হবে না। কালই ফিরে আসবে ওরা। আরো নাকি দুটি ভাই আছে, তারাও অচিরেই আসবে। ভাইকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে ওরা···কিন্তু কিভাবে?

বিনা বিচারে ল্যুককে শহরবাসীর হাতে তুলে দিতে চায় না ক্লিফ, তেমনি চায়না ভাইয়েরা ওকে ছিনিয়ে নিক। বিচারে ল্যুক দোষী সাব্যস্ত হলে ফাঁসিতে ঝুলতেই হবে তাকে। নিজ হাতে তার গলায় দড়ি পরাবে ও।

জেলে ঢোকার জন্যে ঘুরে দাঁড়ালো ক্লিফ। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে রয়েছে জ্যাকব ক্যারেল। 'আমি যাচ্ছি,' বললো সে। 'আপাতত

আমার এখানে প্রয়োজন নেই, তাছাড়া ভয়ের কারণ নেই দেখলে স্টোন ফিরে আসবে।'

মাথা দোলালো ক্লিফ। 'ঠিক আছে, বাবা, তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

মাথা দুলিয়ে ঘরের পথ ধরলো বুড়ো ক্যারেল।

মাটি থেকে পিস্তল তিনটে তুলে নিয়ে জেলে ফিরে এলো ক্লিফ।

বারো

পশ্চিমে গ্রীষ্মকালীন রাতগুলো স্বল্পায়ু, তাড়াতাড়ি দিনের আলো ফুটে ওঠে। রাতের কালো মখমল আকাশে হালকা আলোর ছোঁয়া লাগে প্রথমে, ধীরে ধীরে ধূসর থেকে ক্রমশ ফ্যাকাশে হয়। সূর্য ওঠে পুব দিগন্তে, তার ছোঁয়ায় গোলাপি আভা লাগে ভাসমান মেঘের গায়ে। তারপর আবার বদলে যায় রঙ, কমলা আর সোনালির খেলা চলে দূর আকাশে। সবার আগে প্রথম আলোর পরশ পায় গ্রে-বাট-এর সুউচ্চ চূড়া। এরপর ভোরের নরম আলোয় আড়মোড়া ভেঙে জেগে ওঠে নিচের সুপ্তিমগ্ন বসতি।

সকালে সূর্যের আলো গ্রে বাট-এর সর্বোচ্চ বিন্দু ছুঁতেই দুই ভাইকে নিয়ে শহর থেকে বেরিয়ে এলো ম্যাট রেগান। স্যাডল থেকে নামলো ওরা, ক্যাম্প করলো রাস্তার পাশে। অপেক্ষা করতে লাগলো। সিগারেট আর হুইসকি খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে রাস্তার দিকে তাকাচ্ছে পালা করে।

আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি নেই ম্যাটের, তবু এই মুহূর্তে কিঞ্চিৎ

ক্ষুব্ধ এবং বিরক্ত সে। বোতলে মুখ লাগিয়ে এক ঢোক হুইসকি খেয়ে ওর দিকে বোতল বাড়িয়ে ধরলো জনি। না দেখার ভান করলো ম্যাট।

'কাজটা ল্যুকের, ম্যাট?' জিজ্ঞেস করলো জনি।

'অবশ্যই। এটাই তো প্রথম নয়।'

এক শ্যাইয়্যান মেয়ের কথা আজও মনে আছে ম্যাটের, বেঁচে থাকার সৌভাগ্য বেচারির হয়নি; ল্যুককে বাধা দেয়ার চেষ্টা করেছিলো, তাতেই খেপে ওঠে সে, মারা যায় হতভাগিনী।

আরো কয়েকজন মেয়ের দুর্ভাগ্যের কথা জানে ম্যাট, অজানা আরো ঘটনাও আছে নিশ্চয়ই! ল্যুক আপন ভাই না হলে···

কিন্তু সে ওরই সহোদর ভাই, যেভাবে হোক তাকে ফাঁসির দড়ি থেকে রক্ষা করতেই হবে।

হোক না ভাই, তবু অস্বীকার করার জো নেই, ল্যুক একটা পাগলা কুকুর। উঠে দাঁড়ালো ম্যাট, বিরক্তির সঙ্গে একটা পাথরে লাথি হাঁকালো, বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো সামনের দিকে! দূরে ধুলোর মেঘ দেখা গেল না? নিশ্চিত হতে পারলো না ও। আরো কিছু মুহূর্ত একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সেদিকে।

আচমকা পাঁই করে ঘুরলো ম্যাট, ভারি চেহারায় একবার গ্রে বাট শহর আর একবার আকাশ ছোঁয়া বিশাল পাহাড়ের দিকে তাকালো। একটা বুদ্ধি বের করা দরকার। আবার শহরে ফেরার আগেই পরিকল্পনা খাড়া করতে হবে। দুর্ধর্ষ নির্মম কঠিন হলেও মাত্র পাঁচজনের একটা দলের পক্ষে গোটা শহরের মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। গ্রে বাট-এর মতো একটা জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরিতে তো

প্রশ্নই উঠে না।

কিন্তু শহরবাসীর সঙ্গে লড়তে এখানে আসেনি ওরা, এসেছে লুককে জেল থেকে বের করে নিয়ে যেতে।

অথচ মাথায় কিছু খেলছে না। কি করা যায়? গ্রে বাট পাহাড়ের দিকে তাকালো সে আবার। এরকম বিশাল পাহাড়ের নিচে কেন শহর গড়ে তুলতে গেল এরা? শীতের শেষে বরফ গলার সময় নিশ্চয়ই পাথর ধস নামে···সেটাই স্বাভাবিক···সোজা শহরের রাস্তায় গিয়ে পড়ার কথা ধসের···

চট করে বুদ্ধিটা পেয়ে গেল ম্যাট। ক্রূর হাসি ফুটে উঠলো তার ঠোঁটে, দৃষ্টিতে হিংস্রতা। 'হতচ্ছাড়া পাহাড়টার চূড়ায় ওঠা যায় না?'

গ্রে বাট-এর দিকে তাকালো মার্ক আর জনি। তিন ভাইয়ের মধ্যে মার্ক সর্ব-কনিষ্ঠ। 'ঘোড়ায় চেপে ওই ঢালটার শেষ মাথায় যেতে পারলে আর অসুবিধে হবে না। দেখে তো মনে হচ্ছে গা বেয়ে ওঠা সম্ভব। কেন?'

'এমনি।' চূড়ায় ওঠার দরকার কি?—ভাবছে ম্যাট—পাহাড়ের খানিকটা উঁচুতে উঠলেই তো চলে। ঘোড়ার পিঠে ঢাল বেয়ে রিফের গোড়ায় যেতে পারলে শহরবাসীরা ওদের মতলব টের পাবার আগেই কাজ হাসিল করা যাবে।

পাহাড়ের দিকে পলকহীন চোখে চেয়ে রইলো ম্যাট। আনুমানিক দুই তৃতীয়াংশ উচ্চতায় একটা তাক মতো দেখা যাচ্ছে, খাড়া পাহাড়ী দেয়ালের গোড়ায় খাঁজ-টাঁজ পেলে ওখানে ওঠা কঠিন হবে না।

ওই চাতালেই উঠতে হবে, স্থির করলো ম্যাট। অন্ধকারে উঠলে শহরের লোকেরা দেখতে পাবে না, অবশ্য দিনেই বা কে খেয়াল করতে যাচ্ছে? কয়েক বাক্স ডিনামাইট নিয়ে দুজন ওই তাকে উঠে বসলে···

আপনমনে হাসলো ম্যাট, ঘুরে আবার রাস্তার দিকে তাকালো। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখন ধুলোর মেঘ, ঠিক সামনে দুজন অশ্বারোহীকেও দেখতে পেলো সে।

এতদূর থেকে চেনার কথা নয়, কিন্তু ম্যাট জানে ওদের পরিচয়। ওরই দু'ভাই জেস আর লিনস আসছে।

দশ মিনিট পেরিয়ে গেল।

'ঠিক আছে,' হঠাৎ বলে উঠলো ম্যাট। 'ঘোড়ায় চাপ তোরা!'

সবার আগে স্যাডলে উঠে বসলো সে। হুইস্কিটুকু এক নিঃশ্বাসে শেষ করে বোতলটা ছুঁড়ে ফেললো জনি। পাথরে বাড়ি খেয়ে ভেঙে চুরচুর হয়ে গেল ওটা।

জেস আর লিনস এসে যোগ দিলো ওদের সঙ্গে। পাঁচ অশ্বারোহী একসঙ্গে ধীর গতিতে শহরের পথ ধরলো। দীর্ঘদেহী, একহারা গড়নের জেস, খোঁচা খোঁচা দাড়িতে ভর্তি গাল চুলকে পথের পাশে একটা ছুটন্ত গিরগিটির গায়ে তামাকের পিক ফেললো, ভাইদের মধ্যে সে-ই সবার বড়। 'লুক আবার কি করলো?' জানতে চাইলো নরম গলায়।

'এখানকার একটা মেয়েকে রেপ করেছে।'

সশব্দে অসন্তোষ প্রকাশ করলো জেস, অবশ্য তাকে অবাক হতে দেখা গেল না। 'তা ওকে বের করবি কি করে?'

'এখন সোজা জেনারেল স্টোরে যাচ্ছি আমরা, ডিনামাইটের কয়েকটা বাক্স নিতে হবে। স্বভাবতই বিক্রি করতে চাইবে না ওরা, সুতরাং কেড়ে নেবো। ডিনামাইটের বাক্সসহ গ্রে-বাট পাহাড়ে উঠে যাবে আমাদের দুজন, ঘোড়া নিয়ে নিচে অপেক্ষা করবে আরেকজন, দুজন থাকবে শহরে। তারপর শহরবাসীদের বলবো আমাদের দাবী মেনে নিতে, নইলে পুরো পাহাড়টা ধসিয়ে দেবো ওদের মাথার ওপর।'

'চমৎকার,' সায় দিলো জেস। 'কসম খোদার, ম্যাট, তোর বুদ্ধির তুলনা নেই!'

ডেলহ্যানটি'স মার্কেনটাইলের সামনে ঘোড়া থামিয়ে স্যাডল থেকে নামলো ম্যাট রেগান। 'জেস আর লিনস থাকো এখানে। জনি, তুই আর মার্ক আয় আমার সঙ্গে।'

সিঁড়ি বেয়ে সংকীর্ণ বারান্দায় উঠে এলো ওরা, তারপর দোকানে ঢুকলো।

দোকান খুলেছে বেশিক্ষণ হয়নি। খদ্দের দেখে বুড়ো দোকানি ডেলহ্যানটি বিশাল বপু নিয়ে এগিয়ে এলো।

'আমাদের কিছু ডিনামাইট চাই,' বললো ম্যাট। 'এই ধরো, পাঁচ বাক্স···ফিউজ আর ক্যাপও দিয়ো।'

সন্দেহভরা চোখে ম্যাটের দিকে তাকালো ডেলহ্যানটি। 'তোমরা এখানে নতুন?'

'হ্যাঁ।'

ডিনামাইট দিয়ে কি করবে?'

হোলস্টার থেকে চট করে পিস্তল বের করলো ম্যাট রেগান,

পেছনে নিয়ে এলো হ্যামার। 'ফিউজ আর ক্যাপসহ পাঁচ বাক্স ডিনামাইট চাই, কত দিতে হবে?'

'ডিনামাইট কিনতে হলে শেরিফের অনুমতি লাগবে।'

'তাহলে জোর করেই নিতে হচ্ছে। রেখেছো কোথায়?'

জবাব দিলো না ডেলহ্যানটি, একগুঁয়ে ভাব ফুটে উঠলো তার চেহারায়।

'গায়ে হাত তুলতে আমাকে বাধ্য করো না, মিস্টার,' নরম গলায় বললো ম্যাট রেগান।

ম্যাটের বিরক্ত চেহারার দিকে তাকালো ডেলহ্যানটি, কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো, 'বেশ, দোকানের পেছনে চলো।'

'মার্ক, তুই এখানে থাক,' বললো ম্যাট।

'আচ্ছা।'

আবার ডেলহ্যানটির দিকে তাকালো ম্যাট। 'চাবি নাও,··· চলো।'

মালপত্রে ভর্তি একটা কামরায় ঢুকলো ওরা, গোটা ছয়েক চটের খালি বস্তা তুলে নিলো ম্যাট, ডেলহ্যানটির পিছু পিছু আরেকটা ছোট কামরার সামনে এসে দাঁড়ালো।

বস্তাগুলো জনির হাতে দিলো ম্যাট, চকিতে একবার ওর দিকে তাকালো ডেলহ্যানটি, তারপর তালা খুলে দিলো দরজার।

'বাক্স বের করে আনো,' আদেশ করলো ম্যাট।

নীরবে নির্দেশ পালন করলো দোকানি।

'ফিউজ আর ক্যাপ কোথায়, দোকানে?' জানতে চাইলো ম্যাট।

হ্যাঁ।'

'আচ্ছা। বাক্সগুলো ভেঙে ফেলো দেখি।'

আবার ঘরে ঢুকলো ডেলহ্যানটি, কয়েক সেকেণ্ড পর একটা 'পিনচ বার' হাতে ফিরে এলো। ওটার সাহায্যে একে একে খুলে ফেললো বাক্সগুলো। ম্যাটও হাত লাগালো। বাক্স খোলার পর ডিনামাইটগুলো সঙ্গে আনা চটের বস্তায় ভরে ফেললো। লাথি মেরে দূরে সরিয়ে দিলো খালি বাক্স। দরজায় তালা মারলো ডেলহ্যানটি।

'তুমি দুটো বস্তা নাও, দোকানদার সাহেব,' বললো ম্যাট। 'জনি, তুই দুটো নে। বাকি দুটো আমি নিচ্ছি।'

ডেলহ্যানটি আর জনি চারটে ডিনামাইটের বস্তা কাঁধে তুলে নিলো। ডানহাতে পিস্তল উঁচিয়ে রেখে বাঁহাতে দুটো বস্তা নিলো ম্যাট। আবার দোকানের মূল অংশে ফিরে এলো ওরা। মার্ক অপেক্ষা করছিলো, ম্যাট তাকে বললো, 'মার্ক, তুই আর জনি এগুলো বাইরে নিয়ে যা। আমি ফিউজ আর ক্যাপ নিয়ে একটু পর আসছি।'

বস্তাসহ বেরিয়ে গেল দুভাই। ডেলহ্যানটির দিকে চোখ ফেরালো ম্যাট। 'এবার ফিউজ আর ক্যাপ, জলদি!'

জবাব না দিয়ে পথ দেখিয়ে ম্যাটকে দোকানের পেছন দিকে নিয়ে এলো ডেলহ্যানটি। দেয়ালের সঙ্গে লাগানো বুক সমান উঁচু একটা বাক্সের তালা খুলে ম্যাটকে বড় আকারের একটা ফিউজের কয়েল আর ক্যাপের খুদে বাক্স বের করে দিলো। তালা লাগানোর জন্যে ঘুরে দাঁড়ালো সে। এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিলো ম্যাট,

পিস্তলটা উল্টো করে ধরে সজোরে দোকানির মাথায় নামিয়ে আনলো বাঁটটা।

জ্ঞান হারিয়ে নিঃশব্দে লুটিয়ে পড়লো ডেলহ্যানটি ম্যাটের পায়ের কাছে। নিমেষে পিস্তল হোলস্টারে রেখে ঘুরে দাঁড়ালো ম্যাট, দোকান ছেড়ে বেরিয়ে এলো। 'চল, যাওয়া যাক,' ভাইদের বললো।

স্যাডলে চেপে বসলো ম্যাট। বাটস্ট্রীট ধরে এগোলো পাঁচ ঘোড়সওয়ার। রাস্তাটা যেখানে দুভাগ হয়েছে, ওখান থেকে আঁকাবাঁকা সংকীর্ণ একটা ট্রেইল পাহাড়ের খাড়া ঢালের দিকে গেছে। সরলরেখার ট্রেইল ধরে এগিয়ে চললো ওরা।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে পাহাড়ী দেয়ালের পাদদেশে পৌঁছে গেল পাঁচজন। ঘোড়ার পিঠ থেকে নামলো।

'রাইফেলটা বের কর, লিনস,' বললো ম্যাট। 'আমি যতক্ষণ না আসছি, শহরের দিকে কড়া নজর রাখবি।'

ফিউজের কয়েল একটা বস্তায় ঢোকালো ম্যাট, দড়ির গোছা খুলে নিলো স্যাডল থেকে। তারপর একটা পাহাড়ী খাঁজ বেয়ে উঠতে শুরু করলো।

কোথাও এক ফুট কোথাও তিনফুট প্রশস্ত খাঁজটা, জায়গায় জায়গায় মসৃণ পাথর মানুষের আনাগোনার প্রমাণ দিচ্ছে। শহরের ছোট ছেলেমেয়েরা সম্ভবত খেলতে আসে এখানে, ভাবলো ম্যাট।

অল্প আয়াসে খাঁজ বেয়ে উঠে চললো সে, মিনিট দশেক বাদে সে-ই চাতালে পৌঁছুলো। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলো, তারপর কাঁধ

থেকে দড়ি নামিয়ে ওটার প্রান্ত ছেড়ে দিলো নিচে, পঁয়ত্রিশ ফুট দীর্ঘ দড়ি সরসর করে নেমে গেল। ডিনামাইটের বস্তা বেঁধে দিতে পারবে ওরা সহজেই।

একটা বস্তা ওপরে তুললো ম্যাট, তারপর আরেকটা, সাত আট মিনিট লাগলো সবগুলো বস্তা পাহাড়ী চাতালে তুলতে।

চিৎকার করে জনির উদ্দেশে ম্যাট বললো, 'তুই আর মার্ক উঠে আয়, জনি! তোরা এখানে থাকবি। পরে তোদের খাবার আর পানি দিয়ে যাবো!'

জনি আর মার্ক চাতালে উঠে এলো। যদ্দুর সম্ভব সতর্কতার সঙ্গে ডিনামাইট বসানো শুরু করলো ম্যাট। চটের বস্তার সাহায্যে প্রথমে খাঁজের ভেতর বিস্ফোরক বসানোর জায়গা তৈরি করলো, সযত্নে তার ওপর সবগুলো ডিনামাইট রাখলো। একটা ক্যাপ-এ ফিউজের প্রান্ত ঢুকিয়ে দাঁতে চেপে শক্ত করে আটকে দিলো, নরম ডিনামাইটের একটা শলায় ঢোকালো ক্যাপটা। স্তূপীকৃত ডিনামাইটের সঙ্গে পাথরচাপা দিয়ে ফিউজ-যুক্ত ডিনামাইটটা রাখলো। চাতালের ওপর তার ছড়িয়ে দশ মিনিট আন্দাজ সময় স্থির করলো। ভেবেচিন্তে সময় নির্ধারণ করেছে সে। ফিউজে আগুন জ্বালানোর পর বিস্ফোরণের আগেই কেটে পড়তে পারবে মার্ক আর জনি, কিন্তু ওরা নামার পর আগুন নেভানোর সুযোগ পাবে না কেউ।

পিছিয়ে এসে ফিউজের তার যেখানে খাঁজ থেকে বেরিয়ে এসেছে, সেখানে তারের ওপর পাথর চাপা দিলো ম্যাট—অপ্রত্যাশিতভাবে খুলে আসবে না ওটা। জনির দিকে তাকালো

সে এবার। 'ম্যাচ আছে?' জিজ্ঞেস করলো।

মাথা দোলালো জনি।

'পরপর তিনবার গুলি ছুঁড়ে একটু থেমে আবার দুবার গুলি করবো আমি,' বললো ম্যাট, 'তাহলেই বুঝবি ফিউজে আগুন দিতে বলছি। আগুন জ্বেলেই নেমে যাবি তোরা। সোজা স্যান্তা রোসায় চলে যাবি, অপেক্ষা করবি আমাদের জন্যে।'

'ঘোড়া?'

'তিনটে ঘোড়া নিয়ে লিনস থাকবে নিচে।'

'ও, হ্যাঁ।'

খাঁজ বেয়ে নামতে শুরু করলো রেগান? 'সঙ্কেত দেয়ার দরকার নাও হতে পারে। তবু বলা যায় না, হাতের কাছে দেশলাই তৈরি রাখিস।'

'আচ্ছা।'

নিচে নেমে এলো ম্যাট। 'লিনস, তুই ঘোড়া নিয়ে এখানে অপেক্ষা কর। যদি দেখিস শহর থেকে কেউ পালাতে যাচ্ছে, তার পায়ের সামনে কয়েকটা গুলি ছুঁড়বি, সাবধান করার জন্যে, তাতে না থামলে দিবি খতম করে।'

মাথা দুলিয়ে সায় দিলো লিনস।

'খাবার আর মদের বোতলের ব্যবস্থা করছি আমি।'

'ঠোকা, ম্যাট।'

জেসের উদ্দেশে মাথা দোলালো ম্যাট। 'চলো, জেস। এবার আরেকবার দেখা করতে হয় ভদ্রলোকের সঙ্গে।'

ঘোড়ায় চাপলো দুভাই। সপিল ট্রেইল ধরে নিচে নেমে এলো,

ঢুলকি চালে এগোলো জেলখানার দিকে। শেরিফের অফিসের সামনে ঘোড়া থামালো ম্যাট, চিৎকার করে ডাকলো, 'শেরিফ! ডেপুটি! কই, বাইরে এসো! কথা আছে!'

জেল থেকে বেরিয়ে সতর্ক ভঙ্গিতে রাস্তায় নেমে এলো স্টোন আর ক্লিফ ক্যারেল।

ওই বাট পাহাড়ের দিকে ইঙ্গিত করলো ম্যাট। 'ওদিকে দেখো। পাঁচ বাক্স ডিনামাইট আগলে আমার ভাই বসে আছে, নিচে অপেক্ষা করছে লিনস।'

ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেল স্টোনের চেহারা, প্রায় কেঁদে ফেললো সে। 'ইয়া খোদা! তোমরা কি...!'

পিশাচের মতো হেসে উঠলো ম্যাট। 'এক সাথে পাঁচ বাক্স ডিনামাইট ফাটলে কি হবে জানো! পুরো পাহাড়টা সরসর করে নেমে আসবে। ঠিক বলেছি কিনা, শেরিফ? ঠিক শহরের ওপর পড়বে আস্ত পাহাড়!'

'তোমরা...'

'পারবো না বলছো?' ম্যাটের চোখে ঠাণ্ডা দৃষ্টি। 'ভালো করেই জানো তুমি, পারবো।'

দাঁতে দাঁত চাপলো ক্লিফ ক্যারেল। 'চাও কি তোমরা?'

'বলে দিতে হবে? ল্যুকের মুক্তি। চাই চব্বিশ ঘণ্টা বিনা বাধায় এগোনোর সুযোগ।'

'আমরা কি করে তার নিশ্চয়তা দেবো? শহরের লোকজন...'

আবার কর্কশ স্বরে হেসে উঠলো ম্যাট রেগান। 'মাথার ওপর এতগুলো ডিনামাইট নিয়ে কেউ আমাদের ধাওয়া করতে যাবে

বলে মনে হয় না।' হঠাৎ নতুন একটা ধারণা খেলে গেল তার মাথায়। 'ল্যুককে বরং আদালতেই সোপর্দ করো,' বললো সে, 'এই অবস্থায় বেকসুর খালাস পেয়ে যাবে। তা জজ মিয়া আসছে কখন?'

'আজ রাতে কিংবা কাল ভোরে। কাল সকাল দশটায় কোর্ট কাজ শুরু করবে।'

'তাহলে আমাদের কথাটা সবাইকে জানিয়ে দিয়ো। শহরবাসী বাস্তব অবস্থা জানুক। কয়েকজনের নায়ক হবার খায়েশ বা বোকামির কারণে ডিনামাইট ফাটাতে হলে দুঃখের আর শেষ থাকবে না।'

ম্যাট রেগানের দিকে তাকালো ক্লিফ, নরম গলায় বললো, 'এভাবে পার পাবে না, রেগান। জানি না কিভাবে, কিন্তু তোমাকে আমি রুখবোই!'

'চেষ্টা করতে থাকো, ডেপুটি, সেই সঙ্গে মাথার ওপর ওই পাহাড়টার কথাও মনে রেখো। চলি, আবার দেখা হবে।'

তেরো

চলে গেল ম্যাট আর জেস, ওদের গমনপথের দিকে চেয়ে রইলো ক্লিফ ফ্যারেল। চোখ ছোটো-ছোটো হয়ে গেছে, রাগে ফেটে পড়তে চাইছে ও, সেই সঙ্গে অসহায় বোধ করছে।

'প্যাঁড়াকলেই পড়া গেছে,' বললো জেস স্টোন।

'এত সহজে হাল ছাড়ছি না,' বললো ক্লিফ। 'প্রয়োজনে ব্যাটাকে নিজহাতে খুন করবো!'

'সে সুযোগ তুমি একবার পেয়েছিলে।'

'জানি,' চোখ রাঙিয়ে শেরিফের দিকে তাকালো ক্লিফ। দ্রুত চিন্তা চলছে মাথায়, কিন্তু সমস্যার সমাধান পাচ্ছে না। কি করার আছে? পাহাড়চূড়ায় একসঙ্গে পাঁচ বাক্স ডিনামাইট ফাটলে গ্রে বাট শহরের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে, মাটির সঙ্গে মিশে যাবে বসতবাড়ি, প্রাণ হারাবে অসংখ্য মানুষ।

'খবরটা সবাইকে জানিয়ে আসি,' বললো স্টোন।

'হুড়দাড় করে পালাতে শুরু করবে লোকে।'

'যদি কাউকে শহরের বাইরের যাবার সুযোগ দেয়া হয়।' গ্রে বাট পাহাড়ের দিকে তাকালো জেস স্টোন। তারপর ঘুরে মন্থর পদক্ষেপে হাঁটতে শুরু করলো। হোটেলের দিকে তাকালো ক্লিফ। বারান্দার খুঁটিতে এক টুকরো কাগজ সাঁটছে ম্যাট, রেগান সরতেই চারপাশে ভিড় জমে উঠলো। কাগজটা পড়া শেষ হলে একসঙ্গে সন্ত্রস্ত চেহারায় পাহাড়ের দিকে তাকালো সবাই। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে পাহাড়ী চাতালে বসা ম্যাটের দুভাইকে।

শেরিফকে দেখে শোরগোল তুলে ছুটে এলো ওরা। জনতাকে শান্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা চালালো স্টোন। জেলভবনে ফিরে এলো ক্লিফ, সজোরে লাথি হাঁকিয়ে দরজা আটকালো।

খাঁচায় বন্দী বাঘের মতো দশ পনেরো মিনিট অবিরাম কামরার একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পায়চারি করে বেড়ালো। অসম্ভব একেকটা বুদ্ধি আসছে মাথায়, সঙ্গে সঙ্গে নাকচ করে দিচ্ছে, গোলক ধাঁধায় পড়ে খাবি খাচ্ছে ও, চোখে অন্ধকার দেখছে। ম্যাটের পরিকল্পনায় ফাঁক নেই, ঠেকাবে কিভাবে?

আচমকা দড়াম করে দড়জা খুলে গেল, এলোমেলো পায়ে ভেতরে ঢুকলো ডেলহ্যানটি, মুখের একপাশে রক্তের দাগ, মাথার চুল শুকনো রক্তে জট পাকিয়ে গেছে। চেহারায় যন্ত্রণার ছাপ, দৃষ্টিতে ক্রোধ। 'ক্লিফ, ওরা…পাঁচ বাক্স ডিনামাইট কেড়ে নিয়ে গেছে ওরা…অজ্ঞান করে ফেলে গিয়েছিল আমায়…জ্ঞান ফিরতেই খবরটা জানাতে ছুটে এসেছি…'

'আগেই জানতে পেরেছি…'

'তাহলে শয়তানগুলোকে ধরছো না কেন? তুমি না অফিসার?

'একটু এদিকে এসো, ডেলহ্যানটি···' এগিয়ে গিয়ে দরজা খুললো ক্লিফ, নেমে এলো রাস্তায়। সন্দিগ্ধ চেহারায় অনুসরণ করলো বুড়ো দোকানি। গ্রে বাট-এর দিকে ইঙ্গিত করলো ডেপুটি। 'ওইযে, পাহাড়ে উঠে বসেছে ওদের দুজন। ডিনামাইটগুলো ওখানে। ঘোড়া নিয়ে একজন অপেক্ষা করছে নিচে।'

আতঙ্কে বিস্ফারিত হলো ডেলহ্যানটির চোখজোড়া। 'কেন? কি চায় ওরা?'

মাথা নেড়ে জেলভবনের দিকে ইশারা করলো ফ্যারেল। 'ল্যুকের ভাই ওরা, ওকে ছাড়িয়ে নিতে এসেছে।'

'কি করবে বলে ভাবছো?'

'জানি না। কিছু ঠিক করিনি।'

পাহাড়ের দিকে সম্মোহিতের মতো চেয়ে রয়েছে ডেলহ্যানটি, চোখজোড়া কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। 'পাঁচ বাক্স ডিনামাইট! ইয়া আল্লাহ!'

'কি রকম ক্ষতি হতে পারে?'

'প্রায় পুরো পাহাড়টাই নেমে আসবে! মোট কথা কবর হয়ে যাবে আমাদের!'

'প্রথম আঘাতটা কোথায় লাগবে?'

'বাট স্ট্রীটের মাথায়।'

'আমিও তাই ভেবেছি।' ওখানেই সোনিয়াদের বাড়ি।

ঘাড় ফিরিয়ে ক্লিফের দিকে তাকালো ডেলহ্যানটি, তারপর ঘোরলাগা লোকের মতো বিড়বিড় করতে করতে এলোমেলো পা ফেলে সামনে এগোলো। 'পাগল! বদ্ধ উন্মাদ! আমি গেলাম···

এখানে আর থাকা যাবে না!'

চোখ কুঁচকে ডেলহ্যানটির গমনপথের দিকে চেয়ে রইলো ক্লিফ। কয়েক হাজার টন পাথরচাঁইয়ের ধস সরাসরি সোনিয়াদের বাড়ির ওপর পড়বে ভাবতেই দুহাত মুষ্টিবদ্ধ হলো ওর। শিগগির ওদের সরিয়ে আনতে হবে, ও বাড়িতে থাকা নিরাপদ নয়।

অবশ্য, আপনমনে বললো ক্লিফ, এই মুহূর্তে বিপদের আশঙ্কা নেই, তাড়াহুড়ো করে ডিনামাইট ফাটাতে যাবে না ম্যাট। শহরবাসীরাও এমন কিছু করবে না যাতে অজুহাত পায়।

সুযোগ যখন পেয়েছিলো তখনই ল্যুককে হত্যা করা উচিত ছিলো, ভাবলো ক্লিফ। এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে, ল্যুককে আটক রাখতে গেলে শহর ধ্বংসের ঝুঁকি নিতে হবে।

এদিকে আবার উধাও হয়েছে স্টোন। উত্তেজিত ভীত জনতা পথে নেমে পড়েছে। ডেল পোমরয় হাইট আর হোটেল ক্লার্ক হিউগে স্নিদারসসহ দশ বারোজনের একটা দল দৌড়ে এলো ক্লিফের দিকে। ফুট দশেক দূরে থাকতেই রুদ্ধশ্বাসে চেঁচিয়ে উঠলো পোমরয়। 'ওকে ছেড়ে দাও, ক্লিফ! নইলে সবাইকে মরতে হবে!'

'উঁহু,' মাথা নাড়লো ফ্যারেল। 'ওকে আমি ছাড়বো না। আদালতে দাঁড়াতেই হবে বদমাশটাকে।'

'কিন্তু ওরা···'

'কিচ্ছু করবে না। ল্যুক যতক্ষণ জেলে আছে, বিপদের আশঙ্কা

নেই। ওরা স্রেফ ল্যুকের ফাঁসি ঠেকাতে চাইছে—আর কিছু না।'

'ওকে বরং ছেড়েই দাও! আমরা কি ছাই জানতাম যে⋯!'

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে জনতার দিকে তাকালো ক্লিফ। 'কালই না ওকে ঝোলানোর জন্যে খেপে উঠলে তোমরা? ওকে ছিনিয়ে নিয়ে ফাঁসি দেয়ার জন্যে মেরে বেহুঁশ করে দিলে আমায়! আজ আবার উল্টে গেলে কেন? ল্যুক ফেরেশতা হয়ে গেল? না ভয়ে নীতি পাল্টালে?'

পোমরয়সহ কয়েকজনের চেহারা লাল হলো। মুখ তুলে ক্লিফের দিকে তাকালো পোমরয়। 'যা খুশি ভাবতে পারো, কিন্তু এক লোককে নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া করতে গিয়ে পুরো শহরকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়ার কোনো মানে হয় না।'

রাস্তার দিকে সামনে তাকালো ক্লিফ। সোনিদের বাড়ির কাছাকাছিই পোমরয়ের বাড়ি, পাহাড় ধসের পথে পড়বে। 'রেগানের বিচার হবেই,' গোঁয়ারের মতো বললো ও। 'অপরাধী সে, শাস্তি তাকে পেতে হবে।'

রক্ত সরে শাদা হয়ে গেল পোমরয়ের চেহারা। পালা করে একবার রাস্তা আর একবার ক্লিফের দিকে তাকালো। 'বউ বাচ্চা নিয়ে এখুনি চলে যাচ্ছি আমি এখান থেকে!' কাঁপা গলায় বলে উঠলো সে।

ঘুরে দাঁড়ালো পোমরয়, সঙ্গীদের ঠেলে এগোলো, দৌড় দিলো বাড়ির দিকে। ক্লিফের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ চেহারার দিকে তাকালো অন্যরা, তারপর পোমরয়ের মতো যার যার বাড়ির পথ ধরলো। আরো অনেকে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটোছুটি করছে রাস্তায়।

স্টোন কোথায় গেছে কে জানে। লোকটা থাকলে ভালো হতো, ভাবলো ফ্যারেল, বিপদ সম্পর্কে সোনিদের সতর্ক করা দরকার, কিন্তু আসামীদের একা ফেলে কোথাও যাবার সাহস হচ্ছে না।

হঠাৎ ঘোড়ার খুরের শব্দে চমকে তাকালো ক্লিফ। ধুলো উড়িয়ে দ্রুত ছুটে এলো একটা বাকবোর্ড, ক্লিফকে পেরিয়ে গেল, অপ্রতিহত গতিতে ছুটলো শহর সীমান্তের দিকে। গ্রে বাট-এর চূড়ার দিকে তাকালো ক্লিফ, রাইফেলের নলে রোদের প্রতিফলন দেখলো, পরমুহূর্তে ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা দিলো ওখানে। চট করে বাকবোর্ডের দিকে চোখ ফেরালো ও। ঠিক তখনই মাটিতে লুটিয়ে পড়লো ঘোড়াটা। একদিকে কাত হয়ে গেল বাকবোর্ড, কাঁকড়ার মতো পিছলে এগিয়ে গেল বেশ খানিকটা। দুজন যাত্রী ছিটকে পড়লো, সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো মেয়েটা ছুটে এলো নিঃসাড় লোকটার কাছে।

মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত করলো ফ্যারেল। ভালো একটা রাইফেল থাকলে⋯পাহাড়ের নিচের লোকটা মাত্র শতিনেক গজ দূরে ⋯কিন্তু তাকে মেরে ওপরের দুজনকে ঘায়েল করার আগেই বদমাশগুলো তারে আগুন ধরিয়ে দেবে। তাছাড়া এখান থেকে ওদের গুলি লাগানো যাবে, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

ঘুরে উল্টানো বাকবোর্ডের দিকে দৌড়ে গেল ফ্যারেল। চরকির মতো এখনো ঘুরছে একটা চাকা। জবাই করা মুরগীর মতো দাপাদাপি করছে আহত ঘোড়াটা, উঠতে পারছে না।

মেয়েটিকে চিনতে পারলো ক্লিফ, ডেলা ব্রনসন। অচেতন লোকটি তার স্বামী, এড ব্রনসন। ব্রনসনের পাশে হাঁটু গেড়ে

বসেছে ডেলা, ধুলো রক্তের আস্তরণ ওর মুখে, এখানে ওখানে ছিঁড়ে গেছে পোশাক।

ডেলার মুখোমুখি হয়ে ব্রনসনের অন্যপাশে বসে পড়লো ক্লিফ। স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাস চলছে এডের। তীক্ষ্ণ চোখে ওর মাথা পরীক্ষা করলো ক্লিফ। কানের কাছে একটু চামড়া কেটে গেছে, আর কিছু না।

'চিন্তার কিছু নেই, ম্যাম,' বললো ও, 'হঠাৎ চোট লাগায় জ্ঞান হারিয়েছে। দাঁড়াও ওকে বাড়ি পৌঁছানোর ব্যবস্থা করছি, অপ্রয়োজনে আর বাইরে এসো না, ঠিক আছে?'

'ওদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে হাত গুটিয়ে বসে আছো কেন—?'

'লোকজন যতক্ষণ শহরে থাকছে, ওরা চুপচাপ থাকবে। ল্যুককে বের করে নিয়ে যেতে চাইছে তার ভাইয়েরা।'

'ছেড়ে দাও!'

'কাল রাতে এডসহ আরো কয়েকজন রেগানকে ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে আমাকে প্রায় খুন করে ফেলছিলো,' বললো ক্লিফ, 'আর তুমি বলছো তাকে ছেড়ে দিতে?'

দ্বিধার ছাপ পড়লো ডেলার চেহারায়। সোজা হয়ে দাঁড়ালো ক্লিফ। ইতিমধ্যে ভিড় জমতে শুরু করেছে, ব্রনসনকে বাড়ি পৌঁছে দেয়ার জন্যে অনুরোধ করলো জনতাকে। তারপর আহত ঘোড়ার সামনে এসে দাঁড়ালো ও, কপাল লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লো পিস্তল থেকে, স্থির হয়ে গেল অবোধ জানোয়ারটা।

তুফান বেগে ঘোড়া হাঁকিয়ে ছুটে এলো এক লোক। চেঁচিয়ে

তাকে থামতে অনুরোধ করলো ফ্যারেল। কিন্তু কে শোনে কার কথা, ঝড়ের মতো ওকে পাশ কাটিয়ে গেল সে! পাহাড়চূড়ায় আবার রাইফেল গর্জালো প্রচণ্ড শব্দে। ধুলো ছিটকে উঠলো ছুটন্ত ঘোড়ার পায়ের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে লাগাম টেনে ঘোড়া থামালো সওয়ারী, সাঁই করে ঘুরলো, আবার ক্লিফদের দিকে ফিরে এলো, চলে গেল যে-পথে আসছিলো সে-পথে। ক্লিফ শুনলো লোকটা বিড়বিড় করছে, 'রাত হোক, অন্ধকারে লুকিয়ে ঠিক পালাবো!'

অফিসে চলে এলো ফ্যারেল। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছে পুরো জনপদে, দ্বিধায় ভুগছে সবাই; পালাতে গেলে গুলি খেতে হবে, বুঝিয়ে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা; আবার শহরে থাকাও নিরাপদ নয় মোটেই। ভয়ের কথা, নতি স্বীকার করবে না সাফ সাফ বলে দিয়েছে ক্লিফ।

জেলভবনের পেছন থেকে বেরিয়ে এলো জেস স্টোন। আতঙ্কে বিহ্বল জনতার দিকে একনজর তাকিয়ে ধূর্ত দৃষ্টি ফেরালো ক্লিফের দিকে।

'কোথায় ছিলে?' জিজ্ঞেস করলো ফ্যারেল।

'বাসায়। ভেবেছিলাম ছেলেমেয়েসহ ওকে বাইরে পাঠিয়ে দেবো, কিন্তু···'

'এখানে একটু থাকতে পারবে?'

মুহূর্তের জন্যে ভয়ের ছাপ পড়লো শেরিফের চোখে।

'না পালাবো না,' ওকে আশ্বস্ত করলো ক্লিফ। 'একটু সোনিদের বাড়িতে যাবো। ওদের সরিয়ে আনা জরুরি, ডিনামাইট

ফাটলে সবার আগে ওরাই বিপদে পড়বে।'

'ঠিক আছে, যাও।' স্টোনের কণ্ঠে স্পষ্ট স্বস্তির ছাপ।

হাঁটতে হাঁটতে সোনিয়াদের বাড়ির দিকে এগোলো ক্লিফ ফ্যারেল। মাঝে মাঝে গ্রে বাট পাহাড়ের দিকে চাইছে। ইচ্ছে করছে ছ'সাতজন লোক নিয়ে গা ঢাকা দিয়ে এগিয়ে যায়, শেষ করে দিয়ে আসে ওদের। কিন্তু ভীষণ ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে কাজটা। চেষ্টা করলে শ'দু'য়েক গজ কাছাকাছি যাওয়া যাবে হয়তো, তারপরই ওদের চোখে ধরা পড়তে হবে। আত্মরক্ষার জন্যে স্রেফ চাতালের ওপর শুয়ে পড়বে ওরা, তারপর আগুন লাগিয়ে দেবে ডিনামাইটের সলতেয়। সর্বনাশ হয়ে যাবে।

কিন্তু রাতে···ভাবলো ক্লিফ···ট্রেইল বেয়ে উঠে আচমকা হামলা চালিয়ে ঘোড়াঅলাকে বন্দী করে···হ্যাঁ, সম্ভব তারপর চাতালে উঠে বাকি দুজনকেও পাকড়াও করা যাবে···কিন্তু ব্যর্থতার সমূহ আশঙ্কা···অন্য কোনো উপায় দেখতে হবে।

একটা চটের বস্তা আর দুটো ক্যানটিন নিয়ে ম্যাট রেগান ট্রেইল ধরে এগিয়ে যাচ্ছে, দেখলো ক্লিফ। চাতালের নিচে ঢালের মাথায় ঘোড়া থামিয়ে স্যাডল থেকে নামলো ম্যাট। ওপর থেকে রশি নেমে এলো, খানিক পরেই বস্তা আর ক্যানটিন সহ উঠে গেল আবার।

আবার ঘোড়ায় উঠে বসলো ম্যাট রেগান। ফিরতি পথ ধরলো। সোনিদের বাড়ির ঠিক সামনে মুখোমুখি হলো ওরা।

'কি ঠিক করলে, ডেপুটি ?' জিজ্ঞেস করলো ম্যাট।

'কিছু না। আমি জানি, ল্যুক যতক্ষণ জেলে আছে, ডিনা-

মাইট ফাটানোর ঝুঁকি তোমরা নেবে না। তাহলে তাকেও মরতে হবে।'

এতোটুকু ম্লান হলো না ম্যাটের হাসি, তবে দুচোখের দৃষ্টিতে কাঠিন্য ফুটলো। 'তোমার ঘাড়ের রগ কি করে সোজা করতে হবে আমি জানি।'

'তাহলে আর কি, চেষ্টা করো!'

জবাব দিলো না ম্যাট, ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে একবার ওর দিকে তাকালো, তারপর আবার নিজের পথ ধরলো।

সোনিয়াদের দরজায় টোকা দিলো ক্লিফ। দরজা খুললো সোনির মা। ক্রুদ্ধ চেহারা। কিন্তু সে মুখ খোলার আগেই বাধা দিলো ক্লিফ। 'চুপ থাকুন! আপনার বকবকানি শুনতে আসিনি। এসেছি জরুরি একটা কথা বলতে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেরিয়ে পড়ুন এখান থেকে, আপনাদের মাথার ওপর পাঁচ বাক্স ডিনামাইট আগলে দুই বদমাশ বসে আছে পাহাড়ে। ল্যুক রেগানকে না ছাড়লে পুরো গ্রে বাট ধসিয়ে দেয়ার হুমকি দিয়েছে ওরা।'

ফ্যাকাশে হয়ে গেল মিসেস ম্যাকনেয়ারের মুখ, চট করে ঘুরে দাঁড়ালো। 'জুলস! সোনি!' চিৎকার জুড়ে দিলো সে, 'শিগগির এসো! তাড়াতাড়ি! শোনো ক্লিফ কি বলছে!'

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামলো সোনিয়া আর জুলস ম্যাকনেয়ার। একই কথার পুনরাবৃত্তি করলো ক্লিফ। ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকালো সোনিয়ার দিকে। ওর দুচোখের তারায় এখন সেই শূন্যতা নেই। কিন্তু ক্লিফের দিকে সরাসরি তাকালো না সোনি।

'এক্ষুনি বেরিয়ে যাবো আমরা,' বললো সোনির বাবা। 'আপাতত টেইলরদের ওখানেই উঠবো।'

ঈষৎ মাথা দোলালো ফ্যারেল। 'যত চাপই আসুক, নিশ্চিত থাকুন, ল্যুক রেগানকে ছাড়ছি না,' বললো ও।

চোদ্দ

গেটের সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো ক্লিফ, ভাবলো এখুনি ছুটে আসবে সোনি, একা ছুটি কথা বলবে ওর সঙ্গে। কিন্তু ওকে নিরাশ করে বাবা মায়ের সঙ্গে বেরিয়ে এলো সোনিয়া। একসঙ্গে দক্ষিণে টেইলরদের বাড়ির পথ ধরলো, সবার হাতে একটা করে ব্যাগ রয়েছে।

অনিচ্ছার সঙ্গে আবার অফিসের দিকে পা বাড়ালো ক্লিফ, মাঝপথে একবার থেমে গ্রে-বাট পাহাড়ের দিকে তাকালো।

চাতালের দেয়ালে ঠেস দিয়ে অলস ভঙ্গিতে বসে আছে ল্যুকের দুভাই, অবিরাম সিগারেট ফুঁকছে। সকালের রোদ সরাসরি ওদের চোখে পড়ছে, তাই টুপি নামিয়ে চোখ আড়াল করে রেখেছে।

অপর ভাইটি নিচে রাইফেলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখছে এদিকে।

শহরের পথঘাট বিস্ময়কররকম নির্জন। রনসন নাজেহাল হওয়ায় পালানোর উৎসাহে ভাটা পড়েছে। জেলভবনের কাছে এখনো একই ভঙ্গিতে পড়ে রয়েছে বাকবোর্ড আর নিহত ঘোড়াটা।

অফিসে পৌঁছুলো ক্লিফ, ভবনের সামনে বেনচে বসে পাইপ টানছে স্টোন। তার পাশে বসে পড়লো, পকেট থেকে কাগজ-তামাক বের করে সিগারেট বানিয়ে ধরালো। 'কাউকে দেখছি না, সবাই গেল কোথায়?' জিজ্ঞেস করলো।

'হোটেল লবিতে, মিটিং করছে।'

'কি ব্যাপারে?'

'আমাদের রাজি করানোর উপায় বের করতে···'

'···যাতে ল্যুকদের ছেড়ে দিই?' বললো ক্লিফ, 'আমরা রাজি না হলে?'

'রাত নামলেই এখান থেকে পালানোর চেষ্টা করবে সবাই।'

'ম্যাট বাধা দেবে।'

'কিভাবে?'

'একটা বুদ্ধি ঠিক বের করবে শয়তানটা,' বললো ক্লিফ, একটু থামলো ও। 'মিটিংয়ে আমাদের কারো থাকা উচিত ছিলো না?'

'তা ঠিক, যেতে চাও?'

উঠে দাঁড়ালো ক্লিফ। নানা জনের অনুযোগ অভিযোগের মুখোমুখি হতে হবে বলে যেতে ইচ্ছে করছে না, কিন্তু না গিয়ে উপায় নেই। হোটেলে পৌঁছে সোজা লবিতে ঢুকে পড়লো ও।

সত্তর-পঁচাত্তর জন লোক জমায়েত হয়েছে লবিতে, অধিকাংশই পুরুষ। মাথায় পট্টি বাঁধা ডেলহ্যানটি, ডাক্তার বোনার, ডেল পোমরয়, লেক্স মেসি, ফ্র্যাংক হাইট, সস্ত্রীক আহত এড ব্রনসন—সবাই উপস্থিত। ক্লিফকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠলো পোমরয়। 'কথা না বাড়িয়ে এবার একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছুনো দরকার!' ক্লিফের

দিকে ইঙ্গিত করলো সে। 'ওই তো ডেপুটি এসে গেছে! কি করবে ঠিক করলে, ক্লিফ? রেগানকে ছেড়ে দিচ্ছো?'

মাথা নাড়লো ক্লিফ।

'ওকে জিজ্ঞেস করছো কেন?' গলা ছেড়ে চিৎকার করলো একজন। 'স্টোন এখানকার শেরিফ, ক্যারেল স্রেফ তার ডেপুটি। স্টোন যা বলবে তাই তাকে মানতে হবে!'

বক্তার দিকে ঘাড় ফেরালো ক্লিফ, জ্যাক কোল, কালরাতের সাত হামলাকারীর একজন।

'আজই কোনো একসময় জাজ কেনেডি আসছেন,' গলা চড়িয়ে বললো ও। 'কাল সকাল দশটায় আদালত বসছে, ওখানেই নিষ্পত্তি হবে।'

'তার আগেই স্টোন যদি ল্যুককে ছেড়ে দেয়?'

'ছাড়বে না।' দৃষ্টিতে কাঠিন্য ফুটে উঠলো ক্যারেলের। 'আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি ওকে ছাড়ার সাধ্য নেই কারো।'

'সময়টা সংক্ষিপ্ত হতে পারে।'

ভিড় ঠেলে কোলের দিকে ছুটে গেল ক্লিফ, উল্টোহাতে বিদ্যুৎ-গতিতে থাবড়া লাগালো তার গালে। 'ভয় দেখাচ্ছো? ইচ্ছে করলে তোমাকেও আমি জেলে ভরে রাখতে পারি, জানো?'

ক্লিফের কাঁধে হাত রেখে ওকে শান্ত করার চেষ্টা করলো পোমরয়। 'থামো, ক্লিফ। ঝগড়া করে কি লাভ?'

সরোষে ঘাড় ফিরিয়ে পোমরয়ের দিকে তাকালো ক্যারেল। 'থামবো?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললো ও। 'রেগানকে জ্যান্ত ফিরিয়ে আনার পর সবাই মিলে আমাকে গালাগালি করলে, ওকে ছাড়ার

ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করলে, অথচ এখন বলছো ছেড়ে দিতে… ল্যুকের সঙ্গে তোমাদের তফাৎ কোথায়? কিন্তু মনে রেখো, কেউ চাক না চাক রেগানকে আমি আদালতে চালান দেবোই। ল্যুক দোষী না নির্দোষ আদালতই স্থির করবে। কিন্তু তোমাদের হাতে যেমন তুলে দিইনি তেমনি বিনাবিচারে ছেড়ে দেয়ারও প্রশ্ন ওঠে না।'

'আমাদের তাহলে শহর ছেড়ে পালানো ছাড়া উপায় থাকছে না,' গম্ভীর কণ্ঠে বললো কোল, 'আজই আমরা চলে যাবো।' রেগানের বিচার করতে জুরী খুঁজে পাবে না তুমি।'

বিরক্তিভরে সমবেত জনতার দিকে তাকালো ক্লিফ। 'এমনিতেও আশা কম। এশহরে কারো জুরী হবার মতো সাহস আছে বলে আমার মনে হয় না।' কথাটা শেষ করেই ঝট করে ঘুরে দাঁড়ালো ক্লিফ, বেরিয়ে এলো বাইরে। বারান্দায় আড়ি পেতে ওদের কথা শুনছিলো ম্যাট আর জেস রেগান। ক্যারেলের দিকে তাকিয়ে বিজয়ীর হাসি হাসলো ওরা। বারান্দার খুঁটিতে একটা নোটিস সেঁটে দিয়েছে, মাথা দুলিয়ে সেদিকে ইঙ্গিত করলো ম্যাট। নোটিসটা পড়লো ক্লিফ।

নোটিস

রাতে অথবা দিনে শহর ছেড়ে পালানোর চেষ্টা করলেই ডিনামাইট ফাটানোর নির্দেশ দেবো।

ম্যাট রেগান।

'এখনো সময় আছে হার স্বীকার কর, ডেপুটি,' বললো ম্যাট। 'ছেড়ে দাও ওকে। আদতে ও হয়তো নির্দোষ, কাজটা হেলম্যানেরও হতে পারে।'

'হেলম্যান নয়, ল্যুকই পালিয়ে গিয়েছিলো।'

'আর দোষী হলেই বা কি? মেয়েটাকে তো আর মেরে ফেলেনি?'

ক্লিফের অ্যাকশন পুরোপুরি পিলে চমকানো। চোখের পলকে ম্যাটের পেটে একটা ঘুসি বসিয়ে দিলো ও। দুভাঁজ হয়ে গেল রেগান, সঙ্গে সঙ্গে ওর নাক বরাবর উঠে এলো ক্লিফের হাঁটু। মুখ থুবড়ে পড়লো ম্যাট, গলগল করে রক্ত বেরিয়ে আসছে নাক থেকে।

ম্যাট ধরাশায়ী হওয়ার আগেই পিস্তল বের করে ফেললো ক্লিফ। অস্ত্র উঁচিয়ে হুঙ্কার ছাড়লো, 'সাবধান!' পিস্তলের বাঁট আঁকড়ে ধরে জমাট বেঁধে গেল জেস। ম্যাটকে পেটানোর সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেল, ভাবলো ক্লিফ, টগবগে ক্রোধ প্রশমিত করার রাস্তা বন্ধ হলো। এখন আর পিস্তল খাপে ভরা যাবে না, প্রথম সুযোগে ওকে খুন করবে জেস। আর অস্ত্র হাতে ম্যাটের সঙ্গে মারপিট সম্ভব নয়।

কোনোমতে উঠে বসলো ম্যাট, প্রবল বেগে মাথা নাড়ছে, অঝোর ধারায় রক্ত ঝরছে নাক থেকে। সভা ভেঙে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এলো সবাই, ভিড় জমালো চারপাশে। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো ডেল পোমরয়। 'আরে, ওটা কি!' খুঁটির সঙ্গে সাঁটা নোটিসটা সবাইকে শুনিয়ে পড়লো সে।

ভিড় ঠেলে তার দিকে এগিয়ে গেল ম্যাট রেগান। 'ল্যুক জেলে না থাকলে এখুনি বোমা ফাটানোর নির্দেশ দিতাম আমি।' কর্কশ কণ্ঠে বললো সে। 'প্রাণ ভরে দেখতাম শহরটার মরণ!'

ঠেলাঠেলি করে ক্লিফের কাছে এলো পোমরয়। 'কাজটা ভালো হয়নি,' বললো সে। 'এই পরিস্থিতিতে একটু সামলে চলতে হয়, ওরা খেপে গেলে কি অবস্থা হবে, বলো তো?'

জবাব না দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো ক্লিফ, দুপদাপ করে রাস্তায় নামলো, পা বাড়ালো অফিসের দিকে। পেছনে চিৎকার জুড়ে দিলো জনতা। আশ্চর্য মানুষগুলো···প্রতি মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে! এই এক কথা বলছে···পরমুহূর্তে সম্পূর্ণ ভিন্ন সুর বাজছে তাদের কণ্ঠে।

আচ্ছা কি করলে সবদিক রক্ষা হয়? হ্যাঁ, একটা কাজ করা যায়···

সম্ভাবনাটা খতিয়ে বিচার করলো ক্যারেল। সোনিকে নিয়ে শহর ছেড়ে ও নিজেই চলে যেতে পারে। তারপর শহরবাসীরাই সিদ্ধান্ত নেবে করণীয় সম্পর্কে···কিন্তু তার অর্থ তো হার মেনে নেয়া···মুক্তি দেয়া রেগানকে।

শেষ পর্যন্ত তো খালাস পাবে লোকটা; ম্যাটরা যতক্ষণ ডিনামাইটসহ পাহাড়ে থাকছে, জুরীদের সাহস হবে না ওর বিরুদ্ধে রায় দেয়ার···যদি জুরী খুঁজে পাওয়া যায়।

জেলভবনের সামনের বেনচে এখনো বসে আছে স্টোন। দরজা খোলা, ভেতর থেকে চিৎকার করে কি যেন চাইছে ল্যুক রেগান, কান ঝালাপালা হবার জোগাড়। একটানে দরজাটা আটকে

দিলো ক্লিফ, চাপা পড়ে গেল আসামীর চিৎকার।

গলা খাঁকারি দিলো স্টোন। 'কাল রাতে আমায় জেলে না পেয়ে কি ভেবেছিলে, পালিয়েছি?'

'পালাওনি?'

'হয়তো।' অভিযোগ অস্বীকার করতে চাইছে যেন স্টোন। 'জনতা তোমাদের পরাস্ত করবে ধরে নিয়েছিলাম আমি।'

'সাহায্য করতে এলে না কেন?' কৈফিয়ত তলবের সুরে বললো ক্লিফ।'

রেগে গেল স্টোন। 'তোমাকে তার কৈফিয়ত দিতে হবে! ভুলে যেয়ো না, তুমি আমার ডেপুটি, চাইলেই যে কোনো সময় তোমাকে বরখাস্ত করতে পারি!'

'বেশ তো, করো!' শীতল কণ্ঠে বললো ক্লিফ।

'দেখো, আমায় খেপিয়ো না! তাহলে সত্যিই বরখাস্ত করতে বাধ্য হবো। কালই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি রেগানকে আটক রাখার জন্যে কাউকে হত্যা করা যাবে না। নিজের প্রাণ খোয়ানোর তো প্রশ্নই ওঠে না। আর এটাই যুক্তিসঙ্গত কথা।'

'রেগানকে দেখলেই বোঝা যায়, লোকটা জন্মপাপী, ওকে ছেড়ে দিলে মহা সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

'ওকে ছেড়ে দিয়ে তারপর প্যাসি নিয়ে একসঙ্গে সবগুলোর পিছু নিলেই তো হয়···'

'তা হয়,' বললো ক্লিফ। 'কিন্তু প্যাসিকে ফাঁকি দেয়ার জন্যে ওরা ছয়জন ছদিকে চলে যাবে, বুঝলে! তখন? বুঝলাম ছএকজনকে ধরলে, তারপর? এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে

না ?'

রাস্তার দিকে তাকালো ক্যারেল। হোটেলের দিক থেকে এক-দল লোক আসছে। হঠাৎ আরেকটা জিনিস নজরে এলো ওর, ঝট করে উঠে দাঁড়ালো। হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে আসছে সোনিয়া।

দ্রুত এগোলো ক্যারেল। ওকে থামানোর চেষ্টা করলো জনতা। সবার বাধা উপেক্ষা করে এগিয়ে চললো ও। 'স্টোনের কাছে যাও,' বললো, 'সে-ই তো শেরিফ।'

হাঁটার গতি বাড়ালো ক্লিফ, প্রায় ছুটছে, আকুলতা ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সোনিয়ার দিকে।

সোনিয়ার সামনে পৌঁছে থমকে দাঁড়ালো ও। দুজন মুখোমুখি, নিশ্চুপ।

দুঃখ ভারাক্রান্ত সোনিয়ার চেহারা ; নিশ্চয়ই প্রচুর কান্নাকাটি করেছে, ফুলে আছে চোখজোড়া। বিবর্ণ ঠোঁট দুটো, মৃদু কাঁপছে।

সোনিয়ার কাঁধে হাত রাখলো ক্লিফ। ঘুরে হাঁটতে শুরু করলো দুজন, একসঙ্গে সব কোলাহল পেছনে ফেলে শহরের বাইরে চলে এলো।

'কেমন আছো, সোনি ?' জিজ্ঞেস করলো ক্লিফ।

হাসতে গিয়ে ব্যর্থ হলো মেয়েটা। আরো সামনে এগোলো ওরা, একটা কটনউডের ছায়ায় পৌঁছুলো। 'বসো, সোনি। তোমাকে দেখতে যাবার অনেক চেষ্টা করেছি আমি, কিন্তু তোমার মা···'

'আমি জানি, ক্লিফ।'

'হয়তো আমার ভুল হয়েছে, কিন্তু যা করেছি ভালো ভেবেই করেছি।'

'তাও জানি। সেকথা বলবো বলেই তো এলাম। লোকটাকে মেরে ফেলার কথা আমি মন থেকে বলিনি।'

'সব এখনো আগের মতোই আছে, সোনি,' বললো ক্লিফ। 'একদম ভেবো না। ঝামেলাটা মিটে যাক, বিয়েটা সেরে চলে যাবো আমরা এখান থেকে।'

'যদি না মেটে ?'

'কেন, কালই রেগানের বিচার হচ্ছে।'

'কিন্তু সে তো খালাস পেয়ে যাবে। এই অবস্থায় কেউ ওর বিরুদ্ধে আঙুলটিও নাড়বে না।'

'সেক্ষেত্রে আমি নিজে···' থেমে গেল ক্লিফ। পরিস্থিতির জটিল রূপ উপলব্ধি করতে পারছে ও। ফিউজে আগুন জ্বালানোর আগে রেগান ভাইদের পরাস্ত করা অসম্ভব। মনকে চোখ ঠেরে লাভ কি ?

সোনিয়ার দিকে তাকালো ও। মেয়েটার সেই চঞ্চল দৃষ্টির কথা মনে পড়লো। রেগান সোনির অসম্মান করেছে, তাকে কি করে ক্ষমা করবে ও ? কাল আদালতে কি সিদ্ধান্ত হবে কে জানে। রেগানের নিরপেক্ষ বিচার করার মতো জুরী কি মিলবে ? জুরীরা হয়তো বেকসুর খালাস দিয়ে দেবে ল্যুককে···

তাহলে···দাঁতে দাঁত চাপলো ক্লিফ, একাই দু'ভাইয়ের পিছু নেবে ও, খুন করে আসবে ল্যুককে। পারবে ? ল্যুক রেগানকে হত্যা করার পর কোন্ দৃষ্টিতে নিজের বিচার করবে ও ? কাজটা বেআইনি হয়ে যাবে না ? বিচারে খালাস পাওয়ার পর তাকে হত্যা করার যুক্তি কোথায় ? আইনের সিদ্ধান্ত পছন্দ না হলেই

আইন ভাঙবে, এতই ঠুনকো ওর নীতিবোধ ?

'এবার যেতে হয়,' বললো সোনিয়া, 'মা চিন্তা করবে।'

'আচ্ছা,' হাত ধরে সোনিয়াকে দাঁড় করালো ক্লিফ। সহসা ওর বাহু আঁকড়ে ধরলো মেয়েটা, কান্নায় ভেঙে পড়লো। নীরবে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করলো ক্লিফ।

আবার শহরের দিকে পা বাড়ালো ওরা। কিছুতেই পাহাড়ের দিকে না তাকিয়ে থাকতে পারছে না ক্লিফ।

'সত্যিই ওরা ডিনামাইট ফাটাবে ?' জিজ্ঞেস করলো সোনিয়া।

'আশঙ্কা আছে।'

'বিচারের জন্যে লোকটাকে স্যানতা রোসায় নিয়ে গেলে কেমন হয় ?'

মাথা দোলালো ফ্যারেল। কথাটা আগেই ভেবেছে। 'একা একা ওকে নিয়ে অতদূর যাওয়া যাবে না। কেউ যাতে আমাদের সঙ্গে না যায় ম্যাট তার ব্যবস্থা করবে।'

'ওরা আজীবন বসে থাকতে পারবে ওখানে ?'

'তা পারবে না। আসলে কি জানো, ডিনামাইট ফাটানোর ওদের ইচ্ছে নেই। কেননা ওরা জানে, শহরের কিছু হলে ওদের মরতে হবে। তবু বলা যায় না, ল্যুকের জন্যে সে ঝুঁকি নিতে ও পারে।'

শহরে ফিরে এলো ওরা।

'আমি একাই যেতে পারবো, ক্লিফ,' বললো সোনিয়া। 'মায়ের খিটখিটে স্বভাবের কথা তো জানোই।'

হাসলো ক্লিফ 'হ্যাঁ। আবার কবে দেখা হবে ?'

'কাল আদালতে, আমাকে তো সাক্ষী দিতে যেতে হবে, তাই না ?'

মাথা দোলালো ফ্যারেল। 'পারবে ?'

'জানি না, চেষ্টা করবো।'

সোনিয়ার হাতে মৃদু চাপ দিলো ক্লিফ। টেইলরদের বাড়ির দিকে রওনা হলো মেয়েটা, ওর গমনপথের দিকে চেয়ে রইলো ও, সোনি ঘরে ঢোকা পর্যন্ত অপেক্ষা করলো, তারপর অফিসের পথ ধরলো।

পনেরো

এখনো জেলের ভেতরেই অপেক্ষা করছে জনতা। জঙ্গী ভাব উধাও হয়েছে ওদের চেহারা থেকে, প্রাণ ভয়ে এতোটুকু হয়ে গেছে, নিরাপত্তার আশ্বাস পেতে ছুটে এসেছে এখানে।

দরজা খোলাই ছিলো, ভেতরে ঢুকলো ক্লিফ ফ্যারেল। 'কি ব্যাপার?'

কি যেন বলছিলো ডেল পোমরয়, সে-ই জবাব দিলো। 'একটা সমাধানের পথ খুঁজছি আমরা।'

'সমাধান না ছাই,' বাঁকা স্বরে বললো ক্লিফ, 'রেগানকে ছেড়ে দেয়ার ফিকির!'

তাতে দোষ কি? বাইবেল অশুদ্ধ হয়ে গেছে? বোমা ফাটলে কেউ যদি না-ও মরে, কত টাকার সম্পদ বিনষ্ট হবে, জানো?'

'বোমা ফাটবে না, বলেছি তো,' বললো ক্লিফ।

'এহ্, একেবারে সবজান্তা! তুমি বলার কে? যা বলার শেরিফ বলবে, তুমি তার ডেপুটি, কথা বলার অধিকার তোমার নেই।' বলতে বলতে ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে এলো রুফাস মুর, শহরের

কামার।

দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী রুফাস, পরনে ওভারঅল থাকায় আরো বিশাল লাগছে। ওভারঅলের খোলা বুকের ফাঁকে চেতানো বুকের লোমশ ছাতি উঁকি দিচ্ছে। স্টোনের দিকে ঘাড় ফেরালো সে। 'জেস চাইলে যে কোনো সময় তোমার চাকরি খেতে পারে, তাই না?'

'পারি কিন্তু খাবো না,' বললো স্টোন। 'নিজে রেগানকে ধরে এনেছে ক্লিফ, ওর কাজে অসন্তুষ্ট হওয়ার মতো কিছু ঘটেনি, কোন্ দোষে চাকরি খেতে যাবো? আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করছে ও—সেটাই ওর চাকরি। তাছাড়া একটা কথা তোমরা ভুলে যাচ্ছো কেন? সোনির সঙ্গে ওর বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়ে আছে, দুর্ঘটনাটা ওর মনেও গভীর ক্ষত জন্ম দিয়েছে!'

'আচ্ছা!' ঠোঁট বাকালো রুফাস। 'ব্যাপারটা আদৌ দুর্ঘটনা কিনা কিভাবে বুঝবো? সোনিই লোকটাকে উস্কানি দেয়নি, তার কি প্রমাণ আছে?'

প্রথমে কথাটার মানে বুঝতে পারলো না ক্লিফ, মুহূর্তের জন্যে হতবাক হয়ে গেল, পাগলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো মুরের ওপর। হিংস্র হয়ে গেল চেহারা, জ্বলে উঠলো চোখজোড়া।

ক্লিফের ঘুসিতে নাক থেঁতলে গেল মুরের, হঠাৎ ধাক্কায় আছড়ে পড়লো জনতার ওপর। কয়েকজনকে নিয়ে ধরাশায়ী হলো সে। বাকি সবাই পড়িমরি করে ছুটে গেল দরজার দিকে।

'ক্লিফ!' চেঁচিয়ে উঠলো জেস স্টোন।

শুনলো না ক্লিফ। শরীরের সব শক্তি এক করে ঘুসি বসালো রুফাসের স্ফীত উদরে। কক করে উঠলো। কামার। সময় নষ্ট করলো না ফ্যারেল, বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে গেল বাঁ হাত, আরেকটা ঘুসি পড়লো রুফাসের মুখে, থেঁতলে গেল তার ঠোঁটজোড়া।

বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে উঠলো রুফাস মুর। ছোট ছোট দু-চোখে ক্রোধের আগুন জ্বললো। দুহাত ছড়িয়ে কুস্তিগীরের মতো সামনে ঝুঁকে পড়লো সে।

রুফাসের মতলব টের পেলো ক্লিফ। ওকে জাপটে ধরতে চায় লোকটা, পিষে মারবে।

অফিস কামরা ফাঁকা হয়ে গেছে, স্টোন ছাড়া কেউ নেই। সামনে বাড়লো ক্লিফ, কাঁধের ধাক্কা দিলো প্রতিপক্ষকে। কোনো প্রতিক্রিয়াই হলো না, যেন দেয়ালে বাড়ি খেয়েছে ও। কাঁধের হাড় ভেঙে গেছে বলে মনে হলো!

একই কায়দায় আবার রুফাসকে ধাক্কা দিলো ক্লিফ। টলতে টলতে গানর‍্যাকের ওপর আছড়ে পড়লো লোকটা। সশব্দে মেঝের পড়লো সবগুলো আগ্নেয়াস্ত্র। উঠেই ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো তেড়ে এলো মুর। শেষ মুহূর্তে বাউলি কেটে সরে গেল ক্লিফ। সোজা ডেস্কের সঙ্গে টক্কর খেলো রুফাস, পিছলে পেছনে চলে গেল টেবিলটা। স্টোনসহ উল্টে পড়লো সুইভেল চেয়ার। ঘুরে দাঁড়ালো মুর, ঘোলাটে চোখে তাকালো ক্লিফের দিকে।

জীবনে আর কখনো এত খেপেনি ক্লিফ। গলা টিপে মেরে ফেলতে ইচ্ছে করছে রুফাসকে। সেরাতেও এমনি খুনের নেশা চেপেছিলো। রেগানের মতোই আজ সোনিকে অসম্মান করেছে

রুফাস। সোনির প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে ওর কথায়। এর চেয়ে মারাত্মক আর কি হতে পারে?

কিন্তু রুফাস নিশ্চয়ই মন থেকে বলেনি কথাটা! আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে লোকটা, ম্যাটরা সত্যি সত্যি ডিনামাইট ফাটালে ভয়াবহ পাথর-ধস নামবে, ঘর বাড়ি মিশে যাবে মাটির সঙ্গে।

ফের এগিয়ে গেল ক্লিফ, চোখ দুটো ছোট হয়ে গেছে, ফাঁক হয়ে থাকা ঠোঁটের ফাঁকে শাদা দুপাটি দাঁত দেখা যাচ্ছে। আচমকা হাঁটু আর কনুই দিয়ে একসঙ্গে রুফাসের গলায় আঘাত হানলো ও। বাতাসের জন্যে আইঢাই শুরু করে দিলো লোকটা। কিন্তু এই অবস্থাতেই হঠাৎ ক্লিফকে জাপটে ধরলো সে, সাঁড়াশির মতো চেপে বসলো তার দুই হাত।

আবার নির্দয়ভাবে হাঁটু চালালো ফ্যারেল। সামান্য কমলো কঠিন হাতের চাপ, মুরের হাঁটুর নিচের হাড়ে অবিরাম লাথি মেরে চললো ও।

ইস্পাতের মতো কঠিন দুটো হাত···ক্রমশ চেপে বসছে বুকের ওপর। রীতিমতো হাঁপাচ্ছে এখন ক্লিফ। ডাক্তার ব্যানডেজ করে দেয়ার পর ভাঙা পাঁজরের কথা ভুলে গিয়েছিলো ও, এখন আবার সেই ভয়াবহ যন্ত্রণা শুরু হয়েছে, মাথা ঘুরছে।

ডেস্কের দিকে ঘুরলো রুফাস মুর। ডেস্কের ধারালো প্রান্তে ক্লিফের পিঠ ঠেকিয়ে চাপ দিতে শুরু করলো।

যন্ত্রণায় অচেতন হবার দশা হলো ক্লিফের, ধনুষ্টংকার রোগীর মতো বাঁকা হয়ে গেল শরীর। রুফাসের কবল থেকে রেহাই পাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালালো। নিষ্ফল। হাত দুটো চাপা পড়ে

গেছে বিশাল হাতের নিচে, দুটো পা মুক্ত থাকলেও লাথিতে জোর পাওয়া যাচ্ছে না। মুর ওর মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে চায়, বুঝতে পারছে ক্লিফ, অথর্ব করে দিতে চায় ওকে।

হঠাৎ পিস্তলের বাঁট আঁকড়ে ধরলো ক্লিফ, একটানে খাপমুক্ত করলো। হ্যামার পেছনে এনে টিপ দিলো ট্রিগারে।

একটু যেন কমলো সাঁড়াশি চাপ। দুই পা একসঙ্গে ভাঁজ করলো ক্লিফ, পরক্ষণে ঝাঁকি খেলো ওর শরীর, ছুটে গেল মুরের লৌহকঠিন বাঁধন, পিছলে ডেস্কের ওপর দিয়ে স্টোনের উল্টানো চেয়ারে গিয়ে পড়লো ও।

ওঠার চেষ্টা করে প্রথমে ব্যর্থ হলো ক্লিফ, অবশেষে চেয়ারে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। মুরের উরুতে লেগেছে গুলি, ক্ষতস্থান থেকে রক্ত বেরোচ্ছে গলগল করে, ভিজে যাচ্ছে প্যান্ট। অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টিতে পায়ের দিকে চেয়ে রয়েছে রুফাস। ক্লিফের দিকে মুখ তুলে তাকালো সে। তারপরই মাটিতে পড়া অস্ত্রের দিকে ঝাঁপ দিলো। একটা ডাবলব্যারেল শটগান তুলে ঘুরে দাঁড়ালো।

সাধারণত গুলিভরা অবস্থাতেই গানর‍্যাকে রাখা হয় অস্ত্রগুলো, তবে এটাতে গুলি নাও থাকতে পারে। কিন্তু ঝুঁকি নেয়ার উপায় নেই। সুইভেল চেয়ারে শরীরের ভর ছেড়ে দিয়ে পিস্তলের হ্যামার পিছিয়ে আনলো ক্লিফ।

'অস্ত্র ফেলে দাও, মুর!' ফ্যাসফেঁসে কণ্ঠে বললো ও, 'নইলে গুলি করতে বাধ্য হবো!'

ইতস্তত করলো রুফাস মুর, একটু ওপরে উঠলো শটগানটা, বেপরোয়া দৃষ্টি ফুটে উঠলো চোখে। গুলি করতে যাচ্ছে লোকটা,

ভাবলো ক্লিফ।

অপ্রত্যাশিতভাবে সহসা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলো স্টোন। নীরবতার দেয়ালে কুঠারাঘাত করলো শেরিফের কণ্ঠস্বর। 'ওর কথা তুমি শুনেছো, মুর। শটগান ফেলে দাও! নইলে গুলি করবো!'

রুফাস মুরের আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরলো, হাত থেকে খসে পড়লো শটগান।

'বেরিয়ে যাও!' বললো ক্লিফ, 'মেঝে নোংরা করে ফেলছো!'

ভেজা চুপচুপে প্যান্টের দিকে তাকালো মুর, তারপর পা টেনে টেনে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। দোরগোড়ায় থেমে ঘাড় ফিরিয়ে বিষ মেশানো দৃষ্টিতে ক্লিফের দিকে তাকালো, কি যেন বলতে চাইলো, কিন্তু কর্কশ কণ্ঠে বাধা দিলো ক্লিফ। 'ফালতু কথার খেসারত একবার দিয়েছো, ফের গোলমাল করতে যেয়ো না!'

বেরিয়ে গেল রুফাস মুর। পিস্তল হোলস্টারে রাখলো ক্যারেল। ক্লান্ত দেহে সুইভেল চেয়ারটা সোজা করে বসে পড়লো।

অস্ত্রগুলো আবার তুলে রাখলো স্টোন।

ধীরে ধীরে শান্ত হলো ক্লিফের উত্তেজিত স্নায়ু। 'সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ,' জেসকে বললো ও।

'এবার কি করবে?' ঘুরে দাঁড়িয়ে জানতে চাইলো স্টোন।

'আমাদের সামনে মাত্র দুটো পথ খোলা আছে,' বললো ক্লিফ, 'রেগানকে ছেড়ে দিতে হবে, নয়তো আটকে রেখে আদালতে হাজির করতে হবে।'

'এই পরিস্থিতিতে আদালতে নিয়ে কি লাভ?

'পরিস্থিতি পাল্টাতেও পারে।

'কিভাবে? কায়দা মতোই আমাদের পেয়েছে ব্যাটারা।'

'জানি না,' বিরক্তির সঙ্গে বললো ক্লিফ। 'শুধু জানি, এ অবস্থা চলতে পারে না। হাল ছেড়ে দেয়ার মতো এখনো কিছু ঘটেনি।'

'আচ্ছা, ল্যুককে নাহয় আদালতে দাঁড় করালো, তারপর? সারা শহর চষে বেড়ালেও তো ওর বিরুদ্ধে রায় দেয়ার মতো বারোজন লোক মিলবে না।'

'এখানে না মিললে স্যানতা রোসায় যাবো।'

ব্যাঙ্গাত্মক হাসি হাসলো স্টোন। 'কে যাবে? জলজ্যান্ত পাঁচ গুণ্ডার সামনে দিয়ে আমি অন্তত যাবো না!'

'তাহলে আমি একাই যাবো। ল্যুককে ওরা কেড়ে নেবার চেষ্টা করলে, স্রেফ ওর মাথায় একটা সীসে ভরে দেবো।'

'খুন হয়ে যাবে।'

কাঁধ ঝাঁকালো ক্লিফ। 'পরোয়া করি না। এমনিতেও ওরা আমাকে খুন করার হুমকি দিয়েছে।'

'আগে জানলে ল্যুকের টেলিগ্রামটা পাঠাতে দিতাম না।'

'তার যে আবার পাঁচটি পেয়ারের ভাই থাকতে পারে কে জানতো!'

'যা হোক, শহরবাসী লিনচিংয়ের চিন্তাটা অন্তত বাদ দিয়েছে।'

'হ্যাঁ।' বড্ড ক্লান্ত বোধ করছে ক্লিফ। প্রচণ্ড চাপের মাঝে কাটাতে হচ্ছে প্রতিটি মুহূর্ত। তার ওপর জনতার রুদ্ররোষের

মুখে পড়তে হয়েছে দু-দু'বার।

এভাবে আর কতদিন চলবে? কি করলে অবসান ঘটবে এই বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির? হঠাৎ সেরাতে সোনির দৌড়ে আসার দৃশ্যটা ফুটে উঠলো ওর চোখের সামনে।

মুহূর্তে ফুঁসে উঠলো ক্লিফ ক্যারেল। রেগানকে উপযুক্ত শাস্তি পেতেই হবে···নতুন করে শপথ নিলো ও।

ডিনামাইটের হুমকি না থাকলে···দূর করা যায় না?

ম্যাট আর জেসকে জিম্মি করার কথা ভাবলো ক্লিফ, ওদের আটক করে দুভাইকে পাহাড় থেকে নেমে আসার নির্দেশ দেয়া যায়···

'ডেলহ্যানটির দোকানে ডাকাতির অভিযোগে ম্যাট আর জেসকে গ্রেপ্তার করলে কেমন হয়? ওদের বন্দী করে দুভাইকে বলতে পারি ভাইদের বাঁচাতে চাইলে নেমে আসতে···'

শেরিফ মুখ খোলার আগেই জবাবটা জানা হয়ে গেল ওর। ম্যাট আর জেসকে গ্রেপ্তারে ঝুঁকি আছে। ডিনামাইট ফাটানোর জন্যে কিভাবে সঙ্কেত দেবে ম্যাট, জানা নেই। ধরা পড়ার আগেই নির্দেশ দিয়ে বসতে পারে সে। তাহলে ওর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। শহরবাসীর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকার ওর নেই। পাহাড় ধসে কমপক্ষে পঞ্চাশজন লোক প্রাণ হারাবে···

তাছাড়া ম্যাট আর জেসকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হলেও, পাহাড়ের ওই দুজন নির্দেশ অমান্য করলে ঠাণ্ডা মাথায় ওদের হত্যা করতে পারবে না ক্লিফরা। কথাটা বুঝতে কষ্ট হবে না কারো।

তাহলে ম্যাটের হুমকির বিরুদ্ধে পাল্টা পদক্ষেপ কি হতে

পারে? কিভাবে ল্যুকের বিচারের ব্যবস্থা করবে ও?

পাহাড়চূড়ার হুভাইয়ের ওপর চব্বিশ ঘন্টা নজর রাখার ব্যবস্থা করা যায়, ওরা নামার চেষ্টা করলে...

বিস্ফোরণের নাগালের বাইরে যেতে কমপক্ষে দশপনেরো মিনিট সময় লাগবে ওদের, এই সময়ের ভেতরই চেষ্টা করলে সরে পড়তে সক্ষম হবে শহরবাসীরা...

আবার মাথা নাড়লো ক্লিফ। শহরবাসীদের আগেই পালিয়ে যাবে রেগানরা, এখানকার কিছু লোক পিছিয়ে পড়তে বাধ্য... এবং ওরা...

আপনমনে বিড়বিড় করে গাল বকলো ও। উভয়সঙ্কট বোধ হয় একেই বলে! এই সঙ্কট থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় ল্যুককে ছেড়ে দেয়া। কিন্তু এত সহজে তাকে ছাড়ছে না, এর শেষ দেখে ছাড়বেও!

ষোলো

সন্ধ্যার আগেই নগ্ন আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লো প্রে বাট শহরে। বিরান হয়ে গেল পথ ঘাট। দু'একজন রাস্তায় নামছে নেহাত প্রয়োজন-বশত, মাটির দিকে চেয়ে হাঁটছে, মাঝে মাঝে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে মূর্তিমান বিভীষিকা আকাশছোঁয়া পাহাড়টার দিকে।

সন্ধ্যা নামলো। পাহাড়ের ওপর জ্বলে উঠলো অগ্নিকুণ্ড, জানিয়ে দিলো রেগানের ভাইয়েরা এখানো আছে, বহাল রয়েছে তাদের হুমকি।

রাত আটটায় পৌঁছুলো স্টেজ কোচ, হোটেলের সামনেই থামলো। একমাত্র যাত্রীটি নেমে ক্লিফের মুখোমুখি হলেন।

নবাগতের সঙ্গে করমর্দন করলো ক্লিফ ফ্যারেল। 'হ্যালো, জাজ। আপনি আসায় খুবই খুশি হলাম।'

দীর্ঘ একহারা গড়ন জাজ কেনেডির, সত্তরের কাছাকাছি বয়স, চিবুকে কাচা পাকা দাঁড়ি আর কাভালরি ধাঁচের গোঁফ চেহারায় আলাদা একটা বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছে। শাদা শার্ট, কালো কোট

আর টাই পরেছেন ভদ্রলোক, চমৎকার মানিয়েছে। ড্রাইভারের কাছ থেকে কার্পেট ব্যাগ নিয়ে হোটেলের দিকে পা বাড়ালেন তিনি।

হোটেলের জানালা গলে বেরোনো ম্লান আলোয় ক্লিফকে জরিপ করলেন জাজ কেনেডি। 'মারাত্মক কোনো গোলমাল গেছে নাকি ?'

করুণ হাসি হাসলো ফ্যারেল। 'তুলকালাম কাণ্ড বলতে পারেন, জাজ।'

'ওপরে এসো, সব খুলে বলো আমাকে।'

'অবশ্যই,' কেনেডির সঙ্গে হোটেল ডেস্কে এলো ক্লিফ। রেজিস্টার খাতায় নাম লিখিয়ে চাবি গ্রহণ করলেন জাজ। তারপর দোতালার নির্দিষ্ট কামরায় উঠে এলো দুজন। আলো জ্বেলে দরজা বন্ধ করলো ক্লিফ।

'এবার বলো,' বললেন জাজ।

'বলছি, আপনাকে টেলিগ্রাম করার কিছুক্ষণ আগে শহরবাসীরা আসামীকে ছিনিয়ে নিয়ে ফাঁসি দেয়ার চেষ্টা চালিয়েছিলো।'

'কিন্তু এখন দেখছি চারদিক একেবারে শান্ত, তারপর কি ঘটলো ?'

'আমাদের প্রতিরোধের মুখে শহরবাসীরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। হয়তো শেষ রক্ষা হতো না, কিন্তু হঠাৎ আসামীর পাঁচ ভাই এসে হাজির হলো। ডেলহ্যানটির দোকান থেকে পাঁচ বাক্স ডিনামাইট ছিনিয়ে নিয়েছে ওরা, তারপর গ্রে বাট-এর চাতালে উঠে বসেছে, হুমকি দিয়েছে ল্যুক রেগান মানে আসামীকে না ছাড়লে পুরো পাহাড় ধসিয়ে দেবে। শহরের লোকজন ভয়ে সিঁটিয়ে

গেছে। আসামীকে ছেড়ে দেয়ার জন্যে চাপ দিচ্ছে এখন।'

'কিন্তু তুমি ছাড়োনি ?'

'না।'

'কেন ?'

'কেন ছাড়বো ? ডিনামাইট ফাটানোর হুমকি বিচ্ছুতেই বাস্তবায়ন করতে চাইবে না ওরা। অবশ্য এটা ঠিক, ল্যুকের বিরুদ্ধে রায় দেবার মতো লোক এখন পাওয়া যাবে না এখানে।'

'মেয়েটা কে ?'

'সোনিয়া।'

'সোনিয়া ম্যাকনেয়ার ? হায় খোদা!' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ক্লিফের দিকে তাকালেন কেনেডি। 'তোমাদের দুজনের না বিয়ের কথা ছিলো ?'

'হ্যাঁ, এখনো আছে। ঝামেলাটা চুকে গেলেই··'

'ল্যুকের বিরুদ্ধে কি কি প্রমাণ আছে ?'

'ঘটনার রাতে মাত্র দুজন আগন্তুক ছিলো এখানে—সোনিও বলেছে অপরিচিত লোক আক্রমণ করেছে ওকে—এদের একজন পালানোর চেষ্টা চালায়, অপরজন লিভারি বার্ন-এ ছিলো। পলাতক লোকটার পিছু নেই আমি, গ্রেফতার করার সময় সে বাধা দেয়।'

'মামলা চালানোর জন্যে খুবই দুর্বল প্রমাণ।'

'তা ঠিক, কিন্তু ল্যুকের চোখেমুখে আঁচড়ের দাগ ছিলো, আমার ধারণা সোনি ওকে সনাক্ত করতে পারবে।'

'কিভাবে, তখন অন্ধকার ছিলো না ?'

'হ্যাঁ, স্যাটারলিদের পুরোনো বাড়িটায় ঘটেছে ব্যাপারটা।'

'তো?'

'আমার মনে হয় পারবে।'

'আর কোনো প্রমাণ নেই?'

ক্লিফ উপলব্ধি করলো, ল্যুকের বিরুদ্ধে ওর অভিযোগ কত দুর্বল ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে। 'না, আর কোনো প্রমাণ নেই,' বললো ও।

'তাহলে লোকটাকে ছেড়ে দাও,' বললেন কেনেডি, 'এ নিয়ে ওর বিরুদ্ধে কিছু করা যাবে না। কোনো জুরী···'

'আমাকে একটু সময় দিন, জাজ,' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো ক্লিফ। 'কাল সকাল দশটার আগেই প্রমাণ জোগাড় করছি···'

'যাই করো, বুঝেশুনে করো।'

'আচ্ছা।'

'তাহলে কাল সকালে দেখা হবে, কেমন?'

'ঠিক আছে, জাজ।'

হোটেল থেকে বেরিয়ে এলো ক্লিফ ফ্যারেল। রেগানের বিরুদ্ধে প্রমাণ জোগাড়ের একটা পথই খোলা আছে: ওর স্বীকারোক্তি আদায়।

স্বাভাবিক অবস্থায় কোনোমতেই দোষ স্বীকার করতো না রেগান, জানে ও, কিন্তু এটাকে স্বাভাবিক অবস্থা বলা যায় না। রেগান জানে, ডিনামাইটসহ পাহাড়ে অবস্থান নিয়েছে তার ভাইয়েরা; ওকে ছেড়ে দেবার জন্যে শেরিফ আর ডেপুটির ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে শহরবাসী; প্রমাণ মিলুক না মিলুক বেকসুর খালাস পেতে যাচ্ছে সে। সুতরাং, এই সময় রেগানের আত্মবিশ্বাস হবে প্রবল, রূপ হবে উদ্ধত। কোনোভাবে যদি তাকে খেপিয়ে

তোলা যায়···

রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করলো ক্লিফ। কাল আদালতে রেগান দোষী প্রমাণিত হলেও ডিনামাইটের ভয়ে তাকে খালাস দেবে জুরীরা, প্রয়োজনে জাজ কেনেডির আদেশও তারা অমান্য করবে।

এসব কথা আর ভাবতে চায় না ক্যারেল। যেভাবে হোক ল্যুক রেগানের বিরুদ্ধে নিরেট প্রমাণ জোগাড় করতে হবে। স্টোনকে বলেছিলো ও, পরিস্থিতি বদলাবে, বদলানো প্রয়োজন।

হাঁটার গতি বাড়ালো ক্লিফ, বাঁক নিয়ে জ্যাকব ফ্যারেলের বাড়ির পথ ধরলো। ওখানে পৌঁছে বাবার কাছে ওর উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলো। রেগানের স্বীকারোক্তি আদায় সম্ভব হলে তার জন্যে সাক্ষী লাগবে। বাবা রাজী হলে হেলম্যানসহ চারজন দাঁড়াবে সাক্ষীর সংখ্যা—যথেষ্ট।

রাজি হলো জ্যাকব ফ্যারেল। একসঙ্গে আবার পথে নামলো বাপ-বেটা। হাঁপাতে হাঁপাতে ক্লিফের পাশাপাশি এগিয়ে চললো বুড়ো ফ্যারেল।

'রেগানরা পাহাড়ে উঠতেই সবার কথার ঢঙ পাল্টে গেছে, না?'

'হ্যাঁ।' ভুরু কুঁচকে ভাবছে ক্লিফ, অপরাধ স্বীকার করাতে কি ভাবে খেপানো যায় রেগানকে?

জেলভবনে পৌঁছে ভেতরে ঢুকলো ওরা।

'জাজ কেনেডি এসে গেছেন,' স্টোনকে বললো ক্লিফ।

কাঁধ ঝাকালো স্টোন, ডেস্কের ওপর পা তুলে বসে রয়েছে সে।

'রেগানের সঙ্গে একটু কথা বলবো,' বললো ক্লিফ।

'যাও!'

একটা হারিকেন তুলে নিয়ে সেলব্লকের দিকে এগিয়ে গেল ক্লিফ, দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে একটু ফাঁক করে রাখলো দরজাটা।

বাংকের এক ধারে দুহাতে মাথা রেখে বসে আছে হেলম্যান। নিজের বাংকে শুয়েছিলো রেগান, উঠলো না, বিদ্রূপ মেশানো দৃষ্টিতে ক্লিফের দিকে তাকালো। 'আমি তো এখন মুক্ত মানুষ।'

'এখনো ছাড়া পাওনি।'

'সত্যি কথাটা মেনে নিচ্ছো না কেন? হেরে গেছ তুমি। আমার ভাইদের বোমা ফাটাতে নিশ্চয়ই বাধ্য করবে না?'

'তার আগে ওদের জেলে ভরবো আমি।'

'কোন অপরাধে?'

'সশস্ত্র ডাকাতি, মানহানি, হত্যার অপচেষ্টা—আরো লাগবে?'

'কি আবোলতাবোল বকছো?'

'পয়সা দিয়ে ডিনামাইট কেনেনি তোমার গুণধর ভাইয়েরা, অস্ত্রের মুখে কেড়ে নিয়েছে, আহত করেছে দোকানিকে, সস্ত্রীক এড ব্রনসনকে খুন করতে চেয়েছে।'

বিরস হাসি হাসলো ল্যুক। 'ম্যাট বড় ভয়ঙ্কর লোক, কি বলো?'

'সাহসী—এ কথা বলা যায়, তোমার মতো কাপুরুষ নয়। তোমাকে আটকে ভুল হলো কিনা তাই ভাবছি এখন। মনে হচ্ছে হেলম্যানই অপরাধী তুমি নও।'

'হঠাৎ একথা মনে হওয়ার কারণ?'

'কারণ সে তোমার চেয়ে সাহসী। তুমি একটা ভীতুর ডিম, আপাদমস্তক কাপুরুষ, মেয়েমানুষের গায়ে হাত দেয়ার সাহস রাখো কিনা সন্দেহ।'

অদৃশ্য হলো রেগানের হাসি। 'আগে বেরোই, তারপর দেখো সাহস কাকে বলে!'

নিতান্ত অবহেলার সঙ্গে ঠোঁট বাকালো ক্লিফ।

হঠাৎ ক্রোধে জ্বলে উঠলো রেগান, জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে ক্রূর হাসি হাসলো। 'ভাবছি তোমাকে খুন না করে যাবার সময় তোমার হবু বউটাকে সঙ্গে নিয়ে যাবো, বুঝলে, ডেপুটি?'

'তবে রে, হারামখোর···!' দুহাতে গরাদ ধরলো ক্লিফ, রক্ত সরে শাদা হয়ে গেল আঙুলগুলো। পাকস্থলীর ভেতরটা গুলিয়ে উঠলো, আর শুনতে পারছে না, কিন্তু সরলো না ও, চোখ রাঙিয়ে রেগানের দিকে তাকালো।

হাসলো ল্যুক রেগান। 'হ্যাঁ, সেটাই ভালো হবে, সঙ্গে নিয়ে যাবো ওকে···এরপর হয়তো স্বেচ্ছায়ই···' হঠাৎ থেমে গেল সে।

ক্লিফের অগ্নিদৃষ্টির সামনে ভড়কে গেল, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার ছাড়লো, 'তোমাকে ভয় পাই ভেবেছো? আমি কাপুরুষ, না? আরে, আমি যদি এইখানে দাঁড়িয়ে বলি, হ্যাঁ, তোমার হবু বউকে বেইজ্জত করেছি, কি করার আছে তোমার? আমাকে স্পর্শ করতে পারবে! তোমার সে সাহস নেই। আমার কিছু হলে এই শহর ধুলোয় মিশে যাবে না!'

গরাদের শিক ছাড়লো না ক্লিফ, এখন হাত মুক্ত করলেই পিস্তলের দিকে এগিয়ে যাবে, খুন হয়ে যাবে ল্যুক রেগান। পেছনে মৃদু নড়াচড়ার শব্দে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো ও। জ্যাকব ফ্যারেল এসেছে। চট করে ওর হোলস্টার থেকে পিস্তলটা বের করে নিলো জ্যাকব। 'এবার হাত আলগা করতে পারো,' বললো সে।

'নিজের মুখে স্বীকার গেছে রেগান, স্টোন আর আমি শুনেছি, ওই হেলম্যানও শুনেছে—তাই না?'

'হ্যাঁ,' বললো হেলম্যান।

চেঁচিয়ে উঠলো ল্যুক। 'শুনেছে তো হয়েছে কি? কিস্যু করতে পারবে না! কালই ভাইদের সাথে এখান থেকে চলে যাচ্ছি!'

'কাল পরপারে যাচ্ছো তুমি, একা,' বললো ক্লিফ।

ল্যুক রেগান দোষ স্বীকার করেছে কেন, বুঝতে পারছে ও, বিদ্রূপ আর তাচ্ছিল্যে ওর ওপর খেপে গেছে লোকটা, চরমে পৌঁছেছে ক্লিফের প্রতি তার ঘৃণা, ওকে মানসিক আঘাত দিয়ে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছে, ফলে মুখ ফসকে সত্যি কথা বেরিয়ে এসেছে।

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালো ক্লিফ, ছুটে বেরিয়ে এলো অন্ধকার রাস্তায়। রেগান দোষী, নিঃসন্দেহ ছিলো ও, কিন্তু তার সদন্ত স্বীকারোক্তি শোনা…

শহরের শেষ প্রান্তে আসার পর হুঁশ হলো ক্লিফের। দাঁড়িয়ে পড়লো, বুক ভরে ঠাণ্ডা বাতাস টেনে নিলো। কাঁপা হাতে কাগজ তামাক বের করে সিগারেট বানিয়ে ধরালো, কয়েক টানেই শেষ হয়ে গেল ওটা। সিগারেটের অবশিষ্টাংশ মাটিতে ফেলে গোড়ালি দিয়ে পিষে নেভালো।

হঠাৎ একটা জিনিস উপলব্ধি করলো ও, এরপর রেগানকে কোনোমতেই রেহাই দেয়া যাবে না। চাপের মুখে যদি ছাড়তে হয়ও, তাতেই শেষ হবে না ঘটনার, হতে পারে না…পিছু নিয়ে রেগানকে হত্যা করে আসবে…সেজন্যে যদি সারাজীবন লাগে,

পরোয়া করে না।

আঘাতে আঘাতে ওকে জর্জড়িত করেছে রেগান, তবে সেই সঙ্গে নিজেরও সর্বনাশ ডেকে এনেছে।

সকাল। নবারুণের প্রথম আলো গ্রে-বাট-এর চুড়া স্পর্শ করলো, হামাগুড়ি দিয়ে নেমে এলো নিচের নিদ্রামগ্ন শহরের বুকে।

গ্রে বাট-এর চাতাল। একটা খুদে অগ্নিকুণ্ড থেকে ধোঁয়ার ক্ষীণ রেখা উঠে যাচ্ছে আকাশে। নাশতা তৈরি করছে ল্যুকের দুভাই। ঘুম থেকে জেগে উঠছে নিচের জনপদ, ভীত সন্ত্রস্ত লোক-দের রাস্তায় দেখা যাচ্ছে, নগ্ন আতঙ্কভরা চোখে বারবার এদিকে তাকাচ্ছে তারা।

শহরে নির্দিষ্ট আদালত ভবন নেই, তাই ডেলহ্যানটির দোকা-নের দোতালার একটা কামরায় বিচারের কাজ হয়ে থাকে। মাসিক দশ ডলারে কামরাটা ডেলহ্যানটির কাছ থেকে ভাড়া করেছে কাউনটি কমিটি।

হোটেলে বসে এক কাপ কফি খেয়ে ডেলহ্যানটির দোকানে এলো ক্লিফ, বাইরের সিঁড়ি বেয়ে দোতালায় উঠে কোর্টরুমের তালা খুললো। গত এক বছরে এইখানে কারো বিচার হয়নি, পুরু ধুলোর আস্তরণ পড়েছে প্রতিটি কোণে।

ঘরটা ভালো করে ঝাঁট দিলো ক্লিফ। তারপর একপাশে ঈষৎ উঁচু প্ল্যাটফরমের সামনে ফোলডিং চেয়ার পাতলো লাইন করে। একটু আগে ছ'টা বেজেছে, বিচারের এখনো চার ঘণ্টার মতো দেরি।

ঘর সাফ করে চেয়ার বসাতে ঘণ্টাখানেক লাগলো। রাস্তার দিকের জানালাগুলো খুলে দিলো ক্লিফ, আলোয় ভেসে গেল পুরো কামরা।

এবার কিছুটা অনিচ্ছার সঙ্গেই নিচে নেমে এলো ও, হোটেল থেকে দুই ট্রে নাশতা নিয়ে জেলে ফিরলো।

এখন আর কোনোরকম দ্বিধা নেই ওর, কি করতে হবে জানে। ঠিক দশটায় রেগানকে আদালতে হাজির করবে, অভিযোগ দাখিল করবে তার বিরুদ্ধে, যেমন আর দশজন কয়েদীর বেলায় করতো। তারপর শহরের নাগরিকরা স্থির করবে রেগান সাজা পাবে না খালাস।

তবে তাকে যদি মুক্তি দেয়া হয়···বিবেকের কাছে আর আটকা পড়ে থাকবে না ক্লিফ। সোনিকে অপমান করার কথা স্বীকার গেছে ল্যুক, সে অপরাধী, মরতে তাকে হবেই···ফাঁসিতে কিংবা গুলি খেয়ে। না জেনে নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছে ল্যুক, পাঁচ কেন পঞ্চাশটা ভাই এলেও এখন তাকে বাঁচাতে পারবে না।

ঘুম থেকে উঠেছে জেস স্টোন। দেয়ালে টাঙানো ভাংগা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গালে সাবান লাগাচ্ছে, শেভ করবে। ক্লিফ ঢুকতেই ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো। 'এসেছো?' সযত্নে এক গালের দাড়ি কামালো সে, তারপর বললো, 'এবার হেলম্যানকে ছেড়ে দেয়া যায়, বেচারার যখন কোনো দোষ নেই।'

'বিচার শেষ হলেই ছেড়ে দেবো, সে-ও তো সাক্ষীদের এক-

জন, পালিয়ে গেলে অসুবিধে হবে।'

'তা ঠিক।' দাড়ি কামিয়ে তোয়ালে টেনে নিয়ে গাল মুছলো স্টোন। সাবানগোলা পানি পেছনের উঠোনে ফেলে এলো। ডেস্কে বসলো নাশতা করতে।

খিদে নেই, তবু জোর করে খেলো ক্লিফ। সেলে গর্বের হাসি হাসছে ল্যুক, মনে পড়লেই পেট উল্টে বমি আসতে চাইছে।

নাশতা শেষ করার একটু আগে দরজা খুলে ভেতরে এলো ম্যাট আর জেস রেগান।

বিজয়ীর ছাপ ম্যাটের চেহারায়। 'ল্যুককে ছেড়ে দিচ্ছো, নাকি আমাদের বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে?'

'বিচার তো হোক, তারপর দেখা যাবে,' বললো স্টোন।

হাসলো ম্যাট। 'সে-ই ভালো। বেকসুর খালাস পেলেই বরং সুবিধে।'

কিছু বললো না ক্লিফ। হাসি মুখে ওর দিকে তাকালো ম্যাট। 'তোমাকে বেশ ঠাণ্ডা মনে হচ্ছে, ডেপুটি? শেষমেষ হার মানলে?'

'না, এখনো নয়। যাও, ভাগো।'

'ল্যুককে দেখতে এসেছি, আমাদের সে অধিকার আছে···'

উঠে দাঁড়ালো ফ্যারেল, মেজাজ তেতে উঠছে। 'তোমাদের আমি যেতে বলেছি! ল্যুকের সঙ্গে দেখা হবে না। তোমাদের কোনো অধিকার আমি স্বীকার করি না, এখানে বেআইনী কাজ করেছো তোমরা।'

'আমাদের আবার গ্রেপ্তার করবে না তো, ডেপুটি?'

'চলে যাও, নইলে তোমাদের ডিনামাইট ফাটাতে হতে পারে,

যেটা আমরা কেউই চাই না!'

ভুরু কোঁচকালো ম্যাট রেগান। 'চলো, জেস,' বললো সে, তারপর বেরিয়ে গেল জেল থেকে। নীরবে তাকে অনুসরণ করলো জেস রেগান।

সতেরো

ন'টার আগেই আদালতে ভিড় জমে উঠতে শুরু করলো। লোক-জনে গিজগিজ করছে স্যালুন দুটো। রাস্তায় মানুষের ঢল। ডেল-হ্যানটির দোকানের সামনে জটলা করছে একদল লোক, মাঝে মাঝে পালা করে গ্রে বাট আর জেলের দিকে তাকাচ্ছে।

অফিসে অবিরাম পায়চারি করে বেড়াচ্ছে ক্লিফ। সবুট পা জোড়া ডেসকে তুলে বসে আছে শেরিফ স্টোন, পাইপ ফুঁকছে। স্টোনের চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই সে কি ভাবছে। নির্লিপ্ত দেখাচ্ছে তাকে। এভাবেই এতদিন শেরিফের পদ অধি-কার করে আছে সে— গুরুতর সঙ্কট মোকাবিলায় অক্ষম, কাউকে বুঝতে দেয়নি।

এই লোক শেষ পর্যন্ত উল্টে যাবেই, ভাবলো ক্লিফ, কিন্তু কখন? হয়তো আজই, কোনো এক সঙ্কটজনক মুহূর্তে। একবার যখন পালিয়েছে, আবার না পালানোর কারণ নেই।

সাড়ে ন'টা।

একজোড়া হাতকড়া নিয়ে সেলব্লকে ঢুকলো ক্লিফ। প্রথমে হেলম্যানের সেলে গেল, ওর বাড়ানো হাতে পরিয়ে দিলো একটা। 'অফিস রুমে চলে যাও,' বললো তাকে।

সেল থেকে বেরিয়ে অফিসের দিকে গেল হেলম্যান। স্যুইভেল চেয়ার ককিয়ে ওঠার শব্দ পেলো ক্লিফ, উঠে দাঁড়িয়েছে স্টোন।

রেগানের সেলের তালা খুললো ক্লিফ। 'এদিকে এসো।'

আদেশ পালন করলো ল্যুক রেগান।

'ঘুরে দাঁড়াও, তারপর হাতদুটো পেছনে নিয়ে এসো।'

কিছু একটা বলতে চাইলো রেগান, কিন্তু ক্লিফের মুখের দিকে তকিয়ে দমে গেল। সুবোধ বালকের মতো ঘুরে দাঁড়ালো, হাতদুটো নিয়ে এলো পেছনে। হাতকড়া পরিয়ে দিলো ক্লিফ। দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে সামলে রেখেছে ও। 'এবার সামনে বাড়ো।'

ক্লিফের সঙ্গে অফিস কামরায় এলো ল্যুক রেগান। শটগান আর কিছু গুলি ক্লিফকে দিলো শেরিফ স্টোন। গুলি ভরে ওটা তৈরি করে নিলো ক্লিফ, বাড়তি গুলিগুলো পকেটে রাখলো।

হঠাৎ কি ভেবে গানর‍্যাকের দিকে এগিয়ে গেল ও, একটা রাইফেল নিয়ে গুলি ভরা আছে কিনা দেখলো, ডেস্কে এসে ড্রয়ার থেকে গুলি বের করে পকেটে ঢোকালো, শটগানটা ফিরিয়ে দিলো স্টোনকে।

'মার্কদের কায়দা করার কথা ভেবে থাকলে ভুলে যাও, তুমি—'

'চোপরাও!' ধমকে উঠলো ক্যারেল। রাইফেলের ব্যারেল দুলিয়ে দরজার দিকে ইঙ্গিত করলো। বেরিয়ে এলো ল্যুক, তাকে অনুসরণ করলো হেলম্যান। ক্লিফও বেরোলো। রেগান পালাবে

সে আশঙ্কা নেই, তবু সতর্ক থাকা ভালো।

হেলহ্যানটির দোকানে পৌঁছুলো ওরা।

'দোতালায়, ল্যুককে নির্দেশ দিলো ক্যারেল।

লোকজন সরে গিয়ে পথ করে দিলো। সিঁড়িতে যারা ছিলো, হুড়দাড় করে সরে পড়লো, যেন রেগানের ছোঁয়া লাগলেই ফোসকা পড়ে যাবে!

দর্শকরা আসন গ্রহণ করতে শুরু করেছে আদালত কামরায়। জাজ কেনেডি এখনো পৌঁছুননি।

আসামীদের সামনের সারিতে নিয়ে গেল ক্লিফ, ওরা বসলে ঠিক পেছনে বসলো ও। দরজায় গিয়ে দাঁড়ালো স্টোন, জাজের অপেক্ষায় রইলো।

কামরার ভেতর গুঞ্জন, চাপা কণ্ঠে কথা বলছে সবাই। গমগম করছে সারা ঘর।

ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে আপন গতিতে।

হঠাৎ বুঝতে পারলো ক্লিফ, হাত দুটো ঘামছে। প্যানটের পায়ায় হাত মুছলো। জড়োসড়ো হয়ে বসেছে হেলম্যান, সামনে তাকিয়ে আছে। শিরদাঁড়া সোজা করে বসেছে ল্যুক, ম্যাট রেগানের, অপেক্ষা করছে।

ন'টা পঞ্চাশে হাজির হলো ম্যাট আর জেস, সরাসরি ল্যুকের কাছে এগিয়ে এলো। মুহূর্তের জন্যে ক্লিফের দিকে তাকালো ম্যাট, তারপর ল্যুকের দিকে চোখ ফেরালো। 'ভেবো না, ল্যুক লাঞ্চের আগেই এখান থেকে চলে যাবো আমরা।'

ম্যাটের পিছু নিয়ে স্টোনও এসেছে। 'সামনে চলে যাও,' মৃদু

কণ্ঠে আদেশ করলো সে।

ঘাড় ফিরিয়ে শেরিফের দিকে তাকালো ম্যাট। 'চলো, জেস,' ভাইয়ের উদ্দেশ্যে বললো। সন্তুষ্ট চেহারায় সামনে বাড়লো দুভাই. শেষের দুটো চেয়ারে বসে পড়লো।

এই সময় কামরায় পা রাখলেন জাজ কেনেডি।

'সবাই উঠে দাঁড়াও!' বললো স্টোন।

উঠে দাঁড়ালো দর্শকরা। ডেস্কের দিকে এগিয়ে গেলেন কেনেডি, আসন গ্রহণ করলেন। সঙ্গে আনা কাঠের হাতুড়ির আঘাত করলেন ডেস্কে।

নীরবতা নামলো কামরায়। স্টোনের দিকে ঘাড় ফেরালেন কেনেডি। 'প্রথমে জুরী নির্বাচন পর্ব. পনেরোজন লোকের নাম বলো।'

একে একে নাম ডাকতে শুরু করলো স্টোন। মোট পনেরোজন লোক উঠে. বিচারকের আসনের বাঁ দিকে সাজানো তুসারি চেয়ারে গিয়ে বসলো।

সবার চেহারা জরিপ করলো ক্লিফ। ওদের চোখে মুখে অনীহার ছাপ সুস্পষ্ট।

ডেস্কে হাতুড়ি ঠুকলেন কেনেডি, ফিসফিস গুঞ্জন শুরু হয়েছিলো, আবার নীরবতা নামলো কামরায়।

'নাম বলো, শেরিফ,' বললেন জাজ, সম্ভাব্য জুরীদলের দিকে তাকালেন। 'নাম ডাকার পর দাঁড়িয়ে আমার প্রশ্নের জবাব দেবে।'

'পোমরয়,' ডাকলো শেরিফ।

কাঁচু মাচু ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালো পোমরয়, অস্বস্তির সঙ্গে

লুক আর ম্যাটের দিকে তাকালো। ক্লিফকে এড়িয়ে গেল তার দৃষ্টি।

'তুমি কাউনটির যোগ্য ভোটার?' জিজ্ঞেস করলেন কেনেডি।

'জি।'

'এই মামলার জুরী হতে তোমার আপত্তি আছে?'

মেঝের দিকে চোখ নামালো পোমরয়: 'আছে, জাজ।'

'কেন?'

'আমার রায় নিরপেক্ষ হবে না।'

দীর্ঘ সময় পোমরয়ের দিকে চেয়ে রইলেন জাজ। তাঁর তীব্র দৃষ্টির সামনে মিইয়ে গেল পোমরয়। 'ঠিক আছে,' অবশেষে বললেন কেনেডি, 'পরের জনকে ডাকো, শেরিফ।'

'ফ্র্যাঙ্ক হাইট।'

দাঁড়ালো হাইট। ক্লিফ জানে সে কি বলবে। পোমরয় পথ দেখিয়ে দিয়েছে। এটা এখন দিবালোকের মতো স্পষ্ট, এখানে বসে যতোই খোঁজাখুঁজি করুক, বারোজন কেন, ছজন লোকও জুরী হতে রাজি হবে না।

আর এই পরিস্থিতিতে জুরী মিললেও নির্দ্বিধায় লুকের পক্ষে রায় দেবে তারা। ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে শয়তানটা।

হুবহু পোমরয়ের বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করলো ফ্র্যাঙ্ক হাইট।

একের পর এক নাম ডেকে গেল স্টোন, একই জবাব পাওয়া গেল।

গম্ভীর হয়ে উঠলো জাজ কেনেডির চেহারা। পনেরো জনই জুরী হতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। দর্শকদের দিকে তাকালেন জাজ,

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর বললেন, 'জীবনে বহু জায়গায় বিচার করতে গেছি, কিন্তু ভীতু লোকে ঠাসা এমন শহর আর চোখে পরেনি। গুরুতর একটা অপরাধ সংঘটিত হয়েছে এখানে, তোমরা ভালোবাসো যাকে, সেই মেয়েটাকে লাঞ্ছিত করেছে এক নরপশু, অথচ তারই বিচারে জুরী হওয়ার মতো একটা। লোক পাওয়া যাচ্ছে না, আশ্চর্য!'

নীরব দর্শকদের দিকে তাকিয়ে আছেন জাজ কেনেডি, সরাসরি তাঁর দিকে তাকানোর সাহস করছে না কেউ।

'অপরাধের কাছে নতি স্বীকার করে নিয়েছো তোমরা,' আবার বললেন জাজ, 'তোমরাও কি অপরাধী নও?' ভারি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন কেনেডি। 'এ-ই সব নয়। আসামীর পাঁচ ভাই শহরে আসার আগে তোমরা কয়েকবার জেল ভেঙে নিজ হাতে আইন তুলে নেয়ার চেষ্টা চালিয়েছো, অফিসারদের বাধা দিয়েছো দায়িত্ব পালনে। অপরাধীদের সহায়তা করার অপরাধে তোমাদের সবাইকে অভিযুক্ত করতে পারলে খুশি হতাম, দুর্ভাগ্যবশত তা সম্ভব নয়, একসঙ্গে এত লোকের বিচার করা যায় না। কিন্তু মনে রেখো, তোমরা মানুষ নামের অযোগ্য। আমি সতর্ক করে দিয়ে বলছি, কেউ যদি বিকৃত মনকে তৃপ্ত করতে অসহায় মেয়েটার প্রতি কোনো বাজে মন্তব্য করে, মানহানিকর একটা শব্দ উচ্চারণ করে, তাকে যাতে জবাবদিহি করতে হয়, তার ব্যবস্থা আমি করবো।'

ক্রুদ্ধ চেহারায় দর্শকদের দিকে তাকালেন তিনি, তারপর আবার খেই ধরলেন, 'সেই সঙ্গে শেরিফ আর ডেপুটিকে আসা-

মীকে স্যানতা রোসায় নিয়ে যাবার নির্দেশ দিচ্ছি। কাল সকাল ঠিক দশটায় বিচার শুরু হবে। ওখানে আসামীর বিচার করার সাহস রাখে এমন বারোজন লোক পাওয়া যাবে আশাকরি। আদালত আপাতত মুলতবী ঘোষণা করা হলো।'

খট! খট!—হাতুড়ির বাড়ি পড়লো ডেস্কে।

উঠে দাঁড়ালেন জাজ কেনেডি।

স্টোনও উঠলো। 'সবাই উঠে দাঁড়াও!' বললো সে।

একসঙ্গে উঠে দাঁড়ালো কামরার প্রতিটি লোক। দরজার দিকে পা বাড়ালেন জাজ, বেরিয়ে গেলেন।

ল্যুক রেগানের পিঠে রাইফেলের নল ঠেসে ধরলো ক্লিফ ক্যারেল। ম্যাটের দিকে তাকালো। 'তুমি শুনে রাখো, আমাকে বাধা দিতে এলেই ট্রিগার টিপে দেবো। হয়তো খুন হয়ে যাবো কিন্তু ল্যুকও রেহাই পাবে না। আমরা এখান থেকে না বেরোনো পর্যন্ত এক পাও নড়বে না।'

সমবেত দর্শকের দিকে তাকালো স্টোন। 'আসামীকে বাইরে না নেয়া পর্যন্ত যার যার জায়গায় বসে থাকো।'

রেগানের পিঠে রাইফেলের খোঁচা দিলো ক্যারেল। ককিয়ে উঠলো ল্যুক, উঠে দরজার দিকে এগোলো।

'আস্তে,' বললো ক্লিফ, 'এমন কিছু করো না যাতে মনে হয় পালানোর তাল করছো।'

ঘাড় ফিরিয়ে ক্লিফের দিকে তাকালো ল্যুক। খুব ধীরে, সতর্কতার সঙ্গে দরজার দিকে এগিয়ে চললো। ল্যানডিংয়ে পৌঁছে নামতে শুরু করলো সিঁড়ি বেয়ে।

ল্যুকের পিঠে রাইফেলের মাযল ঠেকিয়ে এক কদম পেছনে রইলো ক্লিফ।

রাস্তায় নামলো দুজন। 'একটু দাঁড়াও,' বললো ক্লিফ।

থামলো রেগান। চট করে একবার চারপাশে নজর বোলালো ক্লিফ। ল্যানডিংয়ে দাঁড়িয়ে আদালত কামরার দিকে শটগান বাগিয়ে ধরে রেখেছে স্টোন, পাশে হেলম্যান, আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না। ল্যুকের দিকে চোখ ফেরালো ও। 'অবস্থাটা বুঝতে পারছো?'

আশপাশে তাকালো ল্যুক, হতাশার ছাপ পড়লো তার চেহারায়। নীরবে ক্লিফের সঙ্গে জেলভবনে ফিরে এলো সে।

হাতকড়া খুলে আবার ওকে সেলে ঢোকালো ক্লিফ। রেগানের চোখে নৈরাশ্যের ছায়া দেখলো ও, কাঁদো কাঁদো চেহারা হয়েছে তার।

'আমার তামাক দেশলাই ফুরিয়ে গেছে,' বললো সে। 'ইশ, মনে হচ্ছে—'

'পরে,' বললো ক্লিফ। অফিসে ফিরে এলো ও। একটু পরে হেলম্যানকে নিয়ে স্টোন পৌঁছুলো। হেলম্যানের হাতকড়া খুলে দিলো শেরিফ। 'চাইলে তুমি এখন যেতে পারো,' বললো, 'তবে আমরা যতক্ষণ স্যানতা রোসায় না যাচ্ছি, আশপাশে থেকো।'

'আমি একা চলে গেলে হয় না?'

মাথা নাড়লো স্টোন।

'তাহলে জেলে থাকাই ভালো,' বললো হেলম্যান। 'আমার কাছে একটা ফুটো পয়সাও নেই।'

'তোমার ইচ্ছে।'

হেলম্যানকে সেলে রেখে এলো স্টোন।

'কখন রওনা দেবে?' জিজ্ঞেস করলো ক্লিফ, 'এখনই গেলে ভালো হতো না? নইলে পৌঁছুতে পৌঁছুতে রাত হয়ে যাবে।'

'পাগল নাকি?' বললো স্টোন। 'রেগানকে নিয়ে স্যানতা রোসায় যাওয়া অসম্ভব।'

'তবু চেষ্টা করা উচিত। আমি যাই ঘোড়ার ব্যবস্থা করি।'

জবাব দিলো না স্টোন। বাইরে বেরিয়ে এলো ফ্যারেল, এগোলো লিভারি-বার্ন-এর দিকে।

আস্তাবলে পৌঁছে চড় গলায় নিকোলাসকে ডাকলো। একটা স্টল থেকে উঁকি দিলো হোস্টলার।

'চারটে ঘোড়া, নিকোলাস, তাড়াতাড়ি!' বললো ক্লিফ।

'ওকে স্যানতা রোসায় নিয়ে যাচ্ছো?'

মাথা দোলালো ক্লিফ।

'তোমরা দুজন?'

'উপায় কি? শহরের লোকেরা জুরী হতেই রাজি হলো না, তারা কি আর সাহায্য করবে?'

'কিন্তু দুজনে পারবে?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল ফ্যারেল। 'জলদি ঘোড়ার ব্যবস্থা করো,' তাড়া দিলো ও।

পরপর চারটে ঘোড়া বের করে ওগুলোর পিঠে জিন চাপাতে শুরু করলো নিকোলাস। অপেক্ষা করলো ক্লিফ। নিকোলাস সত্যি কথা বলেছে। মাত্র দুজনের পক্ষে রেগানকে স্যানতা রোসায় নিয়ে যাওয়া এক কথায় অসম্ভব!

কিন্তু রেগানকে কোনোমতেই মুক্তি দেয়া যাবে না। এখন দুটো পথ আছে ল্যুকের সামনে : স্যানতা রোসায় গিয়ে আদালতে দাঁড়াতে হবে ; অথবা মরতে হবে ক্লিফের হাতে।

চারটে ঘোড়া তৈরি করে লাগামগুলো ফ্যারেলের হাতে তুলে দিলো নিকোলাস। একটা ঘোড়ার পিঠে উঠে বসলো ক্লিফ, অপর তিনটে ঘোড়াসহ এগোলো রাস্তা ধরে।

হোটেলের সামনে কিছু লোক জটলা করছে। আবার বারান্দার খুঁটিতে নোটিস সেঁটেছে ম্যাট, পড়ছে সেটা। জেলভবন পেছনে ফেলে হোটেলের দিকে এগিয়ে গেল ক্লিফ। ভিড় ঠেলে সামনে গিয়ে পড়লো নোটিসটা।

> আমার ভাইয়েরা পাহাড়ের ওপর থাকবে,
> শেরিফ আর ডেপুটি ছাড়া অন্য কেউ ল্যুকের
> সঙ্গে গেলে ডিনামাইট ফাটিয়ে দেবো।
> ম্যাট রেগান।

পাশে দাঁড়িয়েছিলো ম্যাট, বিদ্রূপভরা দৃষ্টিতে ক্লিফের দিকে তাকালো। ক্লিফ তাকালো তার দিকে। ওদের পাঁচ সাত মাইল এগিয়ে যাবার সুযোগ দেবে লোকটা, ভাবলো ও, তারপর নেমে আসতে বলবে ভাইকে, পাঁচজন একসঙ্গে ছুটে যাবে ল্যুককে উদ্ধার করতে। পাঁচজনের মোকাবেলা করা ওদের সাধ্যে কুলোবে না।

অন্যমনস্কভাবে কাঁধ ঝাঁকালো ক্লিফ, ঘুরে জেলভবনের পথ

ধরলো। জেলের সামনে পৌঁছে লাফিয়ে নামলো স্যাডল থেকে। ঘোড়াগুলোকে হিচরেইলে বেঁধে ভেতরে ঢুকলো।

অফিস কামরায় পা রেখেই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো থমকে দাঁড়ালো। মুক্ত অবস্থায় কামরার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে ল্যুক রেগান! সেলের দিকে যাচ্ছে স্টোন।

ক্লিফকে দেখেই গানর‍্যাকের দিকে তেড়ে গেল ল্যুক। এক টানে পিস্তল বের করে আনলো ফ্যারেল, পিছিয়ে আনলো হ্যামার, কঠিন কণ্ঠে নির্দেশ দিলো, 'থামো!'

জমে গেল রেগান। 'স্টোন?' একই সুরে আবার বললো ক্লিফ। 'করেছো কি? জলদি ওর হাতে হাতকড়া পরাও!'

ঘুরে দাঁড়ালো স্টোন। উদ্যত পিস্তল তার হাতে। 'ওকে যেতে দাও, ক্লিফ,' বললো সে।

'না!' অবিশ্বাসের সঙ্গে স্টোনের দিকে তাকালো ফ্যারেল। আশ্চর্য! এই খানিক আগে আদালতে এবং এর আগে মুরের সঙ্গে মারপিটের সময় পাশে এসে দাঁড়ালো, অথচ এখন একেবারে উল্টো কথা বলছে!

'ওকে যেতে দাও,' ভারি গলায় বললো স্টোন। 'নইলে গুলি করবো।'

'করো গুলি,' বললো ফ্যারেল। 'মরার আগে রেগানকে মেরে যাবো আমি!'

'ক্লিফ···!' কাঁদো কাঁদো গলায় উচ্চারণ করলো স্টোন, 'আর কোনো উপায় নেই, বুঝছো না কেন?'

'পিস্তল রেখে হাতকড়া এনে দাও,' বললো ক্লিফ।

ফিরে এলো স্টোন, ক্লিফের পায়ের কাছে ছুঁড়ে দিলো হাতকড়া। হাত বাড়িয়ে বুকে সাঁটা ব্যাজটা খুলে ফেললো একটানে, ছুঁড়ে দিলো একদিকে। 'জাহান্নামে যাক, আমি আর নেই! এটার জন্যে প্রাণ খোয়ানোর ইচ্ছে নেই আমার!'

আবার ক্লিফের দিকে তাকালো সে, তারপর নীরবে বেরিয়ে গেল, হাঁটতে হাঁটতে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল একসময়।

আঠারো

স্টোনের গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইলো ক্লিফ, অসন্তোষ চেপে রাখলো অনেক কষ্টে। কয়েক মুহূর্ত পর, ঘাড় ফিরিয়ে রেগানের দিকে তাকালো ও।

'আমি এখন একা, রোগান,' বললো, 'বুঝতে পারছো, মেজাজ খারাপ, উল্টাপাল্টা কিছু করলে একেবারে শেষ হয়ে যাবে! এবার ঘুরে দাঁড়াও!'

আদেশ পালন করলো ল্যুক রেগান।

'হাত পেছনে আনো।'

এবারও আপত্তি করলো না সে।

সামনে ঝুঁকে মেঝে থেকে হাতকড়া তুলে নিয়ে রেগানের হাতে পরিয়ে দিলো ক্লিফ। তারপর বললো, 'যাও, সেলে ঢোকো।'

রেগান সেলে ঢুকলে দরজায় তালা লাগালো ও। ফিরে এলো অফিস কামরায়। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকালো। বিষণ্ণ চেহারা। কি করবে, বুঝতে পারছে না। একা

ওর পক্ষে রেগানকে নিয়ে স্যানতা রোসায় যাওয়া সম্ভব নয়, আবার কারো সাহায্যও পাওয়া যাবে না। কি করা যায়?

চিন্তাভাবনা করার জন্যে সময় দরকার। কিন্তু ভাবলেই কি পরিস্থিতি পাল্টে যাবে? আবার কোনো উপায় না থেকে পারে? থাকতেই হবে!

ফিরে এসে শেরিফের চেয়ারে বসলো ক্লিফ। কাঁপা হাতে সিগারেট বানিয়ে ধরালো। প্রথম থেকে পুরো ব্যাপারটা আবার পর্যালোচনা করে দেখলো।

কেন যেন মনে হচ্ছে রেগানকে বাঁচিয়ে রেখে ভুল করেছে ও। এই লোকটাই যত নষ্টের মূল। কিন্তু মেরে ফেললে তার স্বীকারোক্তি পাওয়া যেতো না, বিবেকের দংশনে জ্বলতে হতো সারা জীবন...

কিন্তু রেগানের স্বীকারোক্তি পাওয়ার পরও, নীতির প্রশ্নে অবিচল থাকতে গিয়ে প্রাণের ঝুঁকি নিয়েছে ও। স্টোনের মতো দায়িত্ব এড়ানোর কথা মুহূর্তের জন্যেও ঠাঁই পায়নি ওর মনে। ভেতরে ভেতরে ভীত হয়ে পড়েছে ও...জমাট বেঁধে গেছে পাকস্থলীর ভেতরটা। এত তাড়াতাড়ি মরতে চায় না ক্লিফ, ফাঁসির আসামীর মতো ভাবতে চায় না মৃত্যুর কথা।

কাঁধ ঝাঁকালো ক্যারেল, প্রাণ বাঁচানোর কোনো পথ খোলা নেই। তবে প্রতি মুহূর্তে যদি সতর্ক থাকতে পারে, মরার আগে অন্তত রেগানকে মেরে যেতে পারবে ও।

ক্লান্ত দেহে উঠে দাঁড়ালো ক্লিফ। ইতস্তত করে সময় নষ্ট করার মানে হয় না। একটা দায়িত্ব চেপেছে কাঁধে, পালন করতে হবে

এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

বাবার কাছে সাহায্য চাওয়ার কথা ভাবলো ও, পরক্ষণে নাকচ করে দিলো চিন্তাটা। বাবাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়ার অধিকার ওর নেই, বহু আগেই চাকরি থেকে অবসর নিয়েছে মানুষটা; এবং এটা তার দায়িত্ব নয়।

দুপুর হয়ে এলো প্রায়, এখুনি রওনা না হলে স্যানতা রোসায় পৌঁছুতে সন্ধ্যা লেগে যাবে। কুঁচকে উঠলো ক্লিফের চোখমুখ। দেরি হলেই বা কি? ওদের তো স্যানতা রোসায় পৌঁছুতে দেয়া হবে না। তবু, যদিও ক্ষীণ, একটা সম্ভাবনা তো আছে!

সেলব্লকে এসে হেলম্যানের সেলের তালা খুললো ক্লিফ। 'আমি চাই না তোমার বিপদ হোক,' বললো ও, 'তাই ছেড়ে দিচ্ছি। স্যানতা রোসায় গিয়ে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করো, ঠিক আছে?'

হেলম্যানের চেহারায় স্বস্তির ছাপ পড়লো, মাথা ঢুলিয়ে জবাব দিলো সে। 'ঠিক আছে, মিঃ ক্যারেল।'

পকেট থেকে দশ ডলারের নোট বের করে হেলম্যানকে দিল ক্লিফ। 'হোটেলের ভাড়া আর খাওয়ার খরচ, খবরদার, হুইসকি ছোঁবে না, বুঝেছো?'

'অবশ্যই, মিঃ ক্যারেল।'

'বাইরে চারটে ঘোড়া আছে,' বললো ক্লিফ। 'একটা নিয়ে যাও। রেগানরা পাহাড় থেকে নামলে তারপর রওনা দিয়ো, নইলে ব্যাটারা গুলি করে বসতে পারে।'

'আচ্ছা।'

জেল থেকে বেরিয়ে এসে কিছুক্ষণ ফুটপাথ-এ দাঁড়িয়ে থাকলো হেলম্যান, হঠাৎ আলোয় চোখ কুঁচকে গেছে। আলো সয়ে আসলে হিচরেইল থেকে একটা ঘোড়া খুলে নিয়ে চেপে বসলো স্যাডলে। এগোতে শুরু করলো ঘোড়াটা।

আবার সেলব্লকে এলো ক্লিফ, মন্থর পায়ে। বেরিয়ে যাবার আগে সোনির সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু উপায় নেই। ল্যুক রেগানকে একা রেখে যাওয়ায় ঝুঁকি আছে। এমন কেউ নেই, যাকে রেখে যাওয়া যায়।

পেছনে দরজা খোলার শব্দে ঘুরে দাঁড়ালো ক্লিফ। সোনিয়া, ভীত দৃষ্টিতে দেখছে ওকে।

সেলের দরজা সশব্দে আটকে দিয়ে সোনিয়ার দিকে এগিয়ে এলো ক্লিফ। চারদিকে চোখ বোলালো সোনি। 'স্টোন কই?' জানতে চাইলো।

'একটা কাজে বাইরে গেছে,' মিথ্যে বললো ক্লিফ, অনর্থক মেয়েটাকে ভাবনায় ফেলে কাজ নেই। স্টোন বিদায় নিয়েছে শুনলে ঘাবড়ে যাবে ও।

'রেগানকে স্যানতা রোসায় নিচ্ছো?'

'হ্যাঁ।' সোনিয়ার কাঁধে হাত রাখলো ক্লিফ। সোনিকে এমন কিছু বলা যাতে না যাবে পরিস্থিতির ভয়াবহতা প্রকাশ পায়।

'সকালে বাবা মায়ের সঙ্গে যাচ্ছি আমি,' বললো সোনিয়া, 'দশটা নাগাদ পৌঁছে যাবো।'

সোনিয়ার দিকে তাকিয়ে মাথা দোলালো ক্লিফ। বেশ স্বাভাবিক হয়ে এসেছে ওর চেহারা। কথা বলার জন্যে মুখ খুললো,

কিন্তু বাধা দিলো সোনি।

'আর একটা কথা, ক্লিফ, আমার মতে এখন পর্যন্ত কোথাও ভুল করোনি তুমি।'

হাসলো ক্লিফ। 'জানতাম, তুমি একথাই বলবে।'

'এবার যাই, কাল দেখা হবে।'

'আচ্ছা।'

চলে গেল সোনিয়া। জানালার সামনে দাঁড়ালো ক্লিফ। হাঁটতে হাঁটতে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল মেয়েটা। হাঁটার ভঙ্গিতে আগের সেই চঞ্চলতা খানিকটা ফিরে এসেছে, ভাবলো ও।

স্বস্তির ছাপ পড়লো ক্লিফের চেহারায়। আবার সেলব্লকে ঢুকলো ও, তালা খুললো রেগানের সেলের। 'বেরোও, এখুনি রওনা দেবো আমরা। তোমাকে এই প্রথম ও শেষবারের মতো সাবধান করে দিচ্ছি, পালানোর চেষ্টা বা সন্দেহজনক আচরণ করলে সোজা খুন হয়ে যাবে। আমার স্যানতা রোসায় পৌঁছুবার আশা কম, তবে তোমার অবস্থাও বিশেষ সুবিধের নয়। ম্যাটরা হামলা করলে তোমাকে মেরে মরবো আমি।'

ক্লিফের সতর্কবাণীতে ম্লান হয়ে গেল ল্যুক রেগান, তাচ্ছিল্যের ছাপ উধাও হলো চেহারা থেকে। 'ম্যাটের সঙ্গে একটা আপোস-রফায় পৌঁছুনোর চেষ্টা করো না?' অনুনয় করলো সে। 'তুমি মারা যাও, আমরা কেউই চাই না।'

হাসলো ক্লিফ।

মাথা নাড়লো রেগান, দু'চোখে তার স্পষ্ট ভয়।

অফিস কামরায় এনে রেগানকে দাঁড় করালো ক্লিফ। র‍্যাক

থেকে স্টোনের ডাবল ব্যারেল শটগানটা তুলে নিয়ে লোড করা কিনা দেখলো। রিলোড করার সুযোগ ওকে দেয়া হবে না জেনেও ড্রয়ার থেকে গোটাকতক শেল নিয়ে পকেটে রাখলো। 'দুটো ব্যারেলই লোড করা,' রেগানের উদ্দেশে বললো ও, 'ফসকানোর তিলমাত্র সম্ভাবনা নেই, একটা গুলি খেলেই দু'টুকরো হয়ে যাবে, মনে রেখো।'

সম্মোহিতের মতো শটগানের দিকে চেয়ে রইলো রেগান। জিভ বের করে শুকনো ঠোঁট ভেজালো সে, ঢোক গিলে বললো, 'তোমাকে মেরে আমাকে ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করবে ওরা, ডেপুটি!'

'জানি। কিন্তু আমার হাতে না মরলেও শেষ পর্যন্ত ফাঁসিতে তো তোমাকে ঝুলতেই হবে, ভয় কি? দুটোই সমান।'

রেগানের ভীত চেহারা দেখে পুলক অনুভব করলো ক্লিফ। 'চলো, ঘোড়ায় চাপো।'

এলোমেলো পায়ে জেল থেকে বেরিয়ে এলো ল্যুক রেগান, একটা ঘোড়ার পাশে দাঁড়ালো। সামনে এসে আবার ওকে হাতকড়া পরালো ক্লিফ। ল্যুক স্যাডলে চাপলে লাগাম তুলে দিলো তার হাতে। তারপর নিজে একটা ঘোড়ায় চেপে বসলো। রাস্তার দিকে তাকালো ও।

শহরবাসীরা রাস্তার দুপাশে সার বেঁধে অপেক্ষা করছে, সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজ দেখতে এসেছে যেন! থমথমে ভাব চারদিকে। জনতার দৃষ্টি ওদের ক'জনের ওপর নিবদ্ধ।

'সামনে বাড়ো,' বললো ক্লিফ ক্যারেল।

ঘোড়ার পেটে গোড়ালির খোঁচা দিলো রেগান।

ক্লিফের কনুইয়ের ভাঁজে ডাবল ব্যারেল শটগানটা দেখে মনে হবে নিতান্ত অবহেলার সঙ্গে ধরে রেখেছে; আদৌ তা নয়, রেগানের পিঠ বরাবর তাক করা রয়েছে ওটা। ওকে ঠেকাতে সরাসরি মাথায় গুলি করতে হবে প্রতিপক্ষকে, সেটা সম্ভব নয়।

ঘাড় ফিরিয়ে গ্রে বাট-এর দিকে তাকালো রেগান। 'এখনো নামেনি ওরা,' বললো।

'আমরা বেরোলেই নেমে আসবে।'

'ওরা দুজনই আছে, লিনসকে নিচে দেখছি না।'

ঝট করে তাকালো ক্লিফ ক্যারেল। পাহাড়ের নিচে মাত্র দুটো ঘোড়া দেখা যাচ্ছে, লিনস নেই। ম্যাট জেমস আর লিনসের খোঁজে রাস্তায় চোখ বোলালো ও, কেউ নেই। আবার সামনে তাকালো ক্লিফ, প্রতিটি ভবনের ছাদ লক্ষ্য করলো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। নেই।

শহর ছাড়ার আগেই হামলা চালাবে না তো?—ভাবলো ক্লিফ। তাহলে তো ল্যুক মারা গেলে প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে ডিনামাইট ফাটিয়ে দেবে শয়তানগুলো!

উৎকণ্ঠায় ভুগে লাভ নেই, আপনমনে বললো ক্লিফ, যা হবার হবে, উদ্বিগ্ন হলেই তো পরিস্থিতি বদলাবে না!

জেল ছেড়ে আধ ব্লক দূরে এসে পড়েছে ওরা। হঠাৎ ক্লিফের খেয়াল হলো, উত্তেজনায় দম আটকে রেখেছে, ফোঁস করে এক মুখ বাতাস ছাড়লো।

মন্থর গতিতে গড়িয়ে যাচ্ছে অপেক্ষার মুহূর্তগুলো।

আরো বাড়লো জেলের সঙ্গে দূরত্ব। একটা হ্যামারে চেপে

বসেছে ক্লিফের আঙুল।

গুড়ুম!

আচমকা গুলির শব্দে কুঁকড়ে গেল ক্লিফ, নিমেষে পিছিয়ে আনলো শটগানের হ্যামার।

রাশ টেনে ঘোড়া থামালো ল্যুক। ক্লিফও থামলো, অবাক হয়ে আবিষ্কার করলো ওর গায়ে লাগেনি গুলিটা। কে গুলি করলো?

পাহাড়ের গায়ে বাড়ি খেয়ে কাঁপা প্রতিধ্বনি ফিরে এলো। পাহাড় থেকে আসেনি গুলিটা, শহরের ভেতরেই রয়েছে অস্ত্রধারী!

কিন্তু অস্ত্রধারী রেগানদের কেউ নয়, তাহলে ও অক্ষত থাকতো না।

কে?

ল্যুকের ওপর নজর রাখার জন্যে ভুগজের মতো সামনে এগোলো ক্লিফ। হঠাৎ গ্রে বাট-এর দিকে তাকাতেই দেখলো লুটিয়ে পড়ছে ল্যুকের একভাই, মার্ক। প্রলম্বিত আর্তনাদ আঘাত করলো কানের পর্দায়।

নড়তেও ভুলে গেল চমকিত ক্লিফ। অসহায় চেহারায় লক্ষ্য করলো ডিনামাইটের সলতেয় আগুন ধরাতে সামনে ঝুঁকে পড়েছে জনি রেগান।

আবার গর্জালো অদৃশ্য রাইফেল, আবার; কয়েক মুহূর্ত পর প্রতিধ্বনি ভেসে এলো।

স্প্রীংয়ের মতো সোজা হয়ে গেল জনি, বাঁকাচোরা ভঙ্গিতে পিছিয়ে গিয়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো পাথুরে দেয়ালে। আবারো গর্জালো রাইফেলটা। কেউ যেন পেরেক দিয়ে পাহাড়ের সঙ্গে

গেঁথে দিলো জনিকে। কয়েক মুহূর্ত লেগে রইলো সে, তারপর হুড়মুড় করে আছড়ে পড়লো, এক দিকে হেলে পড়লো মাথাটা, নড়লো না আর।

বিস্ময়ে 'থ' হয়ে গেছে ফ্যারেল। পাহাড়ের ওই হুমকিতে এত অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলো, এখন আর তার অস্তিত্ব নেই বিশ্বাস করতে পারছে না।

হঠাৎ খেয়াল হলো জেল থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছে ওরা, এবং ল্যুকের আরো তিনটি ভাই এখনো বেঁচে, কাছে পিঠেই আছে তারা!

যেদিকে এগোবে, বিপদ সমান। ল্যুকের দিকে একবার তাকিয়ে রাস্তার এমাথা ওমাথায় চোখ বোলালো ফ্যারেল। কানের কাছে কে যেন বলে উঠলো, 'ছোটো! জলদি!'

ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে জনতা, এদিকে ওদিকে ছোটাছুটি করছে সবাই। ধরে নিয়েছে, ডিনামাইটের ফিউজে আগুন লেগেছে, বিস্ফোরণের আগেই পালাতে হবে।

গুলি খাওয়ার আগেই হয়তো ফিউজে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে জনি, হয়তো ধরায়নি, যাই হোক, শহরবাসীর সাহায্য পেতে কিছু সময় লাগবে—ঘন্টাখানেক পালানো ছাড়া অন্য কিছু ভাববে না কেউ। পরে ডিনামাইট না ফাটলে যার যার ঘরে ফিরতেও দেরি করবে না।

জেলখানাকে এখন সহস্র মাইল দূরে বলে মনে হচ্ছে। শটগান উঁচিয়ে ধরলো ক্লিফ ফ্যারেল। 'ফের জেলে চলো, রেগান,' বললো ও, 'প্রার্থনা করো, যেন পথে কোনো বাধা না আসে।'

উনিশ

দিশেহারা চেহারায় ঘাড় ফিরিয়ে ক্লিফের দিকে তাকালো ল্যুক। নিজের চোখে আপন দু'ভাইকে প্রাণ হারাতে দেখে বিমূঢ় হয়ে গেছে।

'কই, এগোও! জলদি!' ধমকে উঠলো ক্লিফ।

হতচকিত রেগান খোঁচা দিলো ঘোড়ার পেটে। মন্থর গতিতে জেলভবনের দিকে এগোলো দুই অশ্বারোহী।

একচুলও নড়েনি ক্লিফের শটগান, যেমন ছিলো, ল্যুকের পিঠ বরাবর তাক করা এখনো। এদিকে হুলস্থূল পড়ে গেছে রাস্তায়, দিকবিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে ছুটছে লোকজন, চিৎকার করছে প্রাণপণে।

কে গুলি ছুঁড়লো?—আবার ভাবলো ক্লিফ—বাবা কি? তাই হবে। এরকম ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়ার দুঃসাহস বাবা ছাড়া কারো হবে না, বেপরোয়া কাজ একমাত্র জ্যাকব ক্যারেলের পক্ষেই সম্ভব।

জনি রেগান মারা গেছে কতক্ষণ? মনে হচ্ছে একটি ঘন্টা কেটে

গেছে, কিন্তু ক্লিফ জানে, আসলে এক মিনিটও পেরোয়নি।

আরো আধ ব্লক পথ বাকি, বারবার ডানে বামে তাকাচ্ছে রেগান, প্রতিটি দালানের ছাদ আর দোতালার জানালা জরিপ করছে ওর চোখ; ছাইয়ের মতো শাদা হয়ে গেছে চেহারা।

ক্লিফ পরিষ্কার বুঝতে পারছে, ল্যুকের অন্য তিনভাই এখন পথ রোধ করে দাঁড়ালে জেলভবনে আর পৌঁছুতে হবে না, একা চারশত্রুর মোকাবিলা করা অসম্ভব।

বাবা সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে, সেই আশায় বসে থেকে লাভ নেই। সে কোথায় আছে কে জানে, পাহাড়চূড়ায় দুর্বৃত্তদের নাগালে পেতে নিশ্চয়ই অনেকটা এগিয়ে যেতে হয়েছে ওকে।

বাট স্যালুন অতিক্রম করলো ল্যুক, পেছনে রইলো ক্লিফ। হঠাৎ দরজা খোলার শব্দে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো ও। রাস্তায় বেরিয়ে এলো ম্যাট, পেছনে জেস আর লিনস। থামলো না ক্লিফ, তাহলে শটগানের আওতার বাইরে চলে যাবে ল্যুক। পেছন থেকে কর্কশ কণ্ঠে খেঁকিয়ে উঠলো ম্যাট। 'আর এক পা-ও এগোবে না বলছি, ডেপুটি!'

'দাঁড়াও, ল্যুক,' বললো ক্লিফ।

দাঁড়িয়ে পড়লো ল্যুকের ঘোড়া। সামনে তাকিয়ে অনড় বসে রইলো ক্লিফ, শটগানের ট্রিগারে চেপে বসলো তর্জনী। বেকায়দায় পড়ে গেছে ও, এই মুহূর্তে ম্যাট ওর মাথা নিশানা করেছে কিনা কে জানে…!

'পিস্তল ফেলে দাও, ম্যাট,' কণ্ঠ স্বাভাবিক রেখে বললো ক্লিফ, 'জেস, লিনস, তোমরাও। আমার শটগান ল্যুকের হৃৎপিণ্ডের

দিকে চেয়ে আছে, আঙুল ট্রিগারের ওপর, মাথায় গুলি করলেও লুককে বাঁচাতে পারবে না, ঝুঁকি নিতে চাও?'

'ঝুঁকি? জেলে গেলে এমনিতেও মরতে হবে ওকে!'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকানোর ইচ্ছেটা অনেক কষ্টে দমন করলো ক্লিফ।

আচমকা গুলির শব্দ ভেসে এলো পেছন থেকে। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার পেটে গুঁতো লাগালো লুক, ঝটিতি সরে গেল এক পাশে।

শব্দ শুনেই কুঁকড়ে গিয়েছিলো ক্লিফ, গুলি লাগেনি, এখনো অক্ষত আছে বুঝতে পেরে বিমূঢ় হয়ে গেল, কিন্তু দ্রুত সামলে নিয়ে গুলি করলো ও।

স্প্লিনটার লাগলো লুক আর তার ঘোড়ার গায়ে, কেঁপে উঠলো লোকটা, ঝুঁকে পড়লো সামনের দিকে। প্রাণপণে ছুটতে শুরু করলো আহত ঘোড়াটা।

ফাঁকা গুলি করেছে ম্যাট, বুঝলো ফ্যারেল। ঘটনার দ্রুত নিষ্পত্তি চাইছে প্রতিপক্ষ। চট করে ঘোড়ার আড়াল নিয়ে স্যাডল থেকে নেমে পড়লো ও। পরক্ষণে, প্রায় একই সঙ্গে গর্জে উঠলো দু'টো বন্দুক; ওর ঘোড়ার গায়ে লাগলো একটা বুলেট। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া নিয়েই দৌড় দিলো ক্লিফ। বেশি দূর এগোতে পারলো না জানোয়ারটা, পা ভাঁজ হয়ে গেল ওটার, লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। পাঁই করে ঘুরলো ফ্যারেল, শটগানের অন্য হ্যামার পেছনে নিয়ে এলো।

আবার গুলির শব্দ হলো। লিনস গুলি করেছে। তারপরই

গুলি ছুঁড়লো ম্যাট আর জেস। হঠাৎ কুড়োলের কোপ পড়লো যেন ক্লিফের উরুতে, হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল, ট্রিগার টিপলো ও, প্রচণ্ড গর্জনে চাপা পড়ে গেল চারপাশের কোলাহল।

মাত্র বিশফুট দূরে স্যালুনের দরজার কাছে ছিলো লিনস, সোজা তার বুকে গিয়ে লাগলো বাকশট, ঝাঁঝরা হয়ে গেল লোকটা; নিমেষে টকটকে লাল বর্ণ ধারণ করলো পরনের শার্ট, বিকৃত হয়ে গেল চেহারা। গুলির ধাক্কায় এক কদম পিছিয়ে গেল লিনস, আছড়ে পড়লো স্যালুনের জানালার ওপর, ঝনঝন শব্দে কাচ ভাঙলো, মাটিতে লুটিয়ে পড়ল একটা নিষ্প্রাণ দেহ। গুলি-শূন্য এখন ক্লিফের শটগান, শত্রুর মুখোমুখি অসহায়।

ওর শটগানে গুলি নেই, প্রতিপক্ষ লক্ষ্য করেছে কিনা কে জানে! মনে মনে গুলি খাওয়ার জন্যে তৈরি হয়ে গেল ও। কিন্তু ওকে অবাক করে দিয়ে হঠাৎ দৌড়ুতে শুরু করলো ম্যাট আর জেস।

সাঁৎ করে স্যালুনে ঢুকে পড়লো জেস। দরজা থেকে খানিকটা দূরে ছিলো ম্যাট, রাস্তা ধরেই দৌড় দিলো সে, স্যালুন আর একটা দালানের মাঝের এক চিলতে ফাঁকা জায়গায় ঢুকে পড়লো।

পরিষ্কার কিছু ভাবতে পারছে না ক্লিফ, সহজাত প্রবৃত্তির বশে কাজ করে যাচ্ছে। শটগানটা আবার লোড করে স্যালুনের দিকে দৌড়ে গেল ও। এক ধাক্কায় দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো, চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে পড়তে গিয়েও সামলে নিলো। উরুর ক্ষত থেকে রক্ত বেরিয়ে প্যান্ট ভিজে গেছে, টের পাচ্ছে, ভেজা প্যান্ট লেপ্টে গেছে চামড়ার সঙ্গে।

বারের কাছে পৌঁছে গেছে জেস, শটগান তাক করলো ক্লিফ ; কিন্তু গুলি করার আগেই ঝুপ করে বসে পড়লো লোকটা। স্যালুনের সবাই পাগলের মতো ছুটলো দরজার দিকে। বারের শেষ প্রান্তের দিকে এগিয়ে গেল ক্লিফ। পা দুটো আর চলছে না। ও বারের কিনারে পৌঁছুতেই ঝট করে উঠে দাঁড়ালো জেস, ট্রিগার টিপলো পিস্তলের।

এবার আর ভুল হলো না ক্লিফের, ডান হ্যামার পিছিয়ে আনলো, টিপ দিলো ট্রিগারে। ফলাফল ভয়াবহ, বারের পেছনে লাগানো আয়না, তাকে সাজানো বোতল, উধাও হলো এক লহমায়, যেন ঝড় বয়ে গেছে। আক্ষরিক অর্থে দু'টুকরো হয়ে গেল জেস। ভয়ঙ্কর একটা গর্ত সৃষ্টি হয়েছে তার পেটে, রক্তে ভেসে যাচ্ছে মেঝে। নিঃসাড় জেসের দেহ, কাচের ভাঙা টুকরো ঝরে পড়ছে তার ওপর।

ঘুরে দাঁড়ালো ক্লিফ, পা টেনে দরজার দিকে এগোলো, বেরিয়ে এলো রাস্তায়। ক্রোধে জ্বলছে দু'চোখ। মাথার টুপিটা কখন পড়ে গেছে জানে না। ম্যাটের খোঁজে ডানে বামে তাকালো ও।

স্যালুনের পার্শ্ববর্তী গলিটার দিকে ইঙ্গিত করলো এক লোক। চট করে সেদিকে ছুটে গেল ক্লিফ। আহত পায়ে আর কতক্ষণ সোজা থাকতে পারবে? মাথাটা এখনো ঠিক মতো কাজ করছে না। তবে এটুকু বুঝতে পারছে, অজ্ঞান হবার আগেই শেষ করতে হবে ম্যাটকে।

খাঁ খাঁ করছে গলিপথ। খুঁড়িয়ে এগিয়ে চললো ফ্যারেল, অন্য দিকে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এলো। আচমকা হোঁচট খেলো

আবর্জনার স্তূপে, হুমড়ি খেয়ে পড়লো।

একই সময়ে ডান দিক থেকে ভেসে এলো বন্দুকের কানফাটা গর্জন। ক্লিফের পেছনে, স্যালুনের দেয়ালে থাবলা বসালো বুলেট। আবার গুলির শব্দ হলো। গড়ান দিয়ে সরে যেতে শুরু করলো ক্লিফ। আর একটা গুলি অবশিষ্ট আছে, ভাবলো। কোমরে ঝোলানো গুলিভরা পিস্তলের কথা মনে পড়লো হঠাৎ, উত্তেজনায় ভুলে গিয়েছিলো, হাত বাড়ালো ও—নেই, স্যালুনের সামনে ঘোড়া থেকে নামার সময় পড়ে গেছে হয়তো।

গড়ান দেয়ার সময় ম্যাটকে দেখেছে ও, একটা ভাঙা দেয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে, মাথা আর বুকের ঊর্ধ্বাংশ নজরে আসছে কেবল। ক্লিফের দিকে তাকিয়ে রয়েছে তার হাতের পিস্তল। শোয়া অবস্থাতেই শটগান তুলে ধরলো ক্লিফ, ওর দৃষ্টি ম্যাটের পিস্তলের মাযল দেখছে, পেছনে ম্যাটের হিংস্র চেহারা।

এখুনি গুলি করবে ম্যাট···মনে মনে মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হলো ক্লিফ।

আচমকা কেঁপে উঠলো ম্যাট, পাঁই করে ঘুরলো এক পাক, নেমে গেল পিস্তলের নলটা, খেঁকিয়ে উঠলো। পরক্ষণে কানের পর্দায় আঘাত করলো অদৃশ্য সেই রাইফেলের প্রচণ্ড গর্জন।

ম্যাটকে দেখা যাচ্ছে না আর, শুধু দেয়ালটা দেখা যাচ্ছে। গুলির শব্দ অনুসরণ করে তাকালো ক্লিফ। কাছের একটা দালানের ছাদে রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে আছে জ্যাক ফ্যারেল।

চট করে উঠে দাঁড়ালো ও, দেয়ালের দিকে এগিয়ে গেল। উঁকি দিতেই ম্যাটের নিথর দেহ চোখে পড়লো।

শটগানের হ্যামার আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনলো ক্লিফ, তারপর ধীরে ধীরে বড় রাস্তার দিকে এগোলো, একটা কাজ বাকি রয়ে গেছে···

বড় রাস্তায় পৌঁছে পিস্তলটা খুঁজে পেলো, হোলস্টারে রাখলো ওটা। খুঁড়িয়ে জেলভবনের সামনে এলো ও। একটা ঘোড়া এখনো আছে। রেইল থেকে লাগাম খুলে স্যাডলে চেপে বসলো। এখন শুধু লুক বেঁচে আছে, ওকেই দরকার।

কোথায় যেতে পারে সে? পাঁচ পাঁচটি ভাইয়ের মৃত্যুতে দিশেহারা ফেরারী লুক কোন্ দিকে যাবে? সোজা সেই মরুভূমিতে?—নাহ্। গ্রে বাট-এর দিকে দৃষ্টি গেল ফ্যারেলের। ঢাল বেয়ে উঠে যাচ্ছে লুক। তার মানে ডিনামাইটের ফিউজে আগুন ধরাতে যাচ্ছে। ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবে!

জ্যাকব ফ্যারেলের খোঁজে সেই দালানটার ছাদের দিকে তাকালো ক্লিফ। রেগানের দিকে নিবদ্ধ বাবার দৃষ্টি, কিন্তু তাকে রাইফেল তাক করতে দেখা গেল না। লুককে ঠেকানো না গেলে বাবা গুলি করবে নিঃসন্দেহে, ডিনামাইটের সলতেয় আগুন দেবার আগেই। কিন্তু লুককে যে ওর জ্যান্ত প্রয়োজন, গ্রে বাট-এ তার বিচার হবে, তারপর সে ফাঁসিতে ঝুলবে।

ঘোড়ার পেটে সজোরে খোঁচা দিলো ক্লিফ! ঝড়ের গতি পেলো ওটা। ঢালের শেষ মাথায় পৌঁছে গেছে লুক রেগান, এই সময় পাহাড়ের গোড়ায় এসে থামলো ও।

'ল্যুক!' চিৎকার করে ডাকলো, 'রেগান! শোনো! আমার বাবার রাইফেল তোমার দিকে চেয়ে আছে, তাহলে ওঠার চেষ্টা

করলে মারা পড়বে!'

ফিরেও তাকালো না লুক। এদিকে ভার হয়ে আসছে ক্লিফের মাথা, দুর্বলতা গ্রাস করে নিচ্ছে ওকে প্রতি মুহূর্তে···সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে দ্রুত···কিছু একটা করা দরকার!

হঠাৎ মনে পড়লো কথাটা···সাধারণ ব্যাপারটা এতক্ষণ মনে ছিলো না!

'লুক!' আবার চিৎকার করলো ক্লিফ। 'ফিউজে আগুন ধরাবে কিভাবে? দেশলাই কোথায়! একটু আগে কোর্ট থেকে জেলে ফিরে আমার কাছে তামাক ম্যাচ চেয়েছিলে, মনে নেই?'

কড়া লাগানো হাতে উদ্‌ভ্রান্তের মতো পকেট হাতড়ালো লুক। অবশেষে হতাশায় ঝুলে পড়লো ওর কাঁধ, ঘোড়া ঘুরিয়ে নেমে আসতে শুরু করলো। অপেক্ষা করলো ক্লিফ। লুক কাছে এলে এক পাশে সরে ওকে পথ করে দিলো। এক সঙ্গে জেলে ফিরলো ওরা। স্যাডল থেকে নেমে লুককে নিয়ে ভেতরে ঢুকলো ক্লিফ। ওকে সেলে রেখে তালা দিলো দরজায়।

অবশেষে সমাধান হলো সব সঙ্কটের, ভাবলো ও। জেলে আটক রয়েছে ল্যুক রেগান, ওর ভাইয়েরা মারা যাওয়ায় অবসান হয়েছে অবরোধের, শহরের নিরাপত্তা ফিরে এসেছে। এবার নির্বিঘ্নে বিচার হবে আসামীর, আগেই স্বীকারোক্তি দিয়েছে সে, আদালতের রায় তার বিরুদ্ধে যাবে নিঃসন্দেহে।

অফিস কামরায় ফিরে শেরিফের স্যুইভেল চেয়ারে ধপ করে বসে পড়লো ক্লিফ। অবসাদে চোখ বুঁজলো।

আমার কিছু কথা

আমার একটা স্বপ্নের বাস্তবায়ন হলো এই ওয়েবসাইটের মধ্য দিয়ে। ছোটবেলা থেকেই আমার বইপড়া অভ্যাস। আমার পড়া প্রথম উপন্যাস শ্রী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী',তখন আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও ভর্তি হইনি।তারপর থেকে প্রায় ২০ বছর ধরে অসংখ্য বই আমি পড়েছি,সংগ্রহের ইচ্ছা থাকলেও আর্থিক অবস্থা আমাকে সেই সুযোগ দেয় নি। ইন্টারনেটের সাথে পরিচিত হওয়ার পর থেকেই আমি বাংলা বই ডাউনলোডের সুযোগ খুঁজতাম,কিন্তু এক মূর্চ্ছনা ছাড়া আর তেমন কোন সাইট আমি পাইনি। মূর্চ্ছনাতেও নিয়মিত বই আপডেট হয়না বলে আমি নিজেই আমার অতিক্ষুদ্র সামর্থ্যের (এতই ক্ষুদ্র যে গ্রামীনের ইন্টারনেট চার্জ টা আমাকে টিউশনি করে জোগাড় করতে হয়।

তবু আমি আমার চেষ্টা অব্যাহত রাখব, নতুন পুরাতন সমস্ত (বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার লেখকদের বই) লেখাই আমি এখানে দেওয়ার আশা রাখি।

আপনাদের কাছে একটা ছোট্ট অনুরোধ, আমাকে একটু সাহায্য করুন,তবে টাকা দিয়ে নয়। আমার এই ওয়েবসাইটে কিছু Google এর বিজ্ঞাপন আছে,যে কোনো একটা বিজ্ঞাপন মাসে একবার (হ্যাঁ,মাসে একবারই,তার বেশী নয়) যদি একটু ১০ মিনিট ব্রাউজ করেন,তাহলে আমি একটু উপকৃত হই। আপনাদের পছন্দের বইগুলো যদি ডাউনলোড চান তাহলে মেসেজবক্সে আমাকে মেসেজ দেবেন। আমি চেষ্টা করব বইটা দেওয়ার। যদি সফটওয়্যার দরকার হয়,তাহলে যান http://www.download-at-now.blogspot.com/ এই ঠিকানায়। সব সফটওয়্যার সিরিয়াল/ক্রাক/কিজেন যুক্ত। কোন সফটওয়্যার তৈরী করার দরকার হলেও আমাকে বলতে পারেন,আমি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার।

মোবাইল: ০১৭৩৪৫৫৫৫৪১
ইমেইল: ayan.00.84@gmail.com